স্বর্ণ সম্ভার
৯ থেকে ২২ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 October, 2020 ■ আগরতলা, ২০ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ৩ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগ্রাসী মিজোরাম, উত্তেজনা অসমে হস্তক্ষেপ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি/ নয়াদিল্লী, ১৯ অক্টোবর।। কাছাড় জেলার লায়লাপুর-ভাইরেংটি এলাকার অসম-মিজোরাম সীমান্তে মিজো দুর্বৃত্তদের ভূমি জবরদখলের ঘটনায় তৃতীয় দিনেও তীব্র উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। উভয় রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তাদের মধ্যে দফায় দফায় আলোচনা হলেও কার্যত কোনও সুরাহা হচ্ছে না। আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী এলাকায় উত্তেজনার পারদ ঊর্ধগামী। উত্তেজিত মারমুখি জনতার গতিবিধিতে গোটা এলাকাজুড়ে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। নিরাপত্তা বাহিনীর ঘেরাটোপে শিলচর-আইজল ১৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। বন্ধ আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যক আদান-প্রদান।

কাছাড় এবং করিমগঞ্জের মিজোরাম সীমান্তে সংঘাতজনিত পরিস্থিতির ফের খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল তাঁর অফিশিয়াল টুইটে এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, আজ (সোমবার) বিকেলে মিজোরাম সীমান্তের সর্বশেষ

পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সব শুনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত যাবতীয় সহায়তা করতে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। এর প্রায় তিনঘণ্টা আগে আরেক টুইটে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, আজ সকালের দিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও কাছাড় এবং করিমগঞ্জের অসম-মিজোরাম সীমান্তের সর্বশেষ পরিস্থিতির খোঁজ নিয়ে সবধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

গতকাল বরাক উপত্যকার দুই জেলার তিন বিধানসভা এলাকা যথাক্রমে কাছাড়ের লায়লাপুর (ধলাই বিধানসভা এলাকা), পাথারকান্দির মেদলিছড়া এবং রাতাবাড়ির চেরাগিতে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত এলাকার উত্তপ্ত পরিস্থিতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবগত করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। ফোনে কথা বলেছিলেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার সঙ্গেও। অসম ভূখণ্ডে প্রবেশ করে মিজো দুর্বৃত্তরা যে হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত করেছে সে সব বর্ণনা করে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন সর্বানন্দ। টেলিফোনিক বার্তালাপে মিজো আগ্রাসীদের রুখতে তিনি ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বস্ত করেছিলেন জোরামথাঙ্গা।

এদিকে কাছাড়ের মিজো সীমান্ত লায়লাপুরে সোমবার জেলাশাসক কীর্তি জল্লি সহ প্রশাসনিক পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে এডিজিপি মুকেশ আগরওয়ালা উপস্থিত হয়ে স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে যুবক নিখোঁজ চিন্তিত স্বজনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর এর বরইতলা এলাকার এক যুবক নিখোঁজ হয়েছে। নিখোঁজ যুবকের নাম নরেন্দ্র সিনহা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদপত্রে জানা গেছে রবিবার দুপুর নাগাদ নরেন্দ্র সিনহা এবং অঞ্জন সিনহা নামের দুই যুবক কবিরাজের বাড়ির উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। রাতে অঞ্জন সিনহা বাড়িতে ফিরে আসলো নরেন্দ্র সিনহা বাড়িতে ফিরে আসেনি। তাতেই সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। অঞ্জন সিনহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ বিষয়ে কোনো লোক খুঁজে পায়নি স্থানীয় জনগণ। বিষয়টি পানিসাগর থানার পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে তৎপরতা শুরু করেছে। কিন্তু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিহার ভোটে টিএসআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। আগামী ২৩ অক্টোবর বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। আর এর জন্য ত্রিপুরা থেকে রওয়ানা হল ৮০০ জন টি এস আর ও ১০০ জন বি এস এফ জওয়ান। সোমবার আগরতলা বাধারঘাট রেল স্টেশন থেকে রেলে করে নির্বাচনী কাজের জন্য রওয়ানা হয় টি এস আর জওয়ানেরা। আপ ০০৭২০ আগরতলা থেকে সাসারাম ইলেকসন স্পেশাল ট্রেনে রওয়ানা হয় টি এস আর ও বি এস এফ জওয়ানেরা। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে এই টি এস আর জওয়ান।

কেন্দ্রীয়ভাবে নৈশ কার্ফিউ জারির সিদ্ধান্ত হয়নি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : ত্রিপুরায় দুর্গোৎসবে কেন্দ্রীয়ভাবে নৈশ কার্ফিউ জারির কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সোমবার এ-কথা সাফ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক এ-বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারবেন, জানান তিনি।

আজ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজধানী আগরতলা সহ ত্রিপুরায় অপরাধের সংখ্যা কমেছে। তাছাড়া আগরতলায় ইনটিগ্রেটেড কমান্ড কন্টোল ব্যবস্থা চালুর ফলে সবসময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আসন্ন দুর্গাপূজায় কেন্দ্রীয়ভাবে নৈশ কার্ফিউ জারির বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। মুখ্যসচিব দুর্গোৎসব সংক্রান্ত নির্দেশিকা ইতিমধ্যে জারি করেছেন। তবে, স্ব স্ব জেলাশাসকরা প্রয়োজনের ভিত্তিতে কার্ফিউ জারির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব আসন্ন দুর্গাপূজায় সকলকে করোনা সংক্রমণ রোধে প্রয়োজনীয় নিয়মবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান। মাস্ক ব্যবহার করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, ভিড় এড়িয়ে চলা ও ট্রাফিক আইন মেনে চলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর প্রতি অনুরোধ জানান।

দুর্গোৎসবে ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বে বৃষ্টির পূর্বাভাস

আগরতলা, ১৯ অক্টোবর (হি.স.)।। করোনা-প্রকোপের মধ্যে দুর্গোৎসবের আনন্দোল্লাসে বাধা হয়ে দাঁড়াবে প্রকৃতিও। মুখ ভার থাকবে আকাশের। কারণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী ষষ্ঠি থেকে অষ্টমী পর্যন্ত ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টিপাত হবে। তবে নবমী ও দশমীর দিন তুলনামূলক বৃষ্টিপাত কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের খবর, বঙ্গোপসাগরের মধ্যাংশ এবং আশপাশে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার কারণে ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টিপাত হবে। তার প্রভাবে ২২ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২১ অক্টোবর দু-এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তেমনি, ২২ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ত্রিপুরার অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি এবং দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। তবে, ২৫ এবং ২৬ অক্টোবর বৃষ্টিপাত তুলনামূলক কম হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকুরিচ্যুত শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যু তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ অক্টোবর।। তেলিয়ামুড়া ধন চাকমা এলাকায় এক শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। চাকরিচ্যুত ওই শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে মানসিক যন্ত্রনায় ভুগছেন। অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন ওই শিক্ষক।গতকাল রাতে নিজ বাড়িতেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন ওই শিক্ষক।

তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে ধন চাকমা গ্রাম থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন কিংবা মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এ ধরনের ঘটনা প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে।সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করা হলেও এখনো পর্যন্ত তাদেরকে সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়নি। যদিও রাজ্য সরকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যুবককে খুন গ্রেপ্তার তিন, উদয়পুর শহরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ অক্টোবর।। শারদীয় দুর্গাপূজার ঠিক আগ মূহুর্তে পরিকল্পিতভাবে খুন হলো বছর ত্রিশের রাকেশ শর্মা উরফে শম্ভু নামে এক যুবক। আহত হয়েছেন নিহত যুবকের বাবা দীপঙ্কর শর্মা, ছোট ভাই বিশাল শর্মা, কাকা নির্মল শর্মা। ঘটনা গোমতী জেলার উদয়পুর মহাকুমার চন্দ্রপুর কলোনি এলাকার ইন্দিরা নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের আশ্রমটিলা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার রাতে রাকেশকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় খাসটিলা এলাকার মেঘনাথ দাস ও ওনার ছেলে সহ এলাকার মিহির দাস, বাপন দাস, বিমল দাস ও মৃনাল দাস। রাকেশ কে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে এলোপাতাড়ি ছুড়ি চালায় এবং কাঠার ফাইল দিয়ে আঘাত করে। রাকেশকে বাঁচাতে ওর বাবা- কাকা-ছোট ভাই এগিয়ে আসলে তাদেরকেও এলোপাতাড়ি আঘাত করতে শুরু করে। এতে চারজনই আহত হয়। পরবর্তী সময়ে রাকেশ সহ সকলকে এলাকাবাসির সহযোগিতায় তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার রাকেশকে আগরতলা রেফার করেন। রাস্তায় রাকেশের মৃত্যু হয়। এই অবসরে মেঘনাথ দাস, ওনার ছেলে সহ এলাকার মিহির দাস, বাপন দাস ,বিমল দাস ও মৃনাল দাস পালিয়ে গা ঢাকা দেয়।

এই দিকে এই মৃত্যুর ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকা জুড়ে তীব্র শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত রাকেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ট্রাফিক পুলিশের আধুনিকীকরণ দুটি ইন্টারসেপ্টার ভেহিকলের সূচনা

আগরতলা, ১৯ অক্টোবর (হি.স.)।। ট্রাফিক পুলিশ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য ত্রিপুরায় দুটি নতুন ইন্টারসেপ্টার ভেহিকল চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোমবার সকালে সবুজ পতাকা নেড়ে এর সূচনা করেছেন।

আজ সকালে সরকারি বাসভবনের সামনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ট্রাফিক পুলিশ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই লক্ষ্যেই দুটি নতুন ইন্টারসেপ্টার ভেহিকল কেনা হয়েছে। ত্রিপুরায় এই প্রথম এ ধরনের অত্যাধুনিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তাঁর কথায়, লক্ষ্য করা গেছে, আগরতলা-সাব্রুম সড়কে যানবাহনের গতির কারণে প্রায় ৯০ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটে। জিরানিয়া ও মোহনপুরেও একই অবস্থা। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হলেও দেখা গেছে যানচালকগণ যথাযথভাবে তা মানছেন না। এখন এই ব্যবস্থা চালুর ফলে দ্রুতগতির যানবাহনের উপর নজরদারি করা সম্ভব হবে। এর ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত, ইন্টারসেপ্টর ভেহিকলগুলির কার্যকর ব্যবহারের ফলে প্রতিদিন রাস্তায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি বা জরিমানা করা যাবে যারা নির্দিষ্ট গতির উপরে যানবাহন চলাচল করে ট্রাফিক আইন অমান্য করছেন। ইন্টারসেপ্টর ভেহিকলগুলিতে রয়েছে লেজার স্পিড গান যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দ্রুতগতিতে চলা যানবাহনের রেকর্ড রাখবে। এই লেজার স্পিড গানটি দিনরাত এবং যেকোনও আবহাওয়ায় সহায়ক। আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ই-চালান তৈরি হবে।

পাশাপাশি এই ডিভাইসে সংগৃহীত তথ্য যেকোনও সড়ক দুর্ঘটনার প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া রয়েছে অ্যালকোহল অ্যানালাইজার উইথ ক্যামেরা, জিপিএস অ্যান্ড প্রিন্টার, গাড়ির সামনের কাঁচের স্বচ্ছতার মাত্রাকে পরিমাপ করার জন্য টন্ট এনফোর্সমেন্ট মিটার, রুফ মাউন্ট এলইডি লাইট বার, মাল্টি টিউন সাইরেন কাম পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম। রোড সেফটি ফান্ড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়ক শংকর রায়কে হুমকি দিয়ে জোলাইবাড়ি বাজারে পোস্টারিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। বিজেপি দক্ষিণ জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক শঙ্কর রায়কে হুমকি দিয়ে জোলাইবাড়ী বাজারের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হলো পোষ্টার। দীর্ঘ দিন ধরে বিজেপি জোলাবাড়ি মণ্ডলের অভ্যন্তরে ঝামেলা চলছিল। মণ্ডল সভাপতি হিসাবে তমাল বৈদ্য দায়িত্ব গ্রহণের পর ঝামেলা বৃদ্ধি পায়। তার কারন হিসাবে অনেকে বলছেন উপরি কামাই।

কারন তমাল বৈদ্য মণ্ডল সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর মণ্ডলের অভ্যন্তরে থেকে যারা বাকা পথে অর্থ উপারজন করতো তাদের সেই অর্থ উপার্জনের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঝামেলা এমন পর্যায়ে পৌছায় যে তমাল বৈদ্য নিজেই নাকি মণ্ডল সভাপতির পদ থেকে সরে যেতে চাইছিলেন। যদিও দলের পক্ষ থেকে তমাল বৈদ্যর অসুস্থতার কারন দেখিয়ে ১৭ অক্টোবর নয়া সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়। জোলাইবাড়ীর মন্ডলের সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয় অজয় রিয়াংকে। এই নিয়ে ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়। ১৭ অক্টোবর বিলোনিয়ায় সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যদিয়ে নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতির নাম ঘোষনা করলেন বিজেপির দক্ষিন জেলার সভাপতি তথা সাব্রুম বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর রায়।

নতুন মন্ডল সভাপতি নিয়োগের পর থেকে জোলাইবাড়ি মণ্ডলের অভ্যন্তরে অশান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। একাংশ দলীয় কর্মী সামাজিক মাধ্যমে নানান মন্তব্য শুরু করে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যাত্রী ভাড়া ইস্যুতে যান চলাচল স্তব্ধ, মালিক চালকদের সাথে আলোচনার আহ্বান মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। যাত্রী পরিবহন ও যাত্রী ভাড়া নিয়ে ঝামেলার জেরে বাস চালক ও মালিকদের গাড়ি চালানো বন্ধ করা নিয়ে এইবার মুখ খুললেন পরিবহন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। তিনি সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট জানান ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কিন্তু বাস মালিক বা শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট কোন দাবি জানানো হয়নি।

এই ভাবে চলতে দেওয়া যায় না। সমস্যা থাকলে আলোচনার মাধ্যমে তা শেষ করতে হবে। তাই তিনি বাস মালিক ও শ্রমিকদের আলোচনায় বসার আহ্বান জানান। যাত্রী পরিবহন ও ভাড়া নিয়েও স্পষ্ট জানান তিনি। তিনি বলেন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর বাস মালিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে স্বাভাবিক ভাবে যাত্রী পরিবহনের জন্য। তবে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সকলে

ক্ষতিগ্রস্ত। সকলের রোজগার কমেছে। তাই এই পরিস্থিতিতে যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তবে কোন যাত্রী চাইলে দুইটি সিটের ভাড়া দিয়ে নিজের ইচ্ছায় একটি সিটে বসতে পারবে। সর্বোপরি তিনি সমস্যার সমাধানের জন্য বাস মালিক ও শ্রমিকদের আলোচনায় বসার আহ্বান জানান।

সমস্যার সুত্রপাত করোনা ভাইরাসের প্রকোপ শুরুর সাথে সাথে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় কেউই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তথাপি সময়োপযোগী কিছু সিদ্ধান্ত করোনা মোকাবেলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেছে। তবে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় বর্তমানে পরিবহন ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে চরম জটিলতা। করোনা মোকাবেলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও মাস্ক ব্যবহার করা জরুরি। তাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য পরিবহন দপ্তর থেকে বাস গুলিকে ৫০ শতাংশ যাত্রী পরিবহনের জন্য বলা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যাত্রী ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে দপ্তর বাস্তব সম্মত চিন্তা ভাবনা করেনি। আর তার জেরেই বর্তমান সমস্যা।

দেখা যায় একটি বাস গাড়িতে যদি ৪০ টি সিট থেকে থাকে, তাহলে ঐ বাস আগে আগরতলা থেকে সাব্রুম যাওয়ার-আসার ক্ষেত্রে ৮ হাজার টাকা আমদানি হতো, যদি যাত্রী পিছু ভাড়া ১০০ টাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিটি পুজো মণ্ডপ কন্টেনমেন্ট জোন দর্শকশূন্য থাকবে মন্ডপ ঃ হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি স)।। চলতি বছর করোনা আবহে হচ্ছে পুজো। আর তাই এই বছর পুজোয় দর্শকশূন্য থাকবে মন্ডপ। প্রতিটি পুজো মণ্ডপই কন্টেনমেন্ট জোন হবে। সোমবার পুজোর ভিড় নিয়ে জনস্বার্থ মামলায় ঐতিহাসিক রায় হাইকোর্টের। রাজ্যের প্রতিটি দুর্গাপুজোয় এই আইনি নির্দেশিকা রূপায়ণ করতে বলা হয়েছে।

এদিন করোনা সংক্রমণের মধ্যে দুর্গাপুজোর অনুমতি নিয়ে হাইকোর্টে দায়ের মামলার রায়দান হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কী রায় দেয় হাইকোর্ট, এদিন সকাল থেকে সেদিকেই তাকিয়ে ছিলেন সকলে। কলকাতা হাইকোর্টের হাইকোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়ে বলা হয়, এই বছর দর্শকশূন্য থাকবে পুজো মণ্ডপ। প্রতিটি পুজো মণ্ডপই কনটেনমেন্ট জোন হিসাবে গণ্য হবে। বড় মণ্ডপের ক্ষেত্রে দূরত্ব ১০ মিটার আর ছোট মণ্ডপের ক্ষেত্রে ৫ মিটার এই দূরত্বের মধ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সোমবার সকালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ভোট ঃ ৫ নভেম্বর থেকে বুথ চলো অভিযান করবে জনজাতি মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। ১৮ অক্টোবর আমবাসা পিটিআই হলে ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি মোর্চার এক কার্য্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপ মুখ্যমন্ত্রীর যীষ্ণু দেববর্মা, জনজাতি মোর্চার ৯ বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। এদিন বৈঠকে আলোচনার মূল বিষয় ছিল রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়নে বিভিন্ন দিক তুলে ধরা। বিশেষ করে এডিসি নির্বাচনে জনজাতিদের উন্নয়নের ভূমিকা এবং আগামী কর্মসূচি কি হতে চলেছে তা আলোচনা হয়।

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী ৫ নভেম্বর থেকে বুথ চলো অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিগত কয়েক দশকের বু শরণার্থী পুনর্বাসনে ব্যবস্থা করা এবং জাম্পুইজলার যে সমস্যাটি ত্রিপুরা রাজ্য এবং মিজোরাম রাজ্যের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল সেই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এর জন্য বর্তমান রাজ্য সরকারকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে কার্য্যকারিনী বৈঠকে। সোমবার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কার্যালয়ে জনজাতি মোর্চা কুতৃক আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান জনজাতি মোর্চার সভাপতি তথা সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরা।

তিনি বলেন, এডিসি উন্নয়নে বর্তমান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৯ ▫ ২০ অক্টোবর ২০২০ ইং ▫ ৩ কার্ত্তিক ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

করোনা ভাইরাস

করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্ব জুড়ে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে পৃথিবীতে মানুষ কি হারাইয়া যাইবে? প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এর ভবিষ্যৎবাণী কি তাহা হইলে সত্য হইতে চলিতেছে? আজকের করোনা কালে সর্বতোভাবে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিয়াছে। কথিত আছে ,আদিম যুগের কোন এক ঊষালগ্নে প্রকৃতি ছিল মানুষের দোসর।প্রকৃতি এবং মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থান সীমিত চাহিদার পূর্তি ঘটাইয়াছিল। কিন্তু বাঁধ সাধলো আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি। অতি লোভের কারণে শিখর হইতে দূর থেকে পৃথিবীকে আমরা দেখলাম ভোগ্য পণ্য রূপে। শুরু হইল প্রকৃতিকে শোষণ। দেহে মনে চরম সুখ প্রাপ্তির বাসনা আমাদের আত্মঘাতী বানাইলো। তথাকথিত বিজ্ঞানের ঘাড়ে চাপাইয়া বিধ্বংসী প্রতিযোগীতায় মত্ত হইল মানবকুল। ফলশ্রুতিতে পারস্পরিক বিশ্বাস ও মানবতার সব হারাইয়া গেল স্বার্থের মরুভূমিতে। জাগতিক বিষয়গুলোকে বাজারজাত করিবার অদম্য বাসনা অবশেষে সলিল সমাধি ঘটাইল। ভবিষ্যৎ কী হইবে তা বলা মুশকিল। বিনাশ নাকি আমূল পরিবর্তন তাহা বলিবে সময়। জীবনের ভোগবাদ সর্বস্বতা মানুষকে প্রতিনিয়ত অস্থির করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর মানুষেরা যেন এক একটি ফল স্বাদে ,গন্ধে ,আকারে, ফলের যে বৈচিত্র তাতেই সীমাবদ্ধ মানুষের চরিত্র। এর বাইরে নিজস্বতা কিংবা ব্যক্তিত্বের কোন অস্তিত্ব নাই। এটা তো কোনভাবেই কাম্য হ ইতে পারে না। মানবিকতার পরাকাষ্ঠাএবং সত্য বোধের অভিনবত্বে মানুষ শ্রেষ্ঠ -এমনটাই প্রচলিত। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল। কামনার আগুনে দগ্ধ হইতে তৈরি সবাই। পতঙ্গের মত ছুটিতেছে মানুষ। মানুষের এই অধঃপতন বিরামহীন। সময়ের চাকায় সভ্যতা অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু চরিত্রের উত্তরন হইয়াছে কি? মানুষ আজও সহজাত প্রবৃত্তির দাস। মানব ধর্ম ও মানবতা শুধু কথার কথা মাত্র। চেতনা বোধ ও সত্য প্রকাশের স্পর্ধা থাকা চাই। চেতনা বোধ ও সত্য প্রকাশের স্পর্ধা থাকিলে মানুষের চারিত্রিক ত্রুটিগুলি সহজেই তাহার কাছে ধরা পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে স্বার্থ ছাড়া এই দুনিয়ায় এক বিন্দু জায়গাও ফাঁকা নাই। স্বার্থের বাজারে সবকিছুরই বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত। স্নেহ, প্রেম, যশ-খ্যাতি, বিশ্বাস, ভক্তি ,বিচার-আচার, গুরু-শিষ্য সম্পর্ক কোন কিছুই সহজলভ্য নয়। সবক্ষেত্রেই মূল্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যই প্রধান।সাম্প্রতিককালে করোনার প্রতিষেধক নিয়ে যে গবেষণা চলিতেছে তাতে কিসের প্রাধান্য বেশি -মানবপ্রেম না ব্যবসায়ী বুদ্ধি। সেইটা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।বাজার অর্থনীতির যুগে এই অসীম লাভের প্ররোচনায় মানবসভ্যতার অধঃপতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী নয় কি? এ বড় কঠিন প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে কি? প্রকৃতপক্ষে আত্ম বঞ্চনার শিকার হইতেছি আমরা সবাই। বিবেক দংশনে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে আমাদের মন। এটাই ভবিতব্য। বলা যাইতে পারে এটা কৃতকর্মের ফল।

আজকের মারণ ভাইরাস আমাদের সচেতনায় আঘাত করিয়া মানবতার পাঠ পড়াইতে উদ্যত হইয়াছে। উত্তরণের পথ একটাই -মানব কল্যাণ ও মানবপ্রীতি। ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থাতেও করোনাকালে ত্রাণ সামগ্রী নিয়া বাড়ি বাড়ি ছুটিতেছে মানুষ। চিকিৎসকদের নিরলস সেবায় মৃত্যু হার মানিতেছে। ভোগের বাসনা স্তিমিত প্রায়। প্রকৃতি আবারো প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছে। পৃথিবীর জুড়িয়া আজ এক বাণী, এক সুর, একমত -জয় হোক মানবতার।

দলীপ ঘোষের কল্যাণ কামনায় যজ্ঞ দক্ষিণেশ্বর, বাগবাজার ও ব্যারাকপুরে

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের জন্য চারটি স্থানে পুজো দেওয়া হয়। আজ সকালেই বিজেপি-র তরফে যজ্ঞ হয় কালীঘাটে কালীমন্দিরে। পরে দলের তরফে দক্ষিণেশ্বর, বাগবাজার, ব্যারাকপুরেও যজ্ঞ বা পুজো হয়।

কালীঘাটে পুজো দেন বিজেপি নেতা গৌতম চৌধুরী। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন দলের যুব মোর্চার সভাপতি সৌমিত্র খান। করোনা মহামারী যেন দূর হয় গোটা বিশ্ব থেকে । এই প্রার্থনা নিয়ে গত ১৮ আগস্ট তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যা তিথিতে আয়োজন করা হয় বিশেষ যজ্ঞের । কলকাতায় অবশ্য প্রভাবশালীর আরোগ্য কামনায় যজ্ঞ আগেও হয়েছে বেশ ক'জায়গায়। বলিউড শাহেনশা অমিতাভ বচ্চন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার দক্ষিণ দমদম অমিতাভ বচ্চন ফ্যানস ক্লাবের সদস্যরা তাঁর মঙ্গলকামনায় যজ্ঞ করে। সেইভাবে গত ১২ জুলাই দুপুরে দক্ষিণ দমদম এর বেদিয়াপাড়ার কাঠপোল এলাকায় যজ্ঞ হয়।

"স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ করোনা পজিটিভ হয়েছেন শুনে বিজেপি নেতা রাকেশ সিং গত ২ আগস্ট পাঁচ ব্রাহ্মণকে নিয়ে করেন ওই যজ্ঞ। চলে সারা রাত ধরে। বলেন, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি। ১২ ঘণ্টা ধরে এই যজ্ঞ চলে।" পিছিয়ে নেই পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলও। গত ৭ সেপ্টেম্বর হাবরা দু'নম্বর ওয়ার্ডে পার্টি অফিসের সামনে করোনা আক্রান্ত খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সুস্থতা কামনা করে হয় হোম যজ্ঞ। লকডাউনের বিধি উপেক্ষা করার অভিযোগ ওঠে সেক্ষেত্রে। করোনার মহামারি দূর করতে এই রাজ্যে মন্ত্রী সুজিত বসুর উপস্থিতিতে যজ্ঞ করল তৃণমূল। সঙ্গে পুরোহিতদের দেওয়া হল সম্মাননা। শনিবার বিধাননগর পুরসভার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের দত্তাবাদ এলাকায় এই আয়োজন হন। সুজিতবাবু ছাড়াও ছিলেন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তাপস চ্যাটার্জি।

ষষ্ঠীর সকালে দর্শনার্থীদের জন্য খুলছে কালীঘাট মন্দিরের গর্ভগৃহ

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : দীর্ঘদিন পর ষষ্ঠীর সকালে অবশেষে দর্শনার্থীদের জন্য খুলতে চলেছে কালীঘাট মন্দিরের গর্ভগৃহ। প্রবেশের ক্ষেত্রে ভক্তদের জন্য আরোপিত হচ্ছে একাধিক নিয়ম।

করোনা সংক্রমণ রুখতে চলতি বছরের মার্চে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সমস্ত ধর্মস্থান। সেই থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত বন্ধই ছিল কালীঘাট। পরে আনলক পর্যায়ে দর্শনার্থীদের জন্য মন্দির খুলে দেওয়া হলেও গর্ভগৃহে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রেও নানাবিধ স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হচ্ছিল তাঁদের। নিরাপত্তার খাতিরে মন্দিরে বসানো হয় স্যানিটাইজার টানেল।

মন্দির সূত্রে খবর, ষষ্ঠীর দিন সকাল ৬ টায় দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে মন্দিরের গর্ভগৃহ। খোলা থাকবে বেলা ১ টা পর্যন্ত। এরপর বিকেল ৪টেয় ফের খুলবে গর্ভগৃহ। বন্ধ করা হবে রাত ১১ টায়। বেঁধে দেওয়া হয়েছে দর্শনার্থীদের প্রবেশের সংখ্যাও।

গর্ভগৃহে যাওয়ার ক্ষেত্রে দর্শনার্থীদের প্রবেশ করতে হবে ২ নম্বর গেট দিয়ে। কঠোরভাবে পালন করতে হবে সামাজিক দূরত্বের বিধি। দর্শনার্থীদের মধ্যে দূরত্ব থাকতে হবে অনন্ত ৬ ফুট। আর যাঁরা নাটমন্দির থেকে প্রতিমা দর্শন করবেন, তাঁরা প্রবেশ করবেন ৫ নম্বর গেট দিয়ে। আনলক পর্যায়ের শুরু থেকেই ভক্তরা আবেদন জানিয়েছিলেন গর্ভগৃহে প্রবেশের অনুমতির। অবশেষে মন্দির কমিটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পুজোর পাঁচদিন অর্থাৎ ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত দু'বেলা একটা নির্দিষ্ট সময় গর্ভগৃহে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে ভক্তদের। মন্দিরের সিদ্ধান্তে খুশি দর্শনার্থীরা।

কোভিড-১৯ এ পাবলিক অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন

ড. এন কৃষ্ণ রেড্ডি

আমার কি কোভিড-১৯ হয়েছে?

আপনার যদি জ্বর, মাথা এবং শরীরের ব্যথা, কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা ইত্যাদি হয় (লক্ষণগুলি ফ্লু-এর মতো) এবং যদি আপনি ভাবেন যে আপনার সম্ভবত কোনও কোভিড-১৯ পজিটিভ কেসের কাছে এসেছেন (কোনও পরিচিতর যত্ন নেওয়া, প্রকাশ্য স্থরিদর্শন করা, যেখানে সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করা হয়নি, কোনও হাসপাতালে বা ডায়ালইসিস সেটিংয়ে ইত্যাদি), তাহলে আপনার কোভিড-১৯ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফ্লু জাতীয় লক্ষণ থাকলে আমরা কী করা উচিৎ?

টেলিফোন, স্মার্টফোন বা অনলাইনের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ নেওয়া উচিত। আপনি আপনার নিজের ডাক্তারের কাছে বা কোন অনলাইন পরামর্শ প্রদানকারী বা কোন হেল্পলাইনের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার লক্ষণগুলি এবং ভিটালগুলির উপর ভিত্তি করে (হার্ট রেট, রক্তচাপ, শ্বাসের হার, অক্সিজেনের স্তরগুলি যা সহজেই হোম ডিভাইস বা পরিধানযোগ্য ডিভাইসের মাধ্যমে পরিমাপ বা করা হয়) আপনাকে কয়েকটি পরীক্ষা করানোর জন্য বলা হতে পারে। এর মধ্যে কত্ত কোষের গণনা এবং বুকের এক্স-রে'র পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। ক্লিনিকাল মূল্যায়নের ভিত্তিতে, আপনার ডাক্তার আপনাকে কোভিড-১৯ ভাইরাসের জন্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে পারে। কখনও কখনও সে বুকের সিটি স্ক্যান করতে বলতে পারে। ভাইরাস পরীক্ষার ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত আপনার যদি ফ্লুর মতো লক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

আমার কেন কোভিড-১৯ পরীক্ষাটি করা উচি?

আপনার ভাইরাস সনাক্তকরণ পরীক্ষা করা উচিৎ। আরটি পিসিআর ভিত্তিতে এবং অন্যটি অ্যান্টিজেন সনাক্তকরণের ভিত্তির দু'টি ধরনের ভাইরাস সনাক্তকরণ পরীক্ষা উপলব্ধ। আরটি-পিসিআর প্রতিবেদনটি পেতে এক থেকে দু'দিন সময় নিতে পারে, তবে অ্যান্টিজেন সনাক্তরণ প্রতিবেদনটি ঘটনাস্থলে বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উপলব্ধ করা যেতে পারে। আপনার ডাক্তারের পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা এবং আপনাকে অবহিত করা উচিত। একটি নেতিবাচক পরীক্ষা কোভিড-১৯ সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে পারে না, বিশেষত যদি আপনার ক্লিনিকাল মূল্যায়ন কোভিডের নির্ণয়ের হয়। একইভাবে, একটি ইতিবাচক পরীক্ষা সর্বদা নিশ্চিতকরণযোগ্য নয়, বিশেষত নিম্ন ক্লিনিকাল সন্দেহের সেটিংয়ে। যদি আপনার অ্যান্টিজেন পরীক্ষা নেতিবাচক হয়, তবে আপনার নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরটি পিসিআর পরীক্ষা করা উচিত। তবে, যদি আপনার অ্যান্টিজেন পরীক্ষাটি ইতিবাচক হয়, তবে আপনি প্রকৃতপক্ষে কোভিড পজিটেভ যদি আপনার আরটি পিসিআর নেতিবাচক হয়,তবে ক্লিনিকাল সন্দেহ বেশি হয়, আপনার ৪দিন পর পরীক্ষাটি পুনরায় করা উচিত। যদি আপনারআরটি পিসিআর ইতিবাচক হয়,তবে এর অর্থ হল আপনার কাছে কোভিড রয়েছে। বিরল ক্ষেত্রে, ল্যাবটিতে দূষণ আরটি পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে মিথ্যা ইতিবাচক ফলাফল দিতে পারে।

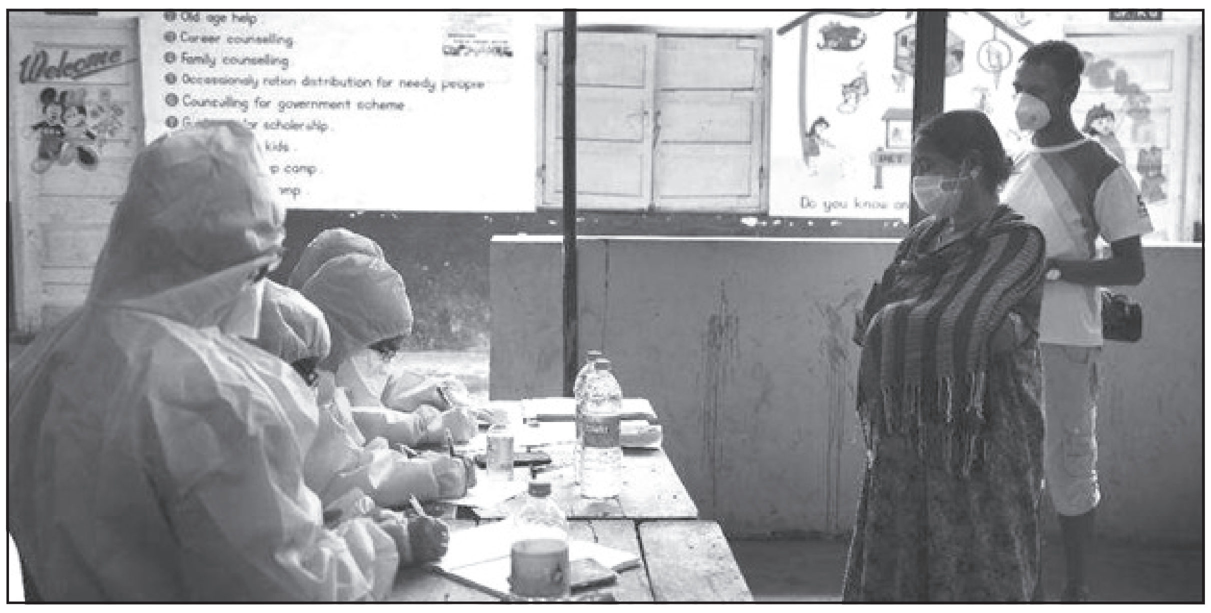

আমাদের যদি কোভিড -১৯ পরীক্ষা পজিটিভ হয় তবে কী করা উচিত?

আপনার বাড়িতে বসে পরিচালনা করা যায় না আপনার হাসপাতালে ভর্তি প্রয়োজন, সেটা আপনার ডাক্তার সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনার যদি শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছাড়াই হাল্কা লক্ষণ থাকে এবং আপনার অক্সিজেনের মাত্রা ৯৩ শতাংশের বেশি হয়, তবে আপনি ঘরে বসে পরিচালনা নিতে পারবেন। আপনার যদি হোম মনিটিরিং এবং অক্সিজেন পরিষেবা থাকে, তবে আপনি ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ সহ বাড়িতে পরিচালনা নিতে পারবেন বাড়িতে সঠিক আইসোলেশনে থাকার জন্য আপনারও সুবিধাগুলি থাকা উচিত। যদি তা নায় তবে কোন বিজ্ঞপ্তি আইসোলেশ সুবিধাতে ভর্তি হওয়া ভালো। প্রায় ৫ থেকে ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে আইসিইউ যত্নের জন্য হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে। আপনি যদি বয়স্ক হন এবং ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট কিডনি এবং ফুসফুসের রোগের মতো অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে থাকে, তবে আপনি সুস্থ হওয়া শুরু না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ভালো।

আমি যখন বাড়িতে হোম আইসোলেশনে থাকব, তখন আমার কী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত?

সম্ভব হতে আপনার আলাদা বাথরুমের পাশাপাশি একটি পৃথক ঘর থাকা উচিত। আপনার যত্ন নেওয়ার লোকেদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য ফেস মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন থাকা উচিত। আইসোলেশন হওয়ার সময় আপনি যে পাত্র এবং পোশাক ব্যবহার করেন, সেগুলি ভাগ না কারর পরামর্শ দেওয়া হয়। আপনার বাড়িতে যদি দুর্বল লোক (বয়স্ক এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত লোকজন) থাকে তবে তাঁদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। উপলব্ধ বিভিন্ন হেল্পলাইন আপনার ব্যবহার করা উচিত। জনস্বাস্থ্য কর্মীরা গাইডলাইন অনুসারে যথাযথ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নিতে পারেন। সম্প্রদায়ের যাতে আপনার সঙ্গে এটা কমিউনিটিতে সবার মাঝে ছড়িয়ে না যায়, তার জন্য সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করা উচিত।

আমার যদি হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয়, তবে কোথায় যাব?

আপনার বিজ্ঞপ্তিযুক্ত হাসপাতালের একটি তালিকা থাকা উচিত (সরকারি এবং বেসরকারি) যা কোভিডের ক্ষেত্রে চিকিৎসা করছে। যদি আপনার কাছে স্বাস্থ্য বিমার কোনও ফর্ম থাকে বা আপনি সরকারি স্কিমগুলির জন্য যোগ্য হন, আপনার কোনও চিকিৎসা কভার করা হয়েছে এবং কোন হাসপাতাল দ্বারা আপনার বিমাদাতাদের কাছে থেকে আপনি সমস্ত তথ্য পাবেন। আপনার ভালো মানের নিবিড় যত্ন পরিষেবা এবং খালি শয্যাগুলির প্রাপ্যতা সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। প্রতিটি হাসপাতালে আনুমানিক ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করাও ভালো, যাতে আপনি মানের এবং সাশ্রীয় হিসেবে হাসপাতালগুলির শর্টলিস্ট করতে পারেন।

আমার কি কোনও ওষুধ স্টক রাখা উচিত ?

আপনার কোন ওষুধ বা স্ব-ওষুধে স্টকআপ করা উচিত নয়। প্রকাশিত বা উদায়মান গাইডলাইন অনুযায়ী আপনার কঠোরভাবে পরিচালনা করা উচিত। শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে অনুমোদিত ওষুধগুলি সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও চলমান একটি অধ্যায়নের অংশ হিসেবে দেওয়া হয়েছে এমন আরও কয়েকটি চিকিৎসা রযেছে। যদি আপনাকে ব্যয়বহুল ওষুধের পরামর্শ দেওয়া হয়, তবে এই ওষুধগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে আপনার কোয়ান্টাম এবং অতিরিক্ত বেনিফিটেরধরন সম্পর্কে তথ্য নেওয়া উচিত। অযৌক্তিকভাবে ওষুধ বা অক্সিজেন সরবরাহের স্টক আপ অন্যদের জন্য যাদের সত্যিকারের এগুলি প্রয়োজন তাদের অভাব সৃষ্টি করে।

আমার কখন ভেন্টিলেটর লাগবে?

প্রায় ৫ শতাংশ ইতিবাচক ক্ষেত্রে ভেন্টিলেটরের প্রয়োজন হতে পারে। দুর্বল ব্যক্তিদের (বয়স্ক এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় আক্রান্তদের) এটা বেশি প্রয়োজন হয়। বাইরে থেকে অক্সিজেন প্রশাসনের পরেও এবং আপনি পর্যাপ্ত অক্সিজেনের মাত্রা বজায় রাখতে অক্ষম হলে এবং যদি শ্বাসকষ্টের বিকাশ হয়, আমরা ভেন্টিলেটরের সহায়তা আহত ফুসফুসকে সহায়তা কররা সিদ্ধান্ত নিই।

ভাইরাস হওয়া থেকে আমি কীভাবে নিজেকে রক্ষা করব?

উপযুক্ত মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন এবং সামাজিক দূরত্ব (৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা, জনসমাগমের জায়গা বা ক্রিয়াকলাপ এড়ানো) ৫ শতাংশেরও কম সংক্রমণের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। আপনি যদি স্বাস্থ্যসেবা কর্মী হন বা আপনি যদি আক্রান্ত পরিবারের কোনও সদস্যের জন্য সরাসরি যত্ন নিচ্ছেন তবে আপনার উচিত ডিসপোজেবল সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করা। যদি আপনি রোগীর সরাসরি যত্নে জড়িত থাকবেন যেমন নেবুলাইজেশন, অ-আক্রমণাত্মক বায়ু চলাচল রোগীর যত্নের মতো অ্যারোসোল উৎপাদনের পদ্ধতিগুলি প্রয়োজন হয়, তবে আপনাকে এন -৯৫ মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়। অন্যান্য সমস্ত পরিস্থিতিতে একটি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য, উপযুক্তভাবে নকশাকৃত কাপণের মাস্ক যথেষ্ট। আপনি যদি এন-৯৫ মাস্ক ১৫ মিনিটের জন্য ইউভি লাইট চেম্বারে অথবা হাইড্রোজেন পেরোক্সোইড বাষ্পগুলি উপলক্ষ্য রাখেন, তবে তা পুনরায় নির্বীজন করতে পারেন।

আমি সংক্রমিত হলে অন্যকে কীভাবে রক্ষা করব? স্ব-আইসোলেশন বা সবিধাভিত্তিক আইসোলেশন ছড়িয়ে পড়া রোধ করার সর্বোত্তর পদ্ধতি। আপনার লক্ষণগুলি বিকশিত হওয়ার আগে বা লক্ষণগুলির সুচনার পরে বা দু'দিন আগে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা তাদের পরীক্ষা করা এবং কোয়ারেন্টিনের জন্য অত্যাবশ্যক। আমি কীভাবে জানব যে আমি অসুস্থ এবং সংক্রামিত আছি অসুস্থতা বিকাশ ছাড়া? বেশির ভাগ লোক এসিপ্রেটোমটির হয় বা খুব হালকা লক্ষণ বিকাশ করে, যা উপেক্ষা করা হয়। যদি আপনি মনে করেন যে আপনি ভাইরাসটির সংস্পর্শে এসেছেন তবে আপনি অ্যান্টিবডি ভিত্তিক সেরোলজিকাল পরীক্ষা করতে পারেন। দেহ তার প্রতিরক্ষা ব্যবহাস্থার অংশ হিসেবে ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অ্যান্টিবটিগুলি বিকাশ করে। অ্যানিটিবডি দু'টি ধরনের রয়েছে---আইজিএম এবং আইজিজি। আইজিএম অ্যান্টিবডিগুলির সংক্রমণের এখ সপ্তাহের মধ্যে উপস্থিত হয়, যখন আইজিডি অ্যান্টিবডিগুলি দু'সপ্তাহের মধ্যে উপস্থি হয়। একটি ইতিবাচক সেরোলজি পরীক্ষা নির্দেশ করে যে আপনি ইতিমধ্যে কোভিড ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। আইজিএমের উপস্থিত সাম্প্রতিক সংক্রমণের ইঙ্গিত দেয়, আইজিজি'র উপস্থিত ইঙ্গিত দেয় যে আপনি সম্ভবত দু'সপ্তাহের আগে সংক্রামিত হয়েছিলেন। আইজিএম অ্যান্টিবডিগুলি শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যায়, আইজিজি অ্যান্টিবডিগুলির পুনরায় সংক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেওয়ার কথা রয়েছে। তবে, আমরা এখনও জানি না কোন অ্যান্টিবডগুলি সুরক্ষা দেয় এবং কতক্ষণ ধরে। একটি পরীক্ষা, যা প্রতিরক্ষামূলক আইজিজি (নিরপেক্ষ) অ্যান্টিবডি শনাক্ত করে তা আপনাকে কমপক্ষে ৯০ দিনের জন্য পুনরায় সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখার পরামর্শ দেয় তবে এ জাতীয় আশ্বাস দিতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও আসেনি।

অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য আমার যদি মেজিকেল অ্যাটেনশন প্রয়োজন হয়, তবে আমি কী করব?

কোভিড মহামারি চলাকালীন অন্যান্য চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অবহেলা না কার খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চাদের তাদের টিকা নেওয়া উচিত এব গর্ভবতী মহিলাদের প্রসারের আগে চেক করা উচিত যক্ষ্মা, এইচআইভি, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট, ফুসফুস, কিডনি রোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের চলমান চিকিৎসা ব্যর্থতা ছাড়াই চালিয়ে যেতে হবে। যেখানে সম্ভব, ক্লিনিক হাসপাতল, ফার্মেসী এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টাগুলিতে পরিদর্শন এড়াতে হবে এবং সরাসরি বাড়িতে পরিষেবা নিতে হবে। কারণ অজান্তেই ওইসব জায়গাগুলিতে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি হতে পারে। তবে, তীব্র হার্ট ব্যথা বা মস্তিষ্কের স্ট্রোকের লক্ষণগুলি উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং জরুরি পরিস্থিতিতে যেতে আপনার দ্বিধা করা উচিত নয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

স্বামী বিবেকানন্দের কুমারী পূজার ইতিহাস

।। প্রদীপ চক্রবর্তী।।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম কুমারী পূজা করেন ১৮৯৮ সালে, তাঁর কাশ্মীর ভ্রমণকালে। তিনি যখন ১৮৯৮ সালে কাশ্মীর ভ্রমণে গেছিলেন, তখন তিনি এক মুসলমান মেয়েকে কুমারীপূজা করেছিলেন। শাস্ত্ররীতিতে ব্রাহ্মণ কন্যাকেই কুমারীপূজার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি সমস্ত রীতির উর্ধ্বে গিয়ে পূজা করেছেন মুসলমান -কন্যাকে। তিনি জাতপাতের উর্ধ্বে দেবী দর্শন করেন। দেবীত্ব কেবল ব্রাহ্মণত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বা দেবীত্ব ও মাতৃ কারোর একচেটিয়া সম্পদ নয়। মাতৃত্ব ও দেবীত্ব প্রতিটি নারীর আজন্ম সম্পদ। স্বামীজির ধ্যানে ও দর্শনে তা প্রমাণিত। তাই তিনি মুসলমান -কন্যার মধ্যে দেবীত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন দর্শকদের, যেদিকে তাকাচ্ছি দেখছি কেবল মা'র মূর্তি। অবাক হয়ে গিয়েছিলেন দর্শকরা স্বামীজির ভাবমূর্তি দেখে।

১৮৯৯ সালে তিনি কন্যাকুমারী শহরে ডেপুটি একাউন্ট্যান্ট জেনারেল মন্মথ ভট্টাচার্যের কন্যাকে কুমারী রূপে পূজা করেছিলেন।

১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ, বেলুড় মঠে দুর্গা পূজা ও কুমারী পূজা শুরু করেন।

১৯০১ সালে বেলুড় মঠের প্রথম কুমারী পুজায় স্বামী বিবেকানন্দ নয় জন কুমারী কে পূজা করেন।

এখন বেলুড়মঠে একজনকেই করা হয়ে থাকে। এটাই নাকি শাস্ত্রীয় রীতি। স্বামীজির দিব্যদৃষ্টিতে সকল কুমারীই দেবীর এক-একটি রূপ। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি পূজা করেছিলেন ৯ জন কুমারীকে। স্বামীজি প্রতিটি কন্যাকে ভক্তিভরে পূজা করেছিলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিলেন শ্রদ্ধাভরে। এই নয়জন কন্যার মধ্যে একজন ছিলেন গৌরীমার পালিতা কন্যা দুর্গামা। যাঁর কপালে টিপ পরাতে গিয়ে স্বামীজি ভাবাবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। চন্দনের টিপ পরানোর সময় তিনি ভাবে শিহরিত হয়েছিলেন। আবেগভরে তিনি বলেছিলেন- " আঃ! দেবীর বোধ হয় তৃীয় নয়নে আঘাত লেগে গেল।" তাঁর দৃষ্টি ঠিকই। আমাদের দুটো চোখ থাকলেও, তৃীয় চোখ থাকে দেবী দুর্গার। তিনি সেই কুমারীর মধ্যে তৃীয় নয়ন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে তিনি যেমন 'সেদিন দুর্গারূপে প্রতিষ্ঠিতা'- পরবর্তীকালেও সেই কন্যা দুর্গামা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। স্বামীজির স্নেহধন্যা ছিলেন এই কন্যা। স্বামীজির কুমারীপূজায় যেন সত্যিই সত্যি ঠিক ঠিক দুর্গামারূপে তিনি পরিগণিতা হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, 'দুর্গামা' অধ্যক্ষারূপে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন সারদেশ্বরী আশ্রমে।

স্বামীজির অন্তর্দৃষ্টি যেন বাস্তবায়িত হয়েছিল এই কুমারীপূজার মধ্য দিয়ে। অবশ্য এই নয়জন কুমারীর মধ্যে দুর্গামা যেমন ছিলেন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো রামলালদাদার কনিষ্ঠা কন্যা রাধারানীও ছিলেন। স্বামীজি এই পূজার দ্বারা যেন একটা নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। সমস্ত নীতির উর্ধ্বে গিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এক নূতন নীতি। তিনি নারীজাতির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা নিদর্শন করেছেন এই কুমারীপূজার মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, ইদানীং যে দুর্গাপূজার সময় জীবন্ত কন্যাকে কুমারীপূজা করার প্রচলন তা স্বামীজিরই আবিষ্কার বা তিনিই এর প্রচারক।

অন্য একটি ঘটনার মধ্যে আমরা পাই তাঁকে দিব্যভাবের পূজক হিসাবে। তিনি তখন উত্তর প্রদেশের গাজীপুরে (খুব সম্ভবত ১৯০০ সাল)। সেখানে এক প্রবাসী বাঙালির কুমারী মেয়েকে কুমারীপূজা করেছিলেন। সেই মেয়েটির নাম ছিল মণিকা। পরবর্তীকালে এই মণিকাদেবী হয়ে উঠেছিলেন যশস্বিনী সন্ন্যাসিনী।

এ যেন স্বামীজির ঐ দিব্য বীজের বপন, যেন অনাঘ্রাত কুসুমকে দেবসেবায় উৎসর্গ করা। যথার্থ তাঁর দেবী দর্শন। কুমারীপূজায় উৎসর্গীকৃা মণিকা যেন দেবীমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিতা। এই মণিকাদেবী শেষজীবনে সন্ন্যাসিনী হয়ে যশোদা-মাঈ নামে পরিচিতা হয়েছিলেন জগতে। এও স্বামীজির এক অন্য আবিষ্কার।

দার্শনিক তত্ত্ব: কুমারী পূজার দার্শনিক তত্ত্ব হলো নারীতে পরমার্থ দর্শন ও পরমার্থ অর্জন।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে ত্রিশক্তির বলে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ক্রিয়া সাধিত হচ্ছে, সেই ত্রিবিধ শক্তিই বীজাকারে কুমারীতে নিহিত।

কুমারী প্রকৃতি বা নারী জাতির প্রতীক ও বীজাবস্থা। তাই কুমারী বা নারীতে দেবীভাব আরোপ করে তার সাধনা করা হয়। এ সাধনপদ্ধতিতে সাধকের নিকট বিশ্বজননী কুমারী নারীমূর্তির রূপ ধারণ করে; তার নিকট নারী ভোগ্যা নয়, পূজ্যা। পৌরাণিক কল্পকাহিনিতে বর্ণিত আছে, এ ভাবনায় ভাবিত হওয়ার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজের স্ত্রীকে যোড়শীজ্ঞানে পূজা করেছিলেন।

প্রণাম নিও ভগবান বিবেকানন্দ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় মহাকরণে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

দেশে প্রথম, গুয়াহাটিতে 'মুখ্যমন্ত্রীর সহজ গৃহ নির্মাণ প্রকল্প'-এর উদ্বোধন সর্বানন্দের

গুয়াহাটি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : গোটা দেশের মধ্যে প্রথম শহর হিসেবে গুয়াহাটি মহানগরে 'মুখ্যমন্ত্রীর সহজ গৃহ নির্মাণ প্রকল্প'-এর উদ্বোধন করেছেন সর্বানন্দ সনোয়াল। গুয়াহাটিতে অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিভাগীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ। গুয়াহাটি মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং গুয়াহাটি পৌর নিগমের যৌথ উদ্যোগে উদ্বোধিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে গুয়াহাটির বাসিন্দারা ৬৭০ বর্গমিটার (২.৫ কাঠা) পর্যন্ত ভূমিতে দ্বিতল গৃহ তৈরির জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় অনুমতি লাভ করবেন। আজকের একই অনুষ্ঠানে গুয়াহাটি মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জমি বিক্রি সংক্রান্ত অনুমতি লাভের জন্য অনলাইনে অনাপত্তি প্রমাণপত্র দিতে তৈরি একটি পোর্টালেরও উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দুই প্রকল্পের দুই সুবিধাভোগী গৌতম বর্মন এবং অতুল বসুমতারির হাতে গৃহ নির্মাণের অনুমতিপত্র ও জমি বিক্রির অনাপত্তি প্রমাণপত্র তুলে দিয়েছেন সর্বানন্দ সনোয়াল।

এই দুই প্রকল্পের উদ্বোধন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীঠর সহজ গৃহ নির্মাণ প্রকল্প-এর উদ্বোধন হওয়ায় গুয়াহাটিবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হয়েছে। এতদিন গুয়াহাটির নাগরিকরা জমি বিক্রির অনুমতি লাভ করতে বহু কাঠখড় পোড়াতেন। আজ তার যবনিকা ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই প্রকল্পের বলে ন্যূনতম চার লেসা (৫৬৭ বর্গফুট) জমির মালিকও গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি পেতে সহায়তা পাবেন। গুয়াহাটি মহানগরের ভৌগলিক অবস্থান এবং অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুয়াহাটি শহরকে নতুন পোশাক পরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও অগ্রণী শহর হিসেবে গড়ে তুলতে স্থানীয় নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। একটি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন মহানগর গড়তে হলে ঘরোয়া ও ঔদ্যোগিক বর্জ্য ইত্যাদি উৎসেই পৃথক করতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে কীভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন তা-ও তাঁর বক্তব্যে টেনে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদী সংসদে ৫৪৫ জন সাংসদের সামনে তাঁর প্রদত্ত প্রথম ভাষণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে পরিচিত করেছিলেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নকে জাতীয় কর্মসূচিতে বিশেষ স্থান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন গুয়াহাটি উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। 'মুখ্যমন্ত্রীর সহজ গৃহ নির্মাণ প্রকল্প'-এর মতো ঐতিহাসিক এক প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গুয়াহাটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা ঢেকিয়াজুলির বিধায়ক অশোক সিংঘল, গুয়াহাটি উন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনিন্দর সিং, আসাম রিয়াল এস্টেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণবকুমার শর্মা প্রমুখ।

হাথরসের ঘটনার প্রতিবাদে শিলদাতে প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দিলেন চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য

ঝাড়্গ্রাম, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : বর্ণ সরিয়ে মানুষের ঐক্যের ডাক দিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য। সোমবার ঝাড়্গ্রাম জেলার শিলদাতে প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দিতে এসেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য। দিন কয়েক আগে শিলদার মাঠে যোগদান মেলা কর্মসূচি করেছিলেন বিজেপি। এদিন তারেই পাল্টা সভা করলেন শাসক দল।

এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে বিনপুর বিধানসভার ব্যবস্থাপনায় কৃষিবিল বিরোধী বিল এবং উত্তরপ্রদেশের হাথরসের ঘটনার প্রতিবাদে ছিল প্রকাশ্য জনসভা। এই জনসভা থেকে রাজ্য নেত্রী,স্বাস্থ্য মন্ত্রী চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য বর্ণ সরিয়ে মানুষের ঐক্যের ডাক দেন। সেই জনসভায় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই সভার শেষেই ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি,ঝাড়গ্রাম পুর সভার প্রক্তন চেয়ারম্যান দুর্গেশ মল্লদেবের ছেলে বিক্রমাদিত্য মল্লদেব তৃণমূলে যোগদান করলেন।স্বাস্থ্য মন্ত্রী চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য,সাংসদ অর্পিতা ঘোষ, তৃণূলের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচর্যের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন বিক্রামদিত্য।

উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন আগেই এই মল্লদেব রাজ পরিবারের উত্তরসুরি দূর্গেশ মল্লদেবের পুত্র বিক্রমাদিত্য বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন।এদিন তিনি তৃণমূলে যোগ দিলেন।এদিন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিজেপি ছেড়ে প্রচুর নেতাকর্মী তৃণমূলে যোগদান করেন।এদিন রাজ্য নেত্রী ,রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য চাঁছো ছোলা ভাষায় বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন।তিনি বলেন " মোদী সরকার রাজ্যের প্রকল্পে ৫৪ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে না।জিএসটির যে কয়েক হাজার কোটি রাজ্যের পাওনা তা দিচ্ছে না।সব প্রাইভেট করে দিচ্ছে।নিজে ধারে চলছে।অর্থনৈতিক সূচক নেমে গিয়েছে।হকের টাকা দিতে হবে।তা না হলে প্রতিবাদ চলছে।খাবার দেবে না ,টাকা দেবে না,সুরক্ষা দেবে না তা হলে তুমি আছ কেন।এখন বাংলার সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলছে।বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে।কত প্রেম জানা আছে।নতুন প্রজন্ম এগিয়ে আসছে।

নতুন প্রজন্মের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দৃষ্টান্ত।বর্ণ সরিয়ে মানুষকে ঐক্যের সাথে গাঁথতে হবে।"এদিন সাংসদ আর্পিতা ঘোষও তীব্র ভাষায় বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমন করেন। তিনি বলেন " বিজেপির অস্ত্র মিথ্যা।বাংলায় মিথ্যবাদী দলের কোন জায়গা নেই।বিজেপি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভয় পেয়েছে তাই কুৎসা রটাচ্ছে।"

এদিন রাজ্যে তৃণমূলের মুখ্যপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্যও তীব্র ভাষায় বিজেকে আক্রমণ করেন।তিনি বলেন " ঘড়ির কাটায় টিকটিক ,মমতা দিদি হ্যাটট্রিক।" এদিন শিলদার প্রকাশ্য জনসভায় উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি দুলাল মুর্মু,বিধায়ক চূড়ামনি মাহাতো, খগেন্দ্রনাথ হেমব্রম, জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যাম বিরবাহা সোরেন টুডু, জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাধবী বিশ্বাস,রাজ্য যুব তৃণমূলের সহসভাপতি দেবনাথ হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র উমা সোরেন,সুব্রত সাহা, কোঅর্ডিনেটর উজ্বল দত্ত,আজিত মাহাতো,বেলপাহাড়ি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি বুবাই মাহাতো সহ প্রমুখ।এদিন বিজেপি ছেড়ে কয়েক শো কর্মী, সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করেন বলে দাবি করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

বন্যা বিধ্বস্ত কর্ণাটকের পাশে কেন্দ্র আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : বন্যা বিধ্বস্ত কর্ণাটকের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বন্যাদুর্গত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে ত্রাণ পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ করে চলেছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার।

সোমবার মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, করোনার জন্য বিধি-নিষেধ রয়েছে। কিন্তু উৎসব সম্পর্কে উৎসাহ মানুষের মধ্যে একই থেকে গিয়েছে।প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে উৎসবের আমেজে ভাটা দেখা দিয়েছে।বন্যাদুর্গত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানাই।কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে কর্নাটকের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২০ হাজার ২৬৯ মানুষ।সবথেকে বেশি দুর্ভোগের মুখে পড়েছে কালাবুরাগী জেলা।উদ্ধারকাজে নামানো হয়েছে সেনা, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ানদের।

অষ্টম দফায় বৈঠকে সম্পর্কের বরফ গলা নিয়ে আশাবাদী ভারত ও চিন

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি. স.): পূর্ব লাদাখে সামরিক উত্তেজনা কমানোর লক্ষ্যে আগামী সপ্তাহে অষ্টম বারের জন্য কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকে বসতে চলেছে ভারত ও চিন। মনে করা হচ্ছে এই বৈঠকেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে এবং উত্তেজনার বরফ গলে যাবে। সমস্যা সমাধানের জন্য দুই দেশ একে অপরকে একটি রোডম্যাপ দিয়েছে। তা নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনায়রত। দুই দেশের মধ্যে মুখোমুখি বৈঠকে এই রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

২১ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠ দফায় বৈঠকে চিনের ওপর প্রভাব ফেলতে ভারত ১২ জনের একটি প্রতিনিধিদল কমান্ডার বৈঠকে পাঠিয়েছিল। সেই বৈঠকে সামরিক কর্তাদের পাশাপাশি বিদেশমন্ত্রককেও অন্তর্ভুক্ত করানো হয়েছিল। ১২ অক্টোবর হওয়ার সপ্তম দফার বৈঠকে রফা সূত্র বার করতে পরবর্তী বৈঠকের নির্ঘণ্ট ঠিক করা হয়। এই বৈঠকে দুই দেশ একে অন্যকে গোপনীয় রোডম্যাপ আদান-প্রদান করে। এই রোডম্যাপের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

রায়গঞ্জে মৃত্যু হল করোনা আক্রান্ত দুই বৃদ্ধার

রায়গঞ্জ, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত ছটপাড়ুয়া এলাকার মিক্কিমেঘা কোভিড হাসপাতালে মৃত্যু হল করোনা আক্রান্ত দুই বৃদ্ধার। সোমবার সকালে এই দুজনের মৃত্যু হয়।

জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম শোভা মণ্ডল (৬৪) ও সলেজান বিবি (৮০)। শোভা মণ্ডলের বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের কলেজ পাড়া এলাকায়। এদিকে, সলেজান বিবি রায়গঞ্জ থানার ভুপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিপুকুর গ্রামের বাসিন্দা। করোনা আক্রান্ত হয়ে শোভা মণ্ডল চলতি মাসের ১৫ তারিখ রায়গঞ্জের কোভিড হাসপাতালে ভর্তি হন। এদিন দুপুরে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে, গত ১৭ অক্টোবর কোভিড হাসপাতালে ভর্তি হন সলেজান বিবি। এদিন সেখানে মৃত্যু হয় তাঁর। স্বাস্থ দফতরের তরফে জানোনা হয়েছে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে ওই দুজনের মৃতদেহ সৎকার করা হবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে রায়গঞ্জ সহ উত্তর দিনাজপুর জেলায়। করোনা আক্রান্ত মোট ২৬ জনের চিকিৎসা চলছে রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত ছটপাড়ুয়া এলাকার মিক্কিমেঘা কোভিড হাসপাতালে।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৩,৯৯২ জন, মৃত্যু ৬৩ জনের

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি স): আতঙ্ক বাড়িয়ে চলেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৯৯২ জন। সোমবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে এমনটাই জানানো হয়েছে। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৬৩ জনের।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে বলা হয় গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে ৩, ৯৯২ জন করোনা আক্রান্ত হওয়ার ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩,২৫,০২৮ জন। একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩,২৭২। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২,৮৪,৩২৫ জন। সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৮৭.৪৮ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন।এদিকে, নতুন করে ৬৩ জনের মৃত্যু ফলে রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬,১১৯ জন। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ৩৪,৫৮৪ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ৪০,৩৪,৮৮৯ টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩,৬১৯স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

সংক্রমন এড়াতে তৃতীয়ার দিনেও জীবাণুমুক্ত বালিগঞ্জ থানা

কলকাতা,১৯ অক্টোবর (হি স): পুজো আসলেও অন্যদিকে ক্রমাগত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। যত সময় বাড়ছে ততই যেন আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা। তবে করোনাকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে না গিয়ে জনগনের সেবায় রত কলকাতা পুলিশ। এরই মাঝে সোমবার তৃতীয়া। আর তৃতীয়ার দিনেও সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত বালিগঞ্জ থানা।

শহরবাসী বর্তমানে মেতেছে পুজোর আনন্দে। কারণ ক্যালেন্ডার বলছে পুজো দোড়গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। কিন্তু কোথাও যেন এই বছর পুজোর আনন্দেও পরেছে ভাঁটা। কারণ অদৃশ্য ভাইরাস করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। চোখে দেখা না গেলেও এই ভাইরাস কতটা ভয়ঙ্কর তা এতদিনে বুঝে গেছে শহরবাসী। শহরবাসীকে করোনা সংক্রমনের হাত থেকে বাঁচাতে ক্রমাগত মাইকিং মাস্ক বিলি করে চলেছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু ইতিমধ্যেই করোনা হানা দিয়েছে বিভিন্ন থানায়। আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। আর তাই সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে এদিন জীবাণুমুক্ত করা হলো বালিগঞ্জ থানা।

খাবার, জামাকাপড়ের দোকানগুলিতে একসাথে ভিড় না করার আবেদন স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি স): ইতিমধ্যেই প্যান্ডেল গুলোতে ভিড় জমাতে শুরু করেছে শহরবাসী। অন্যদিকে, গড়িয়া, ধর্মতলার হকার মার্কেট গুলোতে দেদার চলছে কেনাবেচা। হাতে আর একদম অল্প সময়। তাই পরি কি মরি করে চলছে কেনাকাটা। তবে এরই মাঝে রাজ্যবাসীকে সচেতন করতে সোমবার খাবার,জামাকাপড়ের দোকানগুলিতে একসাথে ভিড় না করার আবেদন জানিয়ে টুইট স্বাস্থ্য দফতরের।

ক্যালেন্ডার বলছে আজ তৃতীয়া। মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে জোড় কদমে শেষ মুহূর্তের কাজ। অন্যদিকে পুজোর আগে শেষ মুহূর্তে চলছে পুজোর কেনাকাটা। আর তাই স্বাস্থ্য দফতরের তরফে এদিন টুইট করে লেখা হয়েছে, "আসন্ন শারদোৎসবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনগণের কাছে আবেদন করছে যে তাঁরা যেন সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং নিজেদের সুরক্ষার জন্য খাবার বা জামাকাপড়ের দোকানগুলিতে একসাথে ভিড় না করেন। সচেতন থাকুন, সুস্থ থাকুন"।

নতুন করে ২২টি দেশের নাগরিকদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করল দক্ষিণ আফ্রিকা

জোহানসবার্গ, ১৯ অক্টোবর (হি. স.): দ্বিতীয় পর্যায়ের করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে নতুন করে ২২টি দেশের নাগরিকদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করল দক্ষিণ আফ্রিকা। সোমবার দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিশেষ আদেশে এ নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

শটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা নির্দেশে জানানো হয়েছে- করোনা মহামারী এখনও শেষ হয়ে যায়নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনার দ্বিতীয় সংক্রমণ শুরু হবে অচিরেই। সারা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ইতিমধ্যে করোনার দ্বিতীয় সংক্রমণ শুরু হয়েছে। তাই নতুন করে ২২ দেশসহ মোট ৮৫টি দেশের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

সোমবার স্বাস্থ্য, স্বরাষ্ট্র ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যৌথ সমন্বয় বৈঠকে সারা পৃথিবীর অধিক সংক্রমিত দেশের তালিকা পর্যালোচনা করে বাংলাদেশসহ নতুন করে ২২টি দেশের নাগরিকদের দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে আফ্রিকা মহাদেশের কোনও দেশের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। তারা আগের মত স্বাস্থ্যবিধি মেনে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করতে পারবেন।

বৈঠকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো থেকে বিনিয়োগকারী, ক্রীড়া, শিল্প, সংস্কৃতি এবং বৈজ্ঞানিক আন্তর্জাতিক সেমিনারের জন্য এবং কূটনৈতিক ব্যক্তিরা দক্ষিণ আফ্রিকায় আসতে পারবে বলে জানানো হয়েছে। তবে পৃথিবীর সব দেশ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার পাসপোর্টধারী নাগরিকরা আসা-যাওয়া করতে পারবেন।

স্ট্যান্ড অফ অ্যান্টি ট্যাংক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করল ডিআরডিও

ভুবনেশ্বর, ১৯ অক্টোবর (হি. স.): পূর্ব লাদাখে এলএসিতে চিনা আগ্রাসনের পর থেকে ক্রমাগত ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে চলেছে ভারতীয় সামরিক গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও। সামরিক দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী চিনকে সমানে টক্কর দেওয়ার লক্ষ্যে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র বিগত এক মাস ধরে ক্রমাগত পরীক্ষা করে চলেছে ডিআরডিও। সোমবার ওড়িশার উপকূলে স্ট্যান্ড অফ অ্যান্টি ট্যাংক ক্ষেপণাস্ত্র সফল পরীক্ষা করেছে ডিআরডিও।

প্রশাসনিক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য এই ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে।উৎক্ষেপণের আগে এবং পরে লক অন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে রবিবার নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস চেন্নাই থেকে সফলভাবে ব্রাহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে দেখে ডিআরডিও।

জামিনে মুক্ত নবান্ন অভিযানে ধৃত বলবিন্দর সিং

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : জামিনে মুক্তি পেলেন নবান্ন অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত বলবিন্দর সিং। তাঁকে গত ৮ অক্টোবর 'পাগড়ি খুলে মারধর'-এর অভিযোগে ক'দিন ধরে তুমুল আলোড়ণ চলছে। বিজেপি-র নবান্ন অভিযানে 'বেআইনি অস্ত্র' রাখার অভিযোগে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।

সূত্রের খবর, আড়াই হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিনে বলবিন্দর সিংকে মুক্তি দিল হাওড়া আদালত। বলবিন্দরের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স-সহ টুইট করায় হাওড়া সিটি পুলিশকে ভর্ৎসনাও করেন বিচারক। তাঁর মুক্তির দাবিতে শিখ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শীর্ষ প্রতিনিধি তীব্র প্রতিবাদ করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। বলবিন্দরের স্ত্রী কর্মজিৎ কৌর এবং পুত্র হর্ষবীর বুধবার রাজভবনে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কাছে গিয়ে সুবিচার চান। সঙ্গে ছিলেন অকালি দলের জাতীয় মুখপাত্র এবং দিল্লি শিখ গুরুদ্বার ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি মনজিন্দর সিং শীর্ষর পাঠানো এক প্রতিনিধিদল। ঘটনার পরদিনই শীর্ষ কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

এরপর রাজ্যপাল রাজভবনে ওঁদের চারটি ছবি-সহ টুইটে বলেন, বলবিন্দর সিংয়ের স্ত্রী-পুত্র যখন সুবিচার চাইলেন, আমার সে সময় খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি মমতা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব রাজ্য পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দফতরের অবিচার খন্ডন করতে। অপর টুইটে ধনকর লেখেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত নয়, অভিযোগকারীর পাশে রাজ্যের থাকা উচিত। বলবিন্দর সিংয়ের ঘটনায় অবিলম্বে প্রতিকার করা উচিত রাজ্যের। সংবেদনশীল ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে সার্বিকভাবে ভাল হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, নবান্ন অভিযানে বলবিন্দর সিংহের হেনস্থায় মমতা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে উদ্দেশ করে পাঠানো ওই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে। চিঠির কারণ হিসাবে লেখা হয়েছে নিরাপত্তা অফিসার বলবিন্দর সিংয়ের পাগড়ি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের খুলে দেওয়া। চিঠিতে ভারত সরকারের যুগ্মসচিব ডি ই রিচার্ডস লিখেছেন, তাঁকে কমিশন ১৫ দিনের মধ্যে এই জবাব পাঠানোর কথা জানাতে বলেছে। দিল্লি বিজেপি-র মুখপাত্র তাজিন্দর পাল সিং বাগ্গার অভিযোগক্রমে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

বিজেপি-র মহাকরণ অভিযানে বলবিন্দর সিংয়ের পাগড়ি খুলে যাওয়ার ঘটনার পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার বাগ্গা চারটি ছবি-সহ টুইটে লেখেন, মমতা সরকার যেভাবে এক শিখ সুরক্ষাকর্মীর পাগড়ি খুলে তাঁর কেশের অপমান করল, তা ১৯৮৪ সালের নরসংহারের দৃশ্য মনে করিয়ে দিল। দেশের স্বাধীনতায় শিখরা সবচেয়ে বেশি বলিদান দিয়েছে। তাদের সঙ্গে যে সরকার এই রকম ব্যবহার করল, তাদের এক মিনিটও ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

সতর্ক থাকতে টুইটে বার্তা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : প্রাক-পুজোর ভিড় এবং পুজোয় বাড়তি ভিড়ের আশঙ্কা নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন চলছে। এর মাত্রা বেড়েছে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ। এরপর সতর্ক থাকতে টুইটে বার্তা দিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

টুইটে বলা হয়েছে, "অতিমারির মধ্যে আমরা দেবীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। তাই এ বছর আমরা একটু অন্যরকম দুর্গাপুজো করব। যখনই বাইরে যাবেন, দূরত্ব বজায় রাখবেন। মাস্ক পড়বেন। সচেতন থাকবেন দায়িত্ব সম্পর্কে। সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন, করোনা দস্যুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান।"

তবে, গত প্রায় সাত মাস যাবৎ লাগাতার লেখালেখি, আলোচনা এবং বিভিন্ন স্তরের আবেদনের পরেও বড় সংখ্যক মানুষ সুরক্ষার কোনও বিধি মানছেন না। অনেকে মনে করছেন, বিধিভঙ্গকারীদের কঠোর শাস্তি না দিলে পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হবে না।

উৎসবের মরসুমে দিল্লিতে নতুন করে আক্রান্ত ২১৫৪জন

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি. স.): উৎসবের মরসুমে করোনার দৌরাত্ম্য অব্যাহত রাজধানী দিল্লিতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত ২১৫৪ জন। ওই সময়ের মধ্যে নিহত হয়েছেন ৩১ জন। দিল্লিতে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০৪০ জন। রাজধানীতে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৭১ হয়ে গিয়েছে।

দিল্লি সরকারের তরফে সোমবার জারি করা হেলথ বুলেটিনে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ২৮৪৫ জন। সবমিলিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ৩ লক্ষ ০৪ হাজার ৫৬১ জন। রাজ্যের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২২ হাজার ৫৭০ জন। এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪০ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৮৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৬৪৪৫ জন। রাজধানীতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা ২৭৮২। হোম আইসোলেশনের মধ্যে রয়েছে ১৪ হাজার ১৬৪ জন।

তৃতীয় সন্ধ্যায় করোনা বিধি শিকেয় তুলে গড়িয়াহাটের দেদার চলছে পুজোর কেনাকাটা

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর(হি স): চলতি বছর করোনা আবহে সবকিছুতেই পড়েছিল ভাঁটা। প্রতি বছরই পুজো আসার প্রায় দেড় মাস আগে থেকেই গড়িয়াহাট মার্কেটে ভিড় জমায় ক্রেতারা। কিন্তু এই বছর এই সবকিছু যেন ছিল গল্প কথা। ভিড় না হওয়ায় কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল গড়িয়াহাট বিক্রেতাদের। কিন্তু অবশেষে পুজোর দিন এগিয়ে আসতেই হচ্ছে ভিড়। পুজো আর বেশি দিন বাকি নেই। কারণ আজ সোমবার তৃতীয়া। তৃতীয়ার সন্ধ্যায় করোনা বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গড়িয়াহাটে চলছে পুজোর কেনাকাটা।

ক্যালেন্ডার বলছে পুজো একেবারে দোরগোড়ায়। আর পুজো মানেই বাঙালি যে ভিড় জমাবে গড়িয়াহাটে তা সকলের জানা। অন্যান্য বছরের মতো ভিড় এইবছর হলেও তৃতীয়ার দিন বেশ ভালই ভিড় গড়িয়াহাটে। দেদার চলছে দরদাম করে কেনাবেচা। করোনা বিধিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পুজোর কেনাকাটায় মেতেছে ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে দুর্গাপুজোয় বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

ঢাকা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের ফলে বাংলাদেশে ষষ্ঠী থেকেই শুরু হতে পারে বৃষ্টি। সোমবার আবহাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে এমন পূর্বাভাসে চিন্তার ভাঁজ পরেছে পুজো উদ্যোক্তাদের কপালে।

সোমবার সকালে আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র আবহবিদ আফতাবউদ্দিন জানিয়েছেন, আগামী দু'দিনের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে এক নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে। সেই নিম্নচাপের ফলে আগামী ২২ ও ২৩ অক্টোবর অর্থাৎ ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দিন দক্ষিণাঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেটের অধিকাংশ এলাকাতেই ভারী বৃষ্টিপাত হবে। ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ অক্টোবর বিভিন্ন প্রান্তে হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে।বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ কতটা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তার উপরেই নির্ভর করছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।

করোনা আতঙ্কের পর এবার বাঙালির প্রিয় উৎসব দুর্গাপুজোর আনন্দ কাড়তে চলেছে বৃষ্টি। গতবারের তুলনায় বাংলাদেশে এ বছরে ১ হাজার ১৮৫টি পুজো কম হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধির কথা মাথায় রেখে পুজোর আনুষ্ঠানে অনেকটাই কাটছাঁট করা হয়েছে। ঢাকা শহরে কুমারী পুজো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুজোর আর কটা দিন বাকি। অথচ অন্যান্যবারের মতো এবার তেমন উৎরসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্যই করা যাচ্ছে না। অনেক পুজো উদ্যোক্তারাই ঘটপুজোর মাধ্যমে এবারের পুজো সম্পন্নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

করোনাভাইরাস- আতঙ্ক নয়, চাই সাবধানতা

সাবধান থাকা অবশ্যই ভালো, তবে আতঙ্ক কখনই ভালো নয়।

করোনোভাইরাস ছড়ানো নিয়ে আশঙ্কা

করোনাভাইরাসের কথা এখন প্রায় সবার জানা। আশপাশের কেউ হাঁচি-কাশি দিলেই সবার আগে এই ভাইরাসের কথাই মাথায় আসে।ভারতের 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স'য়ের 'পালমোনোলজিস্ট' বা শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ ডা. করন মাদান বলেন, "করোনাভাইরাসের অধিকাংশ উপসর্গই মিলে যায় সাধারণ মৌসুমি সর্দিজ্বরের সঙ্গে। তাই কারও সমস্যা যদি মৃদুমাত্রার হয় তবে আমরা বলব করোনাভাইরাস পরীক্ষা নিয়ে তার চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। মৃদুমন্দ জ্বর, কাশি, কফ ইত্যাদি হলে বিশ্রাম নিন এবং প্রচুর তরল পান করুন।""করোনাভাইরাস কয়েক ধরনের আছে, যার মধ্যে কিছু ভাইরাসের আক্রমণে সামান্য শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়। তবে আমরা চিন্তিত সেইসব রোগীদের নিয়ে যাদের প্রচণ্ড জ্বর এবং দম বন্ধ হয়ে আসার উপসর্গ দেখা দিচ্ছে তাদের নিয়ে।"

তিনি আরও বলেন, "ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং করোনাভাইরাসে উপসমের মধ্যে অনেক মিল। এখনও পর্যন্ত এই দুই ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারা বেশ জটিল। নাক দিয়ে পানি আসলে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলে, জ্বর হলে সবার উচিত হবে বিশ্রাম নেওয়া এবং চিকিৎসকের পরামর্শে ভাইরাস-রোধক ওষুধ সেবন করা।"ভারতের 'সেন্টার ফর ডিজিজ ডাইনামিক্স, ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিসি'র মহাপরিচালক প্রফেসর রামানান লক্ষ্মিনারায়ন বলেন, "যেসব প্রবীণ একাধিক রোগে ভুগছেন যা পরস্পরকে প্রভাবিত করে কিংবা যারা হৃদরোগ ভুগছেন, ইতোমধ্যেই স্ট্রোক করেছেন, তীব্র শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় ভুগছেন তাদের বিপদ বেশি। কারণ করোনাভাইরাসে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রবীণরাই।"প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে লক্ষ্মিনারায়ন বলেন, "হাত পরিষ্কার রাখতে হবে। মানুষের করমর্দন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে, অপরিষ্কার হাত দিয়ে মুখমণ্ডল স্পর্শ করা বর্জন করতে হবে, ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে বিশেষ সচেতন হতে হবে, অসুস্থ মানুষ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কোনো স্থান নিয়ে আশঙ্কা থাকলে তা ভাইরাসমুক্ত করতে 'হাইড্রোজেন পারোক্সাইড' ব্যবহার করতে হবে। হাঁচি-কাশি দিতে হবে কনুইয়ের ভাঁজে। নিজে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি আশপাশের মানুষদেরও সচেতন করতে হবে।"

করোনাভাইরাস: আপনার মোবাইল নিরাপদ তো?

নতুন করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে অনেকেই বাইরে বের হচ্ছেন মুখে মাস্ক পরে। কিন্তু তাতে ঝুঁকি কমছে কতটা?চিকিৎসকরা বলছেন, সংক্রমণ এড়াতে চাইলে ঘন ঘন হাত ধোয়া ভালো। সেই সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীও নিরাপদ রাখতে হবে। আর নিত্য ব্যবহার সামগ্রীর মধ্যে মোবাইল ফোন সবচেয়ে বেশি অপরিচ্ছন্ন থাকে বলে এর মাধ্যমে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারে বলে সতর্ক করেছে সিঙ্গাপুরের

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন করোনাভাইরাস থেকে দূরে থাকতে চাইলে নিজের মোবাইলফোনটি নিয়মিত পরিষ্কার রাখা মাস্ক পরার চেয়েও কার্যকর হতে পারে।গত সপ্তাহে সিঙ্গাপুরের চার চিকিৎসক কোলেন থমাস, জুডি চেন, থাম হো মেং এবং লিম পিন পিন দেশটির জনসাধারণকে মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করে একটি বার্তা দিলে তা মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে পড়ে।কিন্তু চার চিকিৎসকের ওই বার্তা নাচক করে সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, করোনাভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় কি না তা এখনও প্রমাণিত নয়। ফলে মাস্ক ব্যবহার করেই যে করোনাভাইরাসের বিপদ থেকে দূরে থাকা যাবে- সে নিশ্চয়তা নেই।বরং সংক্রমণ ছড়ানোর মাধ্যম হিসেবে হাতের মোবাইলফোনটিকেই তালিকায় সবার আগে রাখছেন সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মেডিকেল সেবার পরিচালক কেনেথ ম্যাক।এর আগে একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, টয়লেটের কমোডে বসায় জায়গাটির চেয়েও মোবাইল ফোনের গায়ে বেশি রোগ-জীবাণু পাওয়া যায়, কারণ মানুষ নিয়মিত টয়লেট পরিষ্কার করলেও দিনের বড় একটি সময় হাতে রাখা মোবাইল ফোনটির পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ভাবে না।

২০১৮ সালে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির চার জন গবেষক তাদের এক গবেষণায় দেখান, ফোনের স্ক্রিনের চেয়ে যন্ত্রটির গায়ে এবং ফোনের যে কভার থাকে তাতেই বেশি ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়।কথা বলার সময় ফোন থাকে চোখ, নাক ও ঠোঁটের কাছাকাছি। ফলে এসব অঙ্গের মাধ্যমে সহজেই মানুষের শরীর ভাইরাসে পৌঁছে যেতে পারে ভাইরাস।যারা টয়লেটেও মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখার অভ্যাস করেছেন, রোগজীবাণুর বিস্তার রোধে এখনই তাদের সে অভ্যাস বদলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষকরা। ফোনকে কীভাবে রোগ-জীবাণু মুক্ত করা যায়?

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদন বলছে, আল্ট্রাভায়োলেট স্মার্টফোন সেনিটাইজার ডিভাইস ব্যবহার করে ফোনের অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করা সম্ভব। এছাড়া অ্যালকোহল দ্রবণও কার্যকর হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।তারা বলছেন, হাতের কাছে কিছু না পেলে মাইক্রোফাইবার কাপড় দিয়ে ফোন মুছে নিলেও সংক্রমণের ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব।

আমির থাকছেন না, থাকবেন সালমান

এ বছরের ঈদে নিরাশ হয়েছেন সালমান খান ভক্তরা। করোনার কারণে এবারের ঈদে তাঁদের প্রিয় ভাইজানের ছবি মুক্তি পায়নি। বেশ কয়েক বছর ধরেই ঈদে সালমানের ছবি মুক্তির অপেক্ষায় থাকেন তাঁর হাজার হাজার অনুরাগী। আর সালমানও তাঁদের নিরাশ করেন না। করোনার কারণে দুই মাসের বেশি সময় ধরে তালা ঝুলছে ভারতের সব প্রেক্ষাগৃহে। দীর্ঘ সময় ধরে কোনো ছবি মুক্তি পায়নি। টেলিভিশন ধারাবাহিক এবং ছবির শুটিং মাঝপথে বন্ধ। এদিকে সালমানের বহু প্রতীক্ষিত ছবি "রাধে: ইয়োর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই"-এর শুটিং শেষবেলায় এসে থেমে গেছে। আর মাত্র ১০ দিনের শুটিং বাকি ভাইজানের এই ছবির।

জানা গেছে, লকডাউন উঠে গেলে তড়িঘড়ি করে "রাধে" ছবির শুটিং শেষ করবেন নির্মাতা। সাধারণত আগে শুটিং শেষ হয়। তারপর পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। ছবির শেষ অংশের শুটিং বাকি, এর মধ্যে এই ছবির পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলছে। এবার আসা যাক "রাধে" ছবির মুক্তির প্রসঙ্গে। মাঝে বিটাউনে শোনা যাচ্ছিল যে সালমানের এই ছবি ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তি পেতে চলেছে। পরে জানা যায়, বিগ বাজেটের এই ছবি কোনো ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কম, প্রযোজকেরা মোটেই তা চান না। এখনকার খবর অনুযায়ী, "রাধে" বড়দিনে মুক্তি পেতে চলেছে। বড়দিনে আমির খান অভিনীত "ফরেস্ট গাম্প"—এর হিন্দি রিমেক "লাল সিং চাড্ডা" ছবিটির মুক্তির কথা ছিল। কিন্তু লকডাউনের কারণে আমিরের এই ছবির শুটিং অনেকটাই বাকি। তাই এ বছর বড়দিনে "লাল সিং চাড্ডা" ছবিটির মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। আর তার জায়গা নাকি নিতে চলেছে ভাইজানের "রাধে"। অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের ছবি গেল বড়দিনে, আর বড়দিনের ছবির ভাগ্য এখনো অনিশ্চিত। সালমানও চান যে বড়দিনে "রাধে" মুক্তি পাক। কারণ, ঈদের মতো এটাও একটা উৎসব বলে মনে করেন ভাইজান।

ঘরে বসে সিনেমার প্রস্তুতি নিচ্ছেন দীপিকা

টানা দুই মাস লকডাউনের চূড়ান্ত সুফল ভোগ করেছেন বলিউডের রোমান্টিক দম্পতি দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং। এই দুই তারকাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দারুণভাবে সক্রিয়। হামেশাই তাঁরা তাঁদের অনুরাগীদের কাছে গৃহবন্দী দশার নানান রোমান্টিক মুহূর্ত শেয়ার করেছেন। কখনো দীপিকাকে দেখা গেছে রান্নাঘরে গিয়ে রণবীরের জন্য বিশেষ কোনো পদ রান্না করতে, আবার কখনো সবাই সাক্ষী হয়েছেন রণবীর-দীপিকার প্রেমে ভরা খুনসুটির। তাঁদের এক চুমুর ভিডিও তো প্রায় কোটিবার দেখা হয়েছে ইনস্টাগ্রামে। লকডাউনে মানুষের মন ভালো রাখার উপায়ও বাতলেছেন বলিউডের 'মাস্তানি গার্ল'। এবার সবকিছু পাশে রেখে কাজে মন দিয়েছেন দীপিকা।

লকডাউনের মধ্যে ধীরে ধীরে কাজে ফিরছেন বলিউড তারকারা। সালমান খান এই সময় জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজকে সঙ্গে নিয়ে দুটি গানের শুটিং সেরে ফেলেছেন। অক্ষয় কুমার সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনের শুটিং সেরে ফেললেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অক্ষয় তাঁর আগামী ছবি 'বেল বটম'-এর চিত্রনাট্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। এদিকে দীপিকা পাড়ুকোনও বাসায় বসে তাঁর আগামী ছবির প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন।

অনলাইনে চিত্রনাট্য শোনার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন এই বলিউড অভিনেত্রী। এবার এই গৃহবন্দী দশাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইছেন দীপিকা। তাই নির্মাতাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে ব্যস্ত রাখছেন নিজেকে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নতুন নতুন ছবির চিত্রনাট্য শুনছেন দীপিকা। এই সময় তিনি তাঁর আগামী ছবিটি চূড়ান্ত করতে চান। আর দীপিকার ইচ্ছা আবার কোনো নতুন রূপে দর্শকদের মন জয় করার। এর আগে পিকু, মাস্তানি, নয়না, ভেরোনিকা, পদ্মাবতীরূপে তিনি সবার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। দীপিকা তাঁর এই ক্যারিয়ার গ্রাফকে আরও অনেক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন বলে জানিয়েছেন।লকডাউন না থাকলে দীপিকা এই সময় শ্রীলঙ্কায় তাঁর আগামী ছবির কাজে ব্যস্ত থাকতেন। শকুন বাত্রার ছবির মূল চরিত্রে আছেন তিনি। এই ছবির এখনো নাম ঠিক হয়নি। দীপিকা ছাড়া ছবিটিতে দেখা যাবে সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও অনন্যা পান্ডেকে। দীপিকা অভিনীত '৮৩' ছবিটি এখন মুক্তির অপেক্ষায়। এই ছবিতে রণবীর সিং ও দীপিকার জুটি দেখা যাবে। কবির খান পরিচালিত '৮৩' ছবিতে রণবীর ভারতীয় ক্রিকেটার কপিল দেবের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর স্ত্রী রোমির চরিত্রে দেখা যাবে দীপিকাকে। বিয়ের পর এই প্রথম তাঁরা একসঙ্গে পর্দায় আসতে চলেছেন।

ফ্যাটি লিভারের রোগীদের জন্য কিছু পরামর্শ

প্রবীণ কিংবা যাঁরা হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের রোগী, তাঁদের মতো ফ্যাটি লিভারের রোগীরাও করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছেন। ফ্যাটি লিভার একটি বিপাকজনিত সমস্যা। স্থূল মানুষদেরই এ সমস্যা বেশি হয়। এতে যকৃতের সমস্যা ছাড়াও ইনসুলিন রেজিসট্যান্স, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়ে। কাজেই এই রোগীদেরও সতর্ক থাকতে হবে।

অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার যেমন কোমল পানীয়, চকলেট, ক্যান্ডি, কৃত্রিম জুস, ফ্রুকটোজ সিরাপ দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন ইত্যাদি পরিহার করুন। এসব খাবারে থাকা বাড়তি চিনি শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইডে রূপান্তরিত হয় এবং যকৃতে জমা হয়।

সম্পৃক্ত চর্বি একেবারেই কম খাবেন। গরু-খাসির মাংস, ঘি, মাখন দিয়ে তৈরি খাবার হলো সম্পৃক্ত চর্বি। এ ছাড়া ট্রান্সফ্যাটও ক্ষতিকর। বেকারির তৈরি কেক বিস্কুট, ফাস্ট ফুড ইত্যাদিতে আছে ট্রান্সফ্যাট আর সম্পৃক্ত চর্বি।

পরিশোধিত শর্করার চেয়ে অপরিশোধিত জটিল শর্করা খান। যেমন সাদা চিনি, সাদা ব্রেড, সাদা আটা বা ময়দা আর চিকন চালের পরিবর্তে লাল আটা, লাল ব্রেড বা লাল চাল ভালো। আঁশযুক্ত খাবার খান। খাবারে অতিরিক্ত লবণ পরিহার করুন। প্রক্রিয়াজাত খাবারে লবণ বেশি থাকে।

সবুজ শাকসবজি খাবেন। ফলমূল খাবেন। খাদ্যতালিকায় সপ্তাহে দুদিন মাছ রাখুন। ওমেগা-৩ ফ্যাট আছে এমন মাছ হলো রুপচাঁদা, টুনা, স্যামন, ইলিশ ইত্যাদি।

সবুজ শাকসবজি খাবেন

ফলমূল খাবেন

খাদ্যতালিকায় সপ্তাহে দুদিন মাছ রাখুন

লো ফ্যাট দুধ, দই, দুগ্ধজাত খাবার খান। আখরোট, চীনাবাদাম, সূর্যমুখীর বীজ ইত্যাদিতে ওমেগা-৩ আছে। ব্ল্যাক কফি ও গ্রিন টি যকৃতের জন্য উপকারী। তবে ধূমপান আর অ্যালকোহল বর্জন করতে হবে।

ওজন কমান। মাত্র ৫ শতাংশ ওজন কমলেই যকৃতের চর্বি অনেকটাই কমে যায়। আর ৭ থেকে ১০ শতাংশ ওজন কমাতে পারলে যকৃতের কোষগুলোর প্রদাহ কমানো সম্ভব।

নিজস্ব নেটওয়ার্ক জুড়ে পোস্ট-কোভিড রিকভারি ক্লিনিক চালু করল অ্যাপোলো হাসপাতাল

যাঁরা কোভিড থেকে সেরে উঠেছেন কিন্তু থেকে যাওয়া নানা শারীরিক প্রতিক্রিয়ায় ভুগছেন, সেই সব রোগীদের সাহায্য করবে এই সব ক্লিনিক

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর, ২০২০: অ্যাপোলো গ্লেনেগলস কলকাতা, অ্যাপোলো গ্রুপের হসপিটাল নেটওয়ার্ক জুড়ে পোস্ট কোভিড রিকভারি ক্লিনিক চালু করার কথা ঘোষণা করল আজ।

কোভিড থেকে সেরে ওঠার পর বহু রোগী সংক্রমণের কারণে থেকে যাওয়া মৃদু ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া থেকে ভুগছেন। এধরনের ক্রমবর্ধমান রোগীর সমস্যার দেখভাল করবে এই ক্লিনিকগুলি। প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি কোভিড রোগী ভোগেন শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, হার্টের সমস্যা, গাঁটের ব্যথা, দৃষ্টিশক্তির সমস্যা এবং স্মৃতি হারানোর সমস্যায় ভোগেন। নোভোল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কয়েক মাস পরেও এসব চলতে থাকে। পোস্ট কোভিড রিকভারি ক্লিনিকগুলিতে থাকবেন একদল বিশেষজ্ঞ যাঁদের মধ্যে রাখা হবে নিউরোলজিস্ট ও ইমিউনোলজিস্টদের। তাঁরা রোগীদেরকোভিড পরবর্তী সমস্যাগুলি মেটাতে সাহায্য করবেন এবং তাঁদের সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করবেন। কলকাতায় পোস্ট কোভিড রিকভারি ক্লিনিক হবে অ্যাপোলো গ্লেনেগলস হাসপাতালে।

অ্যাপোলো হসপিটালস গ্রুপ সিইও (ইস্টার্ন রিজিয়ন) রানা দাশগুপ্ত বলেন, 'আমাদের হাসপাতালে অনেকেই কোভিড ১৯ থেকে সেরে উঠেছেন। তাঁরা নানা শারীরিক লক্ষ্মণের কারণে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পারছেন না ওই সব সমস্যার জন্য তাঁরা কাদের কাছে যাবেন। কোভিড ১৯ থেকে সেরে ওঠা এই সব রোগীদের স্বাস্থ্যের সমস্যা মেটানোর জন্য আমরা এই পোস্ট কোভিড রিকভারি ক্লিনিক চালু করেছি। কোভিড পরবর্তী চিকিৎসার জন্য এই বিশেষ ক্লিনিকগুলি রোগীদের সাহায্য করবে প্রযোজনীয় বিশেষ যত্ন ও পরিষেবা পেতে। এর জন্য আমরা নির্দেশিকা তৈরি করেছি এবং ক্লিনিসিয়ানদের ট্রেনিং দিয়েছি যাতে রোগীরা সঠিক চিকিৎসা পান। কোভিড ১৯ জনিত শারীরিক প্রতিক্রিয়া থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে সাহায্য করব এই ক্লিনিকগুলি। এবং তাঁরা কোভিডের আগের জীবনে ফিরে যেতে পারবেন।'

দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ওপর প্রভাব ফেলে কোভিড ১৯। স্ট্রোক, মাইওকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনের মতো জটিল রোগ, ডায়াবেটিস ও হাইপারটেনসনের মতো ক্রনিক রোগ এসবই কোকিড ১৯ পরবর্তী রোগের লক্ষ্মণ। কোভিডে াক্রান্ত হোয়ার পর বহু রোগী হঠাৎ মৃত্যুর খবর এসেছে। এবং এসব ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মৃত্যুর জন্য দায়ী তীব্র কার্ডিয়াক সমস্যা।

অ্যাপোলো গ্লেনেগলস হাসপাতাল, কলকাতার ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল সার্ভিসেস (ডিএমএস) ডক্টর শ্যামাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " কোভিড ১৯ শুধু ফুসফুসে সংক্রমণই ঘটায় না। প্রভাবিত করে দেহের অন্য অঙ্গগুলিকেও। ফলে দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সমস্যা থেকে যায়। রোগের তীব্র দশার চিকিৎসার শেষে এবং রোগী সেরে ওঠার কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পরেও কিছু লক্ষ্মণ দেখা দিতে পারে। এবং রোগের তীব্র দশা চলে যাওয়ার পরেও কোনও ব্যক্তির সাধারণ স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যাঁদের হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল তেমন রোগীর ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা থেকে যাওয়াটা আরও স্বাভাবিক। আবার যে সব রোগী মৃদু সংক্রমণ থেকে সেরে উঠেছেন তাঁরাও ভাইরাসের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রণ থেকে ভুগতে পারেন। দীর্ঘ স্থায়ী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পড়ে এমন সমস্যা যা রোগীকে জটিল অবস্থায় নিয়ে গিয়ে অক্ষম করে ফেলতে পারে। এই বিশেষ ক্লিনিক আমাদের সাহায্য করবে রোগীদের দেহের লক্ষ্মণগুলির ওপর ধারাবাহিকভাবে নজরদারি চালাতে এবং প্রয়োজনের সময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।'

অ্যাপোলো গ্লেনেগলস হাসপাতাল, কলকাতার ভাইস প্রেসিডেন্ট (বিজনেস ডেভেলপমেন্ট) সোমনাথ ভট্টাচার্য বলেন, ' কোভিড ১৯ এর আগে, আমরা এনসিডি-র সুনামির মুখে পড়েছিলাম। এই রোগগুলি ৭০ শতাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী। এর ওপর চাপ বাড়াচ্ছে পোস্ট কোভিড সিনড্রোম, এবং যদি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা না হয়, তাহলে কোভিড থেকে সেরে ওঠা ক্রনিক রোগে অসুস্থ বহু ব্যক্তি অতিমারীর পরেও মরবিডিটিতে আক্রান্ত হবেন এবং মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়বে। পোস্ট কোভিড সিনড্রোমের চূড়ান্ত সঙ্কট পর্বের আরও বেশি অবনতি হতে দেবে না এই সব বিশেষ ক্লিনিকগুলি এবং ক্রনিক রোগগুলিকে কার্যকর ভাবে প্রতিরোধ করবে। এটাই হল পোস্ট কোভিড সিনড্রোমের একট অংশ যার মোকাবিলা করা হয় রোগীর ওপর নজরদারি, টেলি পরামর্শ ও ক্লিনিক ভিত্তিক চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যে দিয়ে।'

প্রাথমিকভাবে পোস্ট কোভিড রিকভারি ক্লিনিকগুলি চালু হবে কোভিডের চিকিৎসা করা হয় এমন অ্যাপোলো হাসপাতালগুলিতে। এগুলি রয়েছে চেন্নাই, মাদুরাই, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, মাইসুরু, কলকাতা, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, দিল্লি, ইন্দোর, লখনউ, মুম্বই ও আমেদাবাদে। ক্লিনিকগুলির নেতৃত্বে থাকবেন নিষ্ঠাবান চিকিৎসকদের টিম এবং সেই টিমে থাকবেন পারিবারিক চিকিৎসক ও নার্সরা।

সত্যটা জানালেন জাহ্নবী

বলিউডি ছবি মুক্তি নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা চলছে।

বিটাউনে জোর রব, একগুচ্ছ হিন্দি ছবি মুক্তি পেতে চলেছে ডিজিটাল দুনিয়ায়।

লকডাউনের কারণে প্রায় তিন মাস কোনো ছবি মুক্তি পায়নি। দুই মাস ধরে তালাবদ্ধ সব প্রেক্ষাগৃহ।

দেশের পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, সে বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নন। এর মধ্যে গুলাবো সিতাবো এবং শকুন্তলা দেবী ছবি দুটি ওটিটিতে আসতে চলেছে বলে নিশ্চিত করেছেন নির্মাতারা।

আগামী ১২ জুন অমিতাভ বচ্চন ও আয়ুষ্মান খুরানা অভিনীত গুলাবো সিতাবো আসতে চলেছে আমাজন প্রাইম ভিডিওতে। শকুন্তলা দেবী ছবিটিও আমাজন প্রাইমে মুক্তি পাবে। তবে বিদ্যা বালান অভিনীত এ ছবির মুক্তির দিন এখনো ঘোষণা হয়নি। শোনা গিয়েছিল, জাহ্নবী কাপুরের গুঞ্জন সাক্সেনা: দ্য কার্গিল গার্ল ছবিটিও ডিজিটালে মুক্তি পাবে। তবে বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন খোদ জাহ্নবী।

আসল সত্য ফাঁস করেছেন এই বিটাউনকন্যা।

বিটাউনে জোর গুঞ্জন ছিল যে জাহ্নবী কাপুর অভিনীত দুটি ছবি গুঞ্জন সাক্সেনা: দ্য কার্গিল গার্ল এবং দোস্তানা টু ওটিটিতে আসতে চলেছে।

জাহ্নবী নিজেই এ খবর ভুল বলে জানিয়েছেন। এই বলিউড অভিনেত্রী বলেছেন, "আমার কানেও এ ধরনের খবর আসছে। ছবির শুটিংই যদি সম্পন্ন না হয়, তাহলে তা রিলিজ হবে কি করে? গুঞ্জন সাক্সেনার বায়োপিকের প্রায় ৩০ দিনের ভিএফএক্সের কাজ বাকি।

আর দোস্তানা টু ছবির অর্ধেক শুটিং এখনো বাকি।

তাই এখনই এই ছবি দুটির মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই কোথায় ছবি মুক্তি পাবে, সেই প্রশ্ন অবান্তর।"

জাহ্নবী ডিজিটাল দুনিয়ায় পা রেখেছেন আগেই। ১ জানুয়ারি মুক্তি পাওয়া নেটফ্লিক্সের ঘোস্ট স্টোরিজ-এ দেখা গিয়েছিল তাঁকে।

জোয়া আখতার পরিচালিত এই ছবিতে জাহ্নবীর অভিনয় রীতিমতো প্রশংসিত হয়।

মিশেল ওবামা
এ বছর গার্ল অ
মার্কেল। এ ছা
চলতি বছরের
ছেলে হ্যারি স
মেগান মার্কলে
মার্কিন মিডিয়া
নন, সামিটের
কথা রয়েছে।

করোনা বিজয়ীদের মধ্যে সোমবার মাস্ক ও মিষ্টি বিতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া। ছবি- নিজস্ব।

হাফলং-শিলচর জাতীয় সড়ক সংস্কারে নিম্নমানের কাজ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গডকড়ির দৃষ্টি আকর্ষণ ডিমাসা ছাত্র সংস্থার

হাফলং (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের নামে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে এবার সরব হয়েছে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন। দীর্ঘ ১০ বছর থেকে জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশ বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সড়কটি সংস্কারে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেনি। বর্তমানে সড়কটি সংস্কারের কাজ শুরু হলেও কাজের গুণগত মান অতি নিম্নমানের বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এই অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় সড়ক ও ভূতল পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকড়ির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ডিমাসা ছাত্র সংস্থা।
হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশ সংস্কারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। এই সড়কপথটি সংস্কারের দায়িত্ব জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রত্না ইনফ্রা নামের নির্মাণ সংস্থাকে দিয়েছে। কিন্তু রত্না ইনফ্রা নামের ওই নির্মাণ সংস্থা ঠিকাভিত্তিক কাজ তুলে দিয়েছে শিলচরের লক্ষ্মী মটরসনামের এক নির্মাণ সংস্থাকে। ছাত্র সংস্থার অভিযোগ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাফলং ইমপ্লিমেটেশন কার্যালয়ের প্রকল্প অধিকর্তা কার্গে কামকির অতি ঘনিষ্ঠ লক্ষ্মী মটরসের স্বত্বাধিকারী সঞ্জীব নাথ। আর এই দুয়ের যুগলবন্দিতে সড়ক সংস্কারের কাজে চলছে ব্যাপক দুর্নীতি সংগঠিত হচ্ছে।
এই সড়ক সংস্কার নিয়ে তথ্য জানার অধিকার আইনে ডিমাসা ছাত্র সংস্থা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিল। এতে অনেক তথ্য সামনে এসেছে বলে জানান ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিত সেংইয়ং। ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিত সেংইয়ঙের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল এই সড়ক সংস্কারের কাজ পরিদর্শন করে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত সড়ক সংস্কারে অতি নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে মাত্র ৮ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। তার মধ্যে রাস্তায় যে পিচের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে তা হাত দিয়ে টেনে অনায়াসে তুলে নেওয়া যায়। তাছাড়া রাস্তার পাশে যে নালা এবং রিটেইনিং ওয়াল তৈরি করা হয়েছে তা-ও অতি নিম্নমানের। প্রমিত সেংইয়ং অভিযোগ করে বলেন, একমাত্র নির্মাণ সংস্থার সাইট ইঞ্জিনিয়ারের চরম উদাসীনতার দরুন এ ধরনের নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। তিনি বলেন, এই সড়ক ধরেই তৈরি হচ্ছে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্নের মহাসড়ক। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে সফল রূপায়ণ নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। তাই অবিলম্বে এই নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সড়ক ও ভূত পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকড়ির কাছে দাবি জানিয়েছে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন।

শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটাতে অনলাইনে শিশুবাটিকা প্রশিক্ষণ

গুয়াহাটি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : একটি শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যাভারতী শিশু বাটিকা শীর্ষক একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যসূচি অনুষ্ঠিত করেছে। বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের সংবদ্ধ সংগঠন শিশুশিক্ষা সমিতি অসম-এর উদ্যোগে শিশু বাটিকা সংযোজক বর্ণালী দেবীর নেতৃত্বে সমিতির গুয়াহাটির প্রান্ত কার্যালয়ে এই অনলাইন কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অতিমারি করোনার প্রভাবে গত কয়েক মাসে গৃহবন্দি থেকে শিশুরা মানসিকভাবে যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। শিশুদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যে বাধার সৃষ্টি হয়েছে তাতে তাদের অভিভাবকদের যাতে হার মানতে না হয় তার জন্যই সমিতির তরফ থেকে এই অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অতিমারি কোভিডের কারণে স্কুলে কচিকাঁচারা না যেতে পারলেও মায়েদের সাহায্যে স্কুল শিশুদের কাছে যেতে পারবে। একটি শিশুর কাছে তার প্রথম গুরু হচ্ছে তার মা। বিদ্যাভারতী আগাগোড়াই মায়েদের বিশেষ মর্যাদা দিয়ে আসছে। সেই লক্ষ্যেই গতকাল এই বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মায়েরা যাতে বাড়িতে বসেই তাঁদের শিশুসন্তানকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারেন সে জন্য মায়েদের অনলাইনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এদিনের এই প্রশিক্ষণ কার্যসূচিতে গোটা অসমের বিভিন্ন নিকেতন থেকে পাঁচ শতাধিক আচার্য-আচার্যা অংশগ্রহণ করেন প্রশিক্ষণ কার্যসূচির সূচনা করেন শিশুশিক্ষা সমিতির উত্তর অসম প্রান্ত সংগঠনমন্ত্রী হেমন্তধিং মজুমদার। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'ঘরই হচ্ছে বিদ্যালয়'। এই ব্যবস্থার ওপর তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন তিনি। ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শনে সাহায্য করেন বঙাইগাঁও বিভাগের শিশু বাটিকা প্রমুখ দিলীপ দাস এবং গুয়াহাটি বিভাগের সহ প্রমুখ কমলা গোস্বামী আচার্যা প্রশিক্ষণের সর্ব পর্বে শিশুশিক্ষা সমিতি অসমের সাধারণ সম্পাদক কুলেন্দ্র কুমার ভাগবতী এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানান। প্রশিক্ষণ আনন্দ সূত্রধর কার্যসূচির আয়োজক বর্ণালী দেবীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যসূচির আয়োজন করার অনুরোধ জানান তিনি। এদিনের গোটা অনুষ্ঠানটি সফলভাবে পরিচালিত করতে আয়োজক গোষ্ঠী এবং প্রান্ত সংবাদদাতা লালজি সোনারিকে ধন্যবাদ জানান শিশু বাটিকার প্রান্ত সংযোজিকা বর্ণালী দেবী।

হাইকোর্টের রায়ের পরেই প্রস্তুতি কলকাতার পুজো কমিটি গুলোর

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি স): ইতিমধ্যেই প্যান্ডেল হপিং শুরু করে দিয়েছিল দর্শনার্থীরা। কারণ পুজো মানেই উত্তর থেকে দক্ষিণ থিম বনাম সাবেকি লড়াই দেখতে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঢু মারে দর্শনার্থীরা। কিন্তু সোমবার চলতি বছর করোনা আবহে দর্শকশূন্য থাকবে মন্ডপ, প্রতিটি পুজো মণ্ডপই কন্টেইনমেন্ট জোন পুজোর ভিড় নিয়ে জনস্বার্থ মামলায় ঐতিহাসিক রায় কলকাতা হাইকোর্টের। এরই মাঝে হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছে কলকাতার পুজো কমিটি গুলোর।
চলতি বছর করোনা আবহে প্যান্ডেল হপিং এর ক্ষেত্রে প্রথমে বলা হয়েছিল মাস্ক পড়ে দূরত্ব বজায় রেখে প্যান্ডেলের ভেতর প্রবেশ করতে পারবে দর্শনার্থীরা। কিন্তু সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের তরফে দর্শকশূন্য মন্ডপ রাখার রায় দিয়েছে। রায়ের পরেই শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে রায়ের কপি এখনও হাতে না পেলেও কোর্টের অর্ডার মানতেই হবে। রায়কে গুরুত্ব দেবেন তারা।
অন্যদিকে, বড়িশা ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, এই রায় অনুযায়ী রাজ্য সরকার যে নির্দেশ দেবে তা তারা মেনে চলবে। অন্যদিকে সল্টলেক এফডি ব্লকের তরফে জানানো হয়েছে, তারা প্রস্তুত। যেহেতু পূর্ব পরিকল্পনা ছিল, তাই রায় বাস্তবায়িত করতে অসুবিধা হবে না। ইতিমধ্যেই গোল করে সুরক্ষা বলয় তৈরি করা হয়েছে। বাইরে হাইকোর্টের রায় ঝোলানো থাকবে যাতে পাড়ার লোক, দর্শনার্থীদের বুঝতে যাতে অসুবিধা না হয়।

এসবিআই-এর এটিএমে ধর্মঘট, ভোগান্তি গ্রাহকদের

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : সোমবার রাজ্যের সমস্ত এসবিআইয়ের এটিএমে ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়। রাজ্যের প্রায় সমস্ত এসবিআই-এর এটিএমএর দরজা এই কারণে বন্ধ ছিল। এতে ভোগান্তি হয় গ্রাহকদের।
এআইইউটিইউসি-র তরফে এক বিবৃতিতে এদিন বলা হয়, "স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) এ রাজ্যে তাদের এটিএম থেকে ৪ হাজারেরও কিছু বেশি কর্মী (কেয়ারটেকার) ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করেছে। এর বিরোধিতা করে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ব্যাঙ্কের কন্ট্রাক্ট কর্মীদের সংগঠন 'কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম' সহ অন্যান্য কয়েকটি ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের ডাক দেয়।
গ্রাহক ভোগান্তির কোনও উল্লেখ বা দুঃখপ্রকাশ না করে ধর্মঘট সফল হয়েছে বলে 'ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ' এক বিবৃতি দিয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস ধর্মঘটী কেয়ারটেকার সহ সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং গ্রাহকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। এরই সাথে, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, আরও শক্তিশালী করার জন্য তিনি ধর্মঘটী কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

কমল নাথের নিন্দায় মুখর মায়াবতী

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি. স.): মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের ডাবরা আসন থেকে প্রার্থী হওয়া দলিত মহিলার প্রতি কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতার কটূক্তির বিরুদ্ধে সরব বিএসপি সুপ্রিমো তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী। গোটা ঘটনাকে নিন্দনীয় বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে মায়াবতী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের ডাবরা বিধানসভা কেন্দ্রর উপনির্বাচনে দলিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোর মহিলা বিরোধী অভদ্র কটাক্ষ অতি লজ্জাজনক এবং অতি নিন্দনীয়। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের উচিত জনসমক্ষে ক্ষমা চাওয়া। কংগ্রেসকে উচিত শিক্ষা দিতে এবং মহিলাদের সম্মানহানি রুখতে মধ্যপ্রদেশ উপনির্বাচনে ২৮ টি আসনে বিএসপি প্রার্থীদের জয়যুক্ত করা উচিত। উল্লেখ করা যেতে পারে, মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কমল নাথ জনসভায় ডাবরা আসনের প্রার্থী ইমরতী দেবীকে আইটেম বলে কটাক্ষ করেছেন। কমল নাথের নিন্দায় মুখর স্মৃতি ইরানি থেকে শুরু করে দেশের তাবড় মহিলা নেতৃবৃন্দ।

করোনা এবং অর্থব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি. স.): দেশের বেহাল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। এই প্রসঙ্গে এদিন বিশ্বের অন্যান্য দেশের করোনা পরিস্থিতি এবং অর্থ ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের তুলনায় টেনে একটি টুইট করেন রাহুল গান্ধী। ভারতের করোনা এবং আর্থিক অবস্থা বিশ্বের ১২ টি দেশের সঙ্গে তুলনা করেছেন রাহুল গান্ধী। নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন কি করে একটা গোটা অর্থব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেল আর বেশিরভাগ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হল।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা কোষ এবং ওয়ার্ল মিটারের পরিসংখ্যান টেনে রাহুল গান্ধী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন করোনা এবং আর্থিক দূর্ভোগে জেরবার ভারত। রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন যে, করোনা এবং অর্থব্যবস্থা দুটোতেই ভারতের বিপর্যয় ঘটেছে। পরিসংখ্যানে রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন যে চলতি বছরে ভারতের জিডিপির পতন হয়েছে ১০.৩ শতাংশ।কিন্তু বাংলাদেশে জিডিপির হার হয়েছে ৩. ৮ শতাংশে।
অন্যদিকে, চিন এবং ভিয়েতনামের জিডিপি যথাক্রমে রয়েছে ১.৯ এবং ১.৬ শতাংশে। তালিকায় নেপাল চতুর্থ এবং পাকিস্তান পঞ্চম স্থানে রয়েছে। ভারতে করোনায় মৃত্যুর পরিসংখ্যান তুলে ধরে রাহুল গান্ধী দাবি করেছে যে ভারতে প্রতি ১০ লাখে ৮৩ মানুষের মৃত্যু করোনায় হয়েছে। সেখানে ইন্দোনেশিয়া এই সংখ্যাটি ৪৬, আফগানিস্থানে ৩৮, বাংলাদেশে ৩৪ এবং চিনে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

করিমগঞ্জের লোয়াইরপোয়ায় লক্ষাধিক টাকার সেগুন কাঠ বোঝাই গাড়ি আটক

লোয়াইরপোয়া (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার লোয়াইরপোয়া রেঞ্জের অধীন লঙ্গাই ফরেস্ট বিটের কর্মীরা লক্ষাধিক টাকার সেগুন কাঠ বোঝাই একটি মিনিট্রাক বাজেয়াপ্ত করেছেন। তবে বনজ সম্পদ পাচারকারী এবং ট্রাক চালককে ধরতে পারেননি বনকর্মীরা। জানা গেছে, আজ সোমবার কাকভোরে চোরাই সেগুন কাঠ বোঝাই এএস ১০ সি ৫৮০৯ নম্বরের একটি বলেরো পিকআপ ভ্যান আটক করেন লঙ্গাই ফরেস্ট বিটের কর্মীরা। কাঠগুলি করিমগঞ্জের উদ্দেশ্য পাচারের পরিকল্পনা ছিল দুষ্কৃতীদের। লঙ্গাই ফরেষ্ট বিট অফিসার নারায়ণ নন্দি এ প্রসঙ্গে জানান, আজ ভোরে সেগুন বোঝাই পাচার হবে খবর পেয়ে সহকর্মী দলবল নিয়ে অভিযান চালান তিনি। এক সময় নির্দিষ্ট পিকআপ ভ্যানের পিছু ধাওয়া করে তাকে আটক করেন। তবে সুযোগ বুঝে পাচারকারী এবং পিকআপ ভ্যানের চালক পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। তিনি জানান, গাড়িতে ৯৬ টুকরো চেরাই সেগুন কাঠ সহ ১৩টি কাঠের কাণ্ড (লগ) পাওয়া পেয়েছেন তাঁরা। উদ্ধারকৃত কাঠ এবং লগের অনুমানিক বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা হবে। কাঠ বোঝাই বলেরো পিকআপ ভ্যানটি লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস চত্বরে রাখা হয়েছে।

৮০ শতাংশ বাজেট কমিয়ে এবার শুধু নিয়ম রক্ষার মাধ্যমেই পুজো করছে সিমলা তরুণ স্পোর্টিং

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি স): চলতি বছর করোনা আবহে হচ্ছে দুর্গা পুজো। সারা বছরের প্রতীক্ষা শেষে দোরগোড়ায় বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। আজ সোমবার তৃতীয়া। জোর কদমে চলছে প্যান্ডেল গুলোতে শেষ মুহূর্তের কাজ। তবে, চলতি বছরের কঠিন পরিস্থিতিতে শুধু নিয়ম রক্ষার মাধ্যমেই পুজো করছে সিমলা তরুণ স্পোর্টিং।
পুজো মানেই উত্তর থেকে দক্ষিণ থিম বনাম সাবেকির লড়াই। যদিও চলতি বছর সেসব গল্প কথা। এরই মাঝে এই বছর ৭৮ তম বর্ষে পা দিল গিরিশ পার্ক লাগোয়া সিমলা তরুণ স্পোর্টিং ক্লাব। বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিতে ৮০ু বাজেট কমিয়ে ফেলেছে সিমলা তরুণ স্পোর্টিং। থিমের লড়াইকে বাক্সবন্দি করে নিয়ম রক্ষার এবার পুজো করছে সিমলা তরুণ স্পোর্টিং। বাজেটে কাটছাঁট হওয়াতে এবার ছিমছাম মণ্ডপে উঠে এসেছে গ্রাম বাংলার হস্তশিল্প। পাটকাঠি, , মাদুর, মুলি বাঁশ দিয়েই তৈরি হয়েছে সিমলা তরুণ স্পোর্টিংর পুজো মন্ডপ।

তৃতীয়ার দিনে চেতলার বৃদ্ধাশ্রমে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি স): ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। শহরজুড়ে মম করছে পুজো পুজো রব। আজ সোমবার তৃতীয়া। আর তৃতীয়ার দিনে চেতলার এক বৃদ্ধাশ্রমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
করোনা আবহে চলতি বছর ইতিমধ্যেই পুজোর আনন্দে মেতেছে শহরবাসী। সকলের পাশাপাশি এবার বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের আনন্দ দিতে এদিন হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী। চেতলার এক বৃদ্ধাশ্রম নবনীড়ে তৃতীয়ার সন্ধ্যায় যান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও তৃণমূল বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন। আবাসিকদের আনন্দ দিতে গান গাওয়া হয়। গান পরিবেশন করেন ইন্দ্রনীল সেন। পাশাপাশি বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের বেশ কিছু উপহারও দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুজোর ভিড় নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশকে সাধুবাদ এসডিএফ-এর

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : আসন্ন দূর্গা পুজায় ভীড় এড়াতে আদালতের রায়কে স্বাগত জানাল সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম (এসডিএফ) এই প্রসঙ্গে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডা:সজল বিশ্বাস বলেন 'ভীড় এড়িয়ে দূর্গা পুজো করার জন্য মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশকে সাধুবাদ জানাই। করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণ চলছে আমাদের দেশ এবং রাজ্যে। এই সময়ে দূর্গোৎসবের মত বড় ধরনের জমায়েত করোনা সংক্রমনকে বহু গুণ বাড়াতে সাহায্য করবে। হাজার হাজার মানুষ এক সাথে আক্রান্ত হলে হাসপাতালে বেড পাবে না। কারন আমাদের দেশ ও রাজ্যে সে রকম স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নেই। তাই আমরা দুসপ্তাহ আগেই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম ভীড় এড়াতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য।
সরকার এবং প্রশাসনেরই উচিৎ ছিল পুজোর ভীড়কে উৎসাহিত না করে জমায়েত বন্ধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। তাদের উচিৎ ছিল সম্প্রতি কেরলের ওনাম উৎসবের পরে যেভাবে সেরাজ্যে করোনা সংক্রমণ দশ গুণেরও বেশি বেড়ে গেছে, তার থেকে শিক্ষা নেওয়া। আমরা দাবি করছি সরকার জনস্বার্থে হাইকোর্টের নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করুক এবং এর বাইরেও সার্বিকভাবে রাস্তা ঘাট, যানবাহন ইত্যাদি সর্বত্রই যাতে জমায়েত হতে না পারে এবং মানুষ যাতে কঠোরভাবে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করুক

স্কুল শিক্ষায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর ওপর গুরুত্ব দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি. স.): পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে স্কুলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স পড়িয়ে নজির গড়বে ভারত বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক।রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা আয়োজিত নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, বিশ্বের ভারতকে শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করার যে স্বপ্ন স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছিলেন তাকে বাস্তবায়িত করবে নতুন শিক্ষানীতি ২০২০।
ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে হওয়া এদিনের আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, পরিসংখ্যানকে বিশ্লেষণ করার এই যুগে পরিসংখ্যান থেকে তথ্য এবং তার থেকে জ্ঞান আরোহন। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। নতুন শিক্ষানীতিতে শেখা এবং শেখানোর রূপরেখা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, জ্ঞান প্রাপ্তি এবং চরিত্র নির্মাণ এর সঙ্গে যান্ত্রিক শিক্ষার মাধ্যমে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) শেখানো হবে। বিদ্যালয় পাঠক্রমে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে অন্তর্ভুক্ত করে ভারত গোটা পৃথিবীতে নজির গড়বে। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এই কাজ করবে ভারত।
শিক্ষামন্ত্রী ভারতের মনীষীদের শিক্ষা চেতনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জানিয়েছেন, আচার্য দেব ভব: এই ধারণা নিয়ে চলতেন স্বামী বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি অরবিন্দ, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য নিজের ধারণা এবং মতামত ব্যক্ত করে গিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন "যে ভারতের তরুণ-তরুণীরা বিদেশি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে দেশজ জ্ঞানকে বিভিন্ন ধারায় শিখবে। সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকেও আরোহন করবে সে। তার এই দর্শনকে সম্মিলিতভাবে নতুন শিক্ষানীতি জ্ঞান, -বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবনের বিভিন্ন শাখাকে শক্তিশালী করে তুলবে।ভারত পুনরায় বিশ্বগুরুতে পরিণত হবে। পুনরায় সেই গৌরব ভারত প্রাপ্ত করবে।

মমতা সরকার বিভেদের রাজনীতি করছে, অভিযোগ জেপি নাড্ডার

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : মমতা সরকার বিভেদের রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ করলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। শিলিগুড়িতে 'সামাজিক সমূহ বৈঠক'-এ তিনি সোমবার বিভিন্ন জনজাতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হন।
জেপি নাড্ডা বলেন, আপনাদের কথা হয়ত বুঝিনি। কিন্তু মনের ভাষা বুঝে নিয়েছি। মনের মিল হয়ে গেলে কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না। আদিবাসী, দলিত, রাজবংশী, গোর্খা,মতুয়া, যাদব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্থানীয় প্রতিনিধিদের সমাবেশে তাঁদের 'ভাই' বলে সম্বোধন করে এই মন্তব্য করেন তিনি।
নাড্ডাজী বলেন, আজ আপনারা অনেকে অনেক কিছু বললেন। অনেকে স্থানীয় ভাষায় বলেছেন। সবটা বুঝলাম না। কিন্তু আপনাদের ইচ্ছেগুলো রূপায়ণের সব রকম চেষ্টা করব। আপনারা লিখিত যে প্রস্তাব দিয়েছেন, সেগুলো দলের কাজে লাগবে। সমাজেরও কাজে লাগবে।
নাড্ডাজী বলেন, আসল কথা হল, নেতৃত্বের মনোভাবটা কীরকম? এই যে আমি শুনছি, বলছি, আপনারা কী ভাবছেন এসব নিয়ে? আমার দল করবে কী করবে না, এ নিয়ে আপনারা কী ভাবছেন? আসল বিষয়টা হচ্ছে দলের মূল নীতি কী? মোদীজীর মন্ত্র হল সবার সঙ্গে, সবার বিকাশ, সবার বিশ্বাস (সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাশ)।
নাড্ডাজী বলেন, এর উল্টো দিকটাও রয়েছে। বিভেদ সৃষ্টি করো। সমাজকে বিভক্ত করো। আলাদা আলাদা করে রাখো। পৃথক পৃথক দাবি তৈরি করো। আর ভোট এলে সব এড়িয়ে যাও। পশ্চিমবঙ্গে মমতা সরকার এভাবেই চলছে। 'ভেদ ডালো' আর 'রাজ করো' এদের এই নীতি।
বিজেপি সভাপতির বক্তব্য, তাই কাকে বিশ্বাস করবেন, বা করবেন না, আমি জানি সেটা আপনারা বুঝে গিয়েছেন। সবাইকে একত্তিত করে চলার ক্ষমতা একমাত্র নরেন্দ্র মোদীজীর আছে। এই কারণে আপনারা বিশ্বাস রাখবেন। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

অসম ভূখণ্ডে মিজো হানা : মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের ইতিবাচক পদক্ষেপকে স্বাগত মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামের

গুয়াহাটি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : প্রতিবেশী দুই রাজ্য অসম-মিজোরাম সীমান্তে উদ্ভূত অস্থির পরিস্থিতি প্রশমনে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল যে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছেন তাকে স্বাগত জানিয়েছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা। সোমবার টুইট করে জোরামথাঙ্গা বলেছেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে বিদ্যমান সৌভ্রাত্ববোধ এবং সুসম্পর্ক আরও বেশি দৃঢ় হবে।
প্রসঙ্গত, সোমবার কাছাড় এবং করিমগঞ্জের মিজোরাম সীমান্তে সংঘাতজনিত পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এক প্রেসবার্তায় এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, আজ বিকেলে মিজোরাম সীমান্তের সর্বশেষ পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সব শুনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত যাবতীয় সহায়তা করতে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। এর প্রায় তিনঘণ্টা আগে এক টুইটে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, আজ সকালের দিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও কাছাড় এবং করিমগঞ্জের অসম-মিজোরাম সীমান্তের সর্বশেষ পরিস্থিতির খোঁজ নিয়ে সবধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

চিৎপুর কাণ্ডে গ্রেফতার তিনজন

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি স): রবিবার চিৎপুর আবাসনে রহস্য মৃত্যু হয় এক দুস্কৃতির। পুলিশকে দেখে আবাসন থেকে মরণঝাঁপ দুষ্কৃতীর। ঘটনার দিন ওই দুষ্কৃতী ছাড়া আবাসনে ছিল আরো তিন জন। রবিবার জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে সোমবার ওই তিনজনকে গ্রেফতার পুলিশের। পুলিশ সূত্রে খবর, যে দুষ্কৃতী মৃত্যু হয়েছে তার নাম আব্দুল হোসেন। হুগলির কুখ্যাত দুষ্কৃতী সে।মৃতের বিরুদ্ধে রয়েছে খুন, তোলাবাজির মতো অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার চিৎপুরে ওই আবাসনের ওই দুষ্কৃতী ছাড়াও আরও তিনজন ছিল। ওইদিন ওই আবাসনের দেদার মদ্যপান। আনা হয়েছিল সোনাগাছির যৌনপল্লি দুই তরুণীকে। মদ্যপানের পর গভীর রাতে শুরু হয় ঝামেলা। হয় ভাঙচুর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় চিৎপুর থানার পুলিশ। পুলিশকে দেখে ওই দুষ্কৃতী আবদুল হোসেন চারতলার ফ্ল্যাট থেকে লাফ দেয় সে। উপর থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তার। এরপরই ঘটনা তদন্তে নামে পুলিশ। আর তারপরেই ওই তিন অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদদ শুরু করে পুলিশ।

সাংবিধানিক পদের মর্যাদা বজায় রাখাটা জরুরী : শরদ পাওয়ার

মুম্বই, ১৯ অক্টোবর (হি. স.): এনসিপি সুপ্রিমো তথা বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শরদ পাওয়ার জানিয়েছেন, সাংবিধানিক পদের মর্যাদা বজায় রাখা একান্তভাবেই জরুরী। রাজ্যের ওসনামাবাদ জেলায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানিয়েছেন তিনি। সোমবার শরদ পাওয়ার জানিয়েছেন, ১৯৫৭ সাল থেকে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়ে আসছে। নিজের সুদীর্ঘ ৫০ বছরের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন ওই সময়ের মধ্যে বহু রাজ্যপালের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। প্রত্যেক রাজ্যপালই সাংবিধানিক পদ অক্ষুণ্ন রেখে কাজ করে গিয়েছে। কিন্তু ভগৎ সিং কোশিয়ারি যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন তাতে করে এই সাংবিধানিক পদের গরিমা আহত হয়েছে। রাজ্যপালের চিঠির বয়ান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। রাজ্যপালের এই চিঠিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভুল এবং অনাবশ্যক হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এরপরেও রাজ্যপাল নিজের পদে থেকে গিয়েছেন। ভগৎ সিং কোশিয়ারির যদি একটুও আত্মমর্যাদাবোধ থাকে তবে তিনি নিজেই পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন।কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া। কিন্তু কোনো পদক্ষেপ না নিলেও জনতা গোটা বিষয়টি দেখেছে।

পুজো নিয়ে আদালতের রায়ে সন্তোষ কংগ্রেসের

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : পুজো নিয়ে সোমবার আদালত যে রায় দিয়ে, তাতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক রোহন মিত্র।

তাঁর কথায়, ''আসন্ন শারদোৎসবে আমাদের রাজ্যের পূজা প্যান্ডেলগুলিতে দর্শনার্থীদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট আজ যে ঐতিহাসিক রায় দান করেছেন, তাকে আমি সর্বান্তকরণে স্বাগত জানাই।

দুর্গোৎসব আমাদের চিরকালের ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি, যা বিলীন হবার নয় ; কিন্তু মানব সভ্যতার স্বার্থে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে এই অতিমারীকে আজ আমাদের বিলুপ্ত করতেই হবে।

এই ব্যাপারে আগে থেকেই ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসা কোলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার পূজা কমিটিকেও আমি তাঁদের সময়োচিত সিদ্ধান্তের জন্য এই উপলক্ষে অভিনন্দন ও কুর্নিশ জানাই।''

উল্লেখ্য, পুজোর ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি না করে রাজ্যের সমস্ত মণ্ডপে দর্শনার্থী থেকে পাড়ার বাসিন্দাদের এবছরের মতো ঢোকা নিষিদ্ধ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন হাইকোর্ট জানিয়েছে, রাজ্যের ছোটো-বড় সমস্ত পুজো প্যান্ডেলই নো এন্টি থাকবে। বাফার জোন ও ব্যারিকেড থাকবে প্যান্ডেল এরিয়ায়।

চিৎপুর কাণ্ডে গ্রেফতার তিনজন

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি স): রবিবার চিৎপুর আবাসনে রহস্য মৃত্যু হয় এক দুস্কৃতির। পুলিশকে দেখে আবাসন থেকে মরণঝাঁপ দুষ্কৃতীর। ঘটনার দিন ওই দুষ্কৃতী ছাড়া আবাসনে ছিল আরো তিন জন। রবিবার জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে সোমবার ওই তিনজনকে গ্রেফতার পুলিশের।

পুলিশ সূত্রে খবর, যে দুষ্কৃতী মৃত্যু হয়েছে তার নাম আব্দুল হোসেন। হুগলির কুখ্যাত দুষ্কৃতী সে।মৃতের বিরুদ্ধে রয়েছে খুন, তোলাবাজির মতো অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার চিৎপুরে ওই আবাসনের ওই দুষ্কৃতী ছাড়াও আরও তিনজন ছিল। ওইদিন ওই আবাসনের দেদার মদ্যপান। আনা হয়েছিল সোনাগাছির যৌনপল্লি দুই তরুণীকে। মদ্যপানের পর গভীর রাতে শুরু হয় ঝামেলা। হয় ভাঙচুর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় চিৎপুর থানার পুলিশ। পুলিশকে দেখে ওই দুষ্কৃতী আবদুল হোসেন চারতলার ফ্ল্যাট থেকে লাফ দেয় সে। উপর থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তার। এরপরই ঘটনা তদন্তে নামে পুলিশ। আর তারপরেই ওই তিন অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। আর তারপরেই এদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর চিৎপুর-কাণ্ডে গ্রেফতার কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল-সহ ৩।

প্রকাশিত হল 'জবাব দিন জনতাকে''

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে ''জবাব দিন জনতাকে'' শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের কাছে বিধানসভায় বাম পরিষদীয় দল এবং বাম - কংগ্রেস পরিষদীয় দলের পেশ করা চিঠিগুলির সংকলন নিয়ে এই বই মানুষের লড়াই চলবেই।। উদ্বোধিত হল সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র এবং বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান।

পরে সুজনবাবু জানান, ''দাবি, প্রস্তাব এবং আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বামপন্থীরা।। সরকারের কাছে বিধানসভার বাম পরিষদীয় দলের এবং যৌথভাবে দেওয়া চিঠির সংকলন, এনবিএ''র প্রকাশনায়। 'জবাব দিন জনতাকে''।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

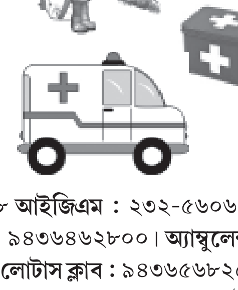

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুজো নিয়ে আদালতের রায়ে সন্তোষ কংগ্রেসের

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : পুজো নিয়ে সোমবার আদালত যে রায় দিয়ে, তাতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক রোহন মিত্র।

তাঁর কথায়, ''আসন্ন শারদোৎসবে আমাদের রাজ্যের পূজা প্যান্ডেলগুলিতে দর্শনার্থীদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট আজ যে ঐতিহাসিক রায় দান করেছেন, তাকে আমি সর্বান্তকরণে স্বাগত জানাই।

দুর্গোৎসব আমাদের চিরকালের ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি, যা বিলীন হবার নয় ; কিন্তু মানব সভ্যতার স্বার্থে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে এই অতিমারীকে আজ আমাদের বিলুপ্ত করতেই হবে।

এই ব্যাপারে আগে থেকেই ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসা কোলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার পূজা কমিটিকেও আমি তাঁদের সময়োচিত সিদ্ধান্তের জন্য এই উপলক্ষে অভিনন্দন ও কুর্নিশ জানাই।''

উল্লেখ্য, পুজোর ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি না করে রাজ্যের সমস্ত মণ্ডপে দর্শনার্থী থেকে পাড়ার বাসিন্দাদের এবছরের মতো ঢোকা নিষিদ্ধ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন হাইকোর্ট জানিয়েছে, রাজ্যের ছোটো-বড় সমস্ত পুজো প্যান্ডেলই নো এন্টি থাকবে। বাফার জোন ও ব্যারিকেড থাকবে প্যান্ডেল এরিয়ায়।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের ইঙ্গিতে শাহকে তোপ অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাম্প্রতিক মন্তব্যে তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার অভিষেক টুইটে লেখেন, এটা সত্যি খুব আশ্চর্যের, অমিত শাহ বোমা তৈরির কারখানার হদিশ পেলেন। কিন্তু যখন পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর তথ্যের দরকার হল, তাঁর বিজেপি সরকার দিশাহীন হয়ে পড়ল। আপনার কত সাহস আমাদের সামাজিক সমতা নষ্ট করতে রাষ্ট্রপতির শাসন জারির হুমকি দিচ্ছেন বাংলার মানুষকে। বিচ্ছিরি রাজনৈতিক প্রচার!

পূর্বাভাস

● **প্রথম পাতার পর**

আবহাওয়া দফতর।

স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যাচ্ছে, দুর্গোৎসবের আনন্দে ছন্দপতন হবে। এমনিতেই করোনার কাঁটায় মানুষ আতঙ্কিত। ফলে করোনা ও প্রকৃতির দ্বিফলায় উৎসবের আনন্দে ভাটা পড়বে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

স্বজনরা

● **প্রথম পাতার পর**

২৪ ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পুলিশ নিখোঁজ যুবকের কোনো সন্ধান পায়নি। ফলে এলাকার জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে।নরেন্দ্র নগরের বাজারের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ রেখে নিখোঁজ নরেন্দ্র সিনহা কে খুজে বের করার জন্য তৎপরতা শুরু করেন। তারা বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেছেন।কিন্তু রাতের সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত নিখোঁজ নরেন্দ্র সিনহা র হদিস পাওয়া যায়নি। ফলে এলাকার জনমনে সন্দেহ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। অবিলম্বে নিখোঁজ যুবকের উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মোর্চা

● **প্রথম পাতার পর**

সরকার সহানুভূতিশীল। রাজ্যে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এডিসি নিয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটি উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিদর্শন করেছে। এবং এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে সাক্ষাৎ করা হবে। ১২৫ তম সংবিধান সংশোধনী নিয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৮ হাজার ৩৮৯ কোটি টাকা টি টি এ ডি সি -র অর্থ, শিক্ষা, সামাজিক, সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য প্যাকেজের আবেদন করা হয়েছে। যার জন্য রাজ্য সরকারকে জনজাতির মোর্চার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয় এদিন। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মাধ্যমে ভিলেজ কমিশন গুলিতে সরাসরি অর্থ প্রদান শুরু হয়েছে। প্রতিটি ভিলেজ কমিশনকে গত জুলাই মাস থেকে ১৫ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে। আর এই অর্থ প্রদান করা হচ্ছে ২ থেকে ৩ কিস্তিতে। পাশাপাশি এডিসি মহকুমার গুলি কাউন্সেলিং করে শহর গড়ে তোলা ব্যবস্থা সম্পর্কে বৈঠকে আলোচনা হয় এদিন। বর্তমান সরকার সঠিক ব্যবস্থা নিচ্ছে এডিসি এলাকা উন্নয়নের স্বার্থে। অর্থাৎ সরকার পাহাড় উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে।

ফলে পাহাড়ের মানুষ আসন্ন এডিসি নির্বাচনে বিজেপি-কে জয় করতে জনজাতি মোর্চাতে এগিয়ে আসছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন শ্রী ত্রিপুরা। তবে এদিন তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট ভাবে বলেন আসন্ন এডিসি নির্বাচনে বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। রাজ্য নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত হবে তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে জানান তিনি। এইদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরা এডিসি এলাকার উন্নয়নে এবং জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার কি কি কাজ করছে তা তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন এডিসি এলাকার বাইরে নগর পঞ্চায়েত , পুর পরিষদ, পুর নিগম রয়েছে। কিন্তু এডিসি এলাকায় এমনটা নেই। পূর্বতন সরকারের সময়ে এই বিষয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করা হয়নি। জনজাতি মোর্চার আগামি দিনে এই বিষয়েও দাবি জানাবে। এই নিয়ে আলোচনা চলছে। এছাড়াও তিনি জানান আসন্ন এডিসি নির্বাচনে জনজাতিরা বিজেপি-কে ভোট দেবে উন্নয়নের নিরিখে।

পোস্টারিং

● **প্রথম পাতার পর**

এরই মধ্যে রবিবার রাতে কে বা কাহারা বিজেপির দক্ষিন জেলার সভাপতি তথা শঙ্কর রায়কে হুশিয়ারী দিয়ে জোলাইবাড়ী বাজারের বিভিন্ন জায়গায় পোষ্টার লাগায়। তার পাশাপাশি জোলাইবাড়ী বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সামনে পোষ্টার লাগিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সোমবার সকালে বিষয়টি বিজেপি দলের কর্মী সহ সাধারন মানুষের নজরে আসে। তারপর থেকে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যেতে থাকে। যে কোন সময় যে কোন ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে জোলাইবাড়িতে। বিধায়ক শঙ্কর রায়কে হুশিয়ারি দিয়ে পোষ্টার লাগানোর বিষয়ে বিজেপি দলের কেউই মুখ খুলতে নারাজ। এখন দেখার দলের পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সূচনা

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে আনুমানিক ১৪ লক্ষ ১৮ হাজার টাকায় এই ইন্টারসেপ্টর ভেহিকলগুলো কেনা হয়েছে। পরিকল্পনা ও অর্থ মন্ত্রালয়ের বরাদ্দ অর্থে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্মার্ট ট্রাফিক কন্টোল ডিভাইসগুলো কেনা হয়েছে। দুটি গাড়ি কেনার জন্য আনুমানিক ব্যয় হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা।

পুজোর কেনাকাটা

তিনের পাতার পর

শহরবাসী। কারুর মুখে মাস্ক আছে তো বেশিরভাগ মানুষের মুখে নেই মাস্ক। আবার কারোর গলায় তো আবার কারুর কানে ঝুলছে মাস্ক। তবে শহরবাসীকে সচেতন করতে ক্রমাগত মাস্ক পড়ার জন্য, দূরত্ব বজায় রাখার জন্য মাইকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। কেউ যদি মাস্ক না নিয়ে আসে তাহলে তাকে মাস্কও দেওয়া হচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফে।

আগ্রাসী মিজোরাম

● **প্রথম পাতার পর**

অভয় দিয়েছেন। শান্তি ফেরাতে সরকার উপযুক্ত যাবতীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে আশ্বস্ত করেছেন এডিজিপি। এছাড়া মিজোরামের কলাশিব জেলার পুলিশ সুপার সহ প্রশাসনিক কর্তাদের সাথে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ আলোচনা করেন তিনি। দফায় দফায় আলোচনা পর্বের পর এডিজিপি মুকেশ আগরওয়ালা সংবাদ মাধ্যমকে জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সীমান্তের উভয় পাশে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের যথেষ্ট পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। কলাশিবের পুলিশ সুপার অসমের এডিজিপি মুকেশ আগরওয়ালাকে আশ্বস্ত করেছেন, মিজোরামগামী অসমের ট্রাকগুলোর কোনও সমস্যা হবে না। মিজোরাম প্রশাসন তাদের এসকর্ট প্রদান করে সুরক্ষা দেবে বলে জানান মুকেশ আগরওয়ালা। তবে আন্তঃরাজ্যের সীমান্ত সমস্যার বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। আগওয়ালা কেবল বলেন, সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ম্যাপ অনুসারে সরকার উচ্চস্তরে আলোচনা করছে। এতে সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। মুকেশ আগরওয়ালার সঙ্গে ছিলেন কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি, ডিআইজি দীলিপ কুমার দে, পুলিশ সুপার বানোয়ারিলাল মিনা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস, ধলাই থানার ওসি ইন্সপেক্টর সাহাব উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ প্রমুখ।

এদিকে স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে সর্বাবস্থায় এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্ত সমস্যার আশু সমাধানে বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে উভয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে একদিকে আলোচনা চলছে, অন্যদিকে মিজো পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে অসমের কাছাড় জেলার লায়লাপুর-ভাইরেংটি-টিকলি ও খুলিছড়ার চার কিলোমিটার ব্যাপী অঞ্চলে মিজো আইআর ব্যাটালিয়ন ও মিজো উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন ডিআইএমএ-র দখলে রয়েছে। ওই এলাকায় সশস্ত্র মিজো দুর্বৃত্তরা যুদ্ধংদেহী অবস্থান নিয়েছে। হাওয়াইথাং বনাঞ্চলের টিকলিতে আরও দুটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিয়েছে মিজো দুর্বৃত্তরা। মিজোরামগামী অসংখ্য ট্রাক রাস্তায় আটকে রয়েছে। কিছু সংখ্যক ট্রাকেও আগুন লাগানো হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। সরাসরি দা লাঠি দিয়ে মারপিটের ঘটনায় বহুজন গুরুতর জখম হয়েছেন। শনিবার রাতে বেশ কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এছাড়া রবিবার কয়েকটি সুপারি বাগানে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়েছে। ফলে কাছাড়ের বহু সংখ্যক মানুষ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

মিজো আগ্রাসনের ঘটনা প্রথম নয়। অসমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের আন্তঃরাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বিগত দিনেও একইভাবে ভূমি জবরদখলে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল মিজো দুর্বৃত্তরা। করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি বিধানসভার সিংলা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে মিজোদের আগ্রাসন অব্যাহত রয়েছে। একইভাবে করিমগঞ্জের পাথারকান্দির মেদলিছড়া সীমান্তে ভূমি জবরদখলের অভিসন্ধিতে মিজো দুষ্কৃতীরা অসমের ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করে ঘরবাড়ি তৈরি করেছে। খবর পেয়ে করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবমুথান এমপি, ডিআইজি দিলীপ কুমার দে, পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার, ডিএফও জালনুর আলিরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মিজো দুর্বৃত্তদের তৈরি ঘরবাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। তার পরও মিজো দুর্বৃত্তরা বিভিন্নভাবে করিমগঞ্জের সীমান্তে অশান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চলেছে। জেসিবি এস্কেভেটর দিয়ে মিজো দুর্বৃত্তরা উদ্যত মনোভাব নিয়ে অসমের ভূমি জবরদখলের প্রয়াস জারি রেখেছে। অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা করে অসম সীমান্তের কিছু অংশে মিজোরামের কলাশিব জেলা প্রশাসন সান্ধ্য আইন জারি করেছে। একইভাবে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনও ১৪৪ ধারা জারি করেছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

হাইকোর্ট

● **প্রথম পাতার পর**

মামলার প্রথম পর্যায়ের শুনানির পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট জানিয়েছিল, পুজোর সঙ্গে বাঙালির আবেগ জড়িত। তাই মণ্ডপে দর্শনার্থীদের প্রবেশাধিকার থাকলে সেখানে উৎসবপ্রেমীরা সমবেত হবেনই। এছাড়া ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এবং প্রচারিত ছবি দেখেই ভিড় কতটা হতে পারে, সে সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের তরফে পুজোয় ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য ৩০ হাজার পুলিশের কথা বলা হয়। তবে তা ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে আদালত আরও জানিয়েছিল, সেক্ষেত্রে পুজো মণ্ডপগুলিকে কনটেনমেন্ট জোন করে দেওয়া হোক। এছাড়াও মণ্ডপে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হোক। মণ্ডপগুলিতে শুধুমাত্র পুজো উদ্যোক্তাদের ঢোকার বন্দোবস্ত থাক। তবে সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কাছে সংশ্লিষ্ট ক্লাব কর্তৃপক্ষকে তাঁদের সদস্যদের তালিকা জমা দিতে হবে।

পরে রায়ে বলা হয়, পুজোস্থলে প্রবেশ নিষেধ। ফলক লাগিয়ে ব্যারিকেড করতে হবে। রাজ্যে কোনও মণ্ডপেই দর্শক ঢুকতে পারবেন না। রাজ্যের যে ৩৪ হাজার পুজো কমিটি অনুদান নিয়েছে এই নিয়ম সকলের জন্য প্রযোজ্য। একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। তাতে কমিটির যাঁদের নাম থাকবে, তাঁরা ছাড়া বাইরের কেউ আসবেন না মন্ডপের ভিতর। কমিটির মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য মণ্ডপে ঢুকতে পারবেন। ওই তালিকা পরিবর্তন করা চলবে না।

হাইকোর্ট বলেছে,'পুলিশের গাইডলাইনে সদিচ্ছা আছে, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না। বাজারে যা ভিড়, পুজোর তার ৫দিন পুনরাবৃত্তি হতে দেওয়া যায় না।ভার্চুয়ালে পুজোর কভারেজ করা যেতে পারে। ৬ মাস স্কুলে যায়নি পড়ুয়ারা, পুজোকে কীভাবে অনুমতি? যেখানে ছাত্ররা শৃঙ্খলাপরায়ণ, সেখানে কীভাবে পুজোর অনুমতি? বড় প্যান্ডেলে সবাইকে নো এন্টি বাফার জোন করতে হবে।''

করোনা পরিস্থিতিতে বহু মানুষ হারিয়েছেন প্রাণ। এই অবস্থায় পুজো হোক কিন্তু উৎসব নয় এই দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন বিদ্যুৎ দফতরের প্রাক্তন কর্মী অজয়কুমার দে। হাওড়ার বাসিন্দা ওই ব্যক্তির মামলারই শুনানি চলছিল দিনকয়েক ধরেই। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব এবং মুখ্যসচিবকে ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্লু প্রিন্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে সোমবার রাজ্যের তরফে কোনও ব্লু প্রিন্ট জমা দেওয়া হয়নি।আদালত বলেছিল কলকাতা পুলিশ ও সরকারের তরফে হলফনামা দিয়ে বলতে হবে সতর্কতাবিধি তারা মানতে পারবে কিনা। এমনকি রাস্তায় ভিড় নিয়ন্ত্রণে সচেতনতার প্রচার করতে হবে প্রশাসনকে।সতর্কতাবিধির রূপায়ণ ঠিক কীভাবে হবে, সরকারের তরফে তার ঠিকমত পরিকল্পনায় উষ্মা প্রকাশ করে আদালত। এই নির্দেশ রাজ্যের সব পুজোর জন্য প্রযোজ্য। কতটা মানা হল, লক্ষ্মীপুজোর পর জানাবেন ডিজিপি, সিপি। ৫ নভেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে হলফনামা।''

হাতে আর সময় নেই। পুজো একেবারে দোড়গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। কারণ আজ সোমবার তৃতীয়া। চলতি বছর করোনা আবহে হচ্ছে পুজো কিন্তু এই বছর বর্তমানের পরিস্থিতিতে প্রতিটি মণ্ডপ হোক দর্শকশূন্য এমনটাই চাইছে হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারকে এদিন এর আগে বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন, ''২-৩ লক্ষ মানুষকে সামলাতে ৩০ হাজার পুলিশ নিয়োগ করা হচ্ছে? আপনাদের আরও সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল। সরকারি গাইডলাইনে সদিচ্ছা আছে কিন্তু তার বাস্তবায়ন নেই। প্রয়োজন মনে করলে প্রতিটি পুজো মণ্ডপের এলাকাকে কনটেনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে একসঙ্গে ২০ জন প্রবেশ করতে পারবে''। বিচারপতির পুলিশ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে রাজ্যের তরফে বলা হয়, আরও পুলিশ বাড়ানো হবে।বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে আদালতের রায়কে স্বাগত জানানো হয়েছে।

চাকুরিচ্যুত

● **প্রথম পাতার পর**

দুমাসের মধ্যে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আশ্বাসবাণী শুনিয়েছে।কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের চাকুরীতে নিযুক্ত করা হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কেননা এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকার এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি। এ ধরনের পরিস্থিতি চলতে থাকলে পচা গ্রস্থ হয়ে এবং অভাব-অনটনের কারণে আরও প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে।

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ অক্টোবর।। বিশালগড় মহকুমার চড়িলাম বাজারে আজ খুচরো মৎস্য বিপনন কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা এই মৎস্য বিপনন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্যমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। মৎস্য বিপনন কেন্দ্রের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। এজন্য মৎস্যচাষিদের বি'ানসম্মতভাবে মাছচাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে মৎস্যচাষ একটি অগ্রণী ক্ষেত্র। মৎস্যচাষের মাধ্যমে দ্রত স্বনির্ভর হওয়া যায়। তিনি এই মৎস্য বিপনন কেন্দ্রটির সঠিক ব্যবহার এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বাজার কমিটির প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, এই মৎস্য বিপনন কেন্দ্রটি মৎস্য দপ্তরের আর আই ডি এফ প্রকল্পে নির্মাণ করা হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, চড়িলাম ব্লকে মৎস্যচাষের জন্য ৩ হাজারের উপর জলাশয় রয়েছে। এসমস্ত জলাশয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ করলে মাছের উৎপাদন দ্রত বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, মৎস্যচাষিদের স্বনির্ভর করে তুলতে বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশালগড় মহকুমা মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক শ্যামল রায়। সভাপতিত্ব করেন চড়িলাম প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাখি কর দাস। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম প'ায়েত সমিতির ক'ষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাজেশ দাস, সমাজসেবী বিজেন্দ্র দত্ত মজমদার, সমাজসেবী রাজকুমার দেবনাথ, সমাজসেবী র'তি দাস ও মৎস্য দপ্তরের উপঅধিকর্তা ক্ষিতীশ দেববর্মা।

আহ্বান মন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

করে নেওয়া হয়। কিন্তু ৫০ শতাংশ যাত্রী পরিবহনের ফলে বর্তমানে সেই বাস গাড়ির আমদানি হচ্ছে ৪ হাজার টাকা। কিন্তু আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত গাড়িটি আসা যাওয়ার খরচ আগের তুলনায় হ্রাস পায়নি। বরং তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খরচ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। দপ্তর এই বিষয়টি চিন্তা ভাবনা করে বাস পরিষেবার ক্ষেত্রে আগের ভাড়া ঠিক রেখে ৫০ শতাংশ যাত্রী পরিবহনের বিষয়ে নির্দেশ দেয়। এই ক্ষেত্রে বাস মালিকরা লাভের পরিবর্তে লোকসানের শিকার হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে করে বাস মালিকরা পরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে অতি কষ্টে গাড়ি চালাচ্ছে। বাস চালক কিংবা মালিক কেউই এতে লাভবান নয়। তাই বাস মালিকরা সরকারি নির্দেশ মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রশ্নে ৫০ শতাংশ যাত্রী পরিবহন করছে ঠিক, ভাড়া দ্বিগুণ করে যাত্রীদের কাছ থেকে নেয়। যদিও দপ্তর ভাড়া দ্বিগুণ নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। এতে করে ক্রমশ সমস্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

সম্প্রতি সাব্রুম-আগরতলা সড়কে এই সমস্যা প্রকট হয়ে দাড়ায়। বাস মালিকরা যখন যাত্রীদের কাছ থেকে দ্বিগুণ ভাড়া নেয়, তখন মনুবাজারে এক বাস চালককে হেনস্থা করা হয়। এতে করে অপমানে ঐ বাস চালক আত্মহত্যা করে। তার পরই সমস্যা আরও বেড়ে যায়। একদিকে ৫০ শতাংশের বেশি যাত্রী পরিবহনের দায়ে প্রশাসন থেকে বাস চালকদের জরিমানা করা হচ্ছে, অন্যদিকে ৫০ শতাংশ যাত্রী পরিবহনের পর দ্বিগুণ ভাড়া নেওয়ার জন্য বাস চালক ও সহ চালক জায়গায় জায়গায় হেনস্থার শিকার হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে রবিবার থেকে নাগেরজলা স্ট্যান্ডে বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। রবিবারের পর সোমবার রাধানগর ও চন্দ্রপুর আইএসবিটি স্ট্যান্ডেও বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাস চালক ও মালিকরা। এইদিন নাগেরজলা, চন্দ্রপুর আইএসবিটি ও রাধানগর স্ট্যান্ডে ঠাই দাড়িয়ে থাকে বাস গুলি। বাস মালিক ও চালকদের দাবি সমস্যার সমাধান না হলে তারা বাস পরিষেবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখবে।এইদিকে বাস পরিষেবা বন্ধ থাকার ফলে সাধারন যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে পৌছায়। প্রায় প্রতিটি স্ট্যান্ডে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাড়িয়ে থাকতে হয় যাত্রীদের। সঠিক সময়ে যাত্রীরা তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছাতে ব্যর্থ হয়। সরকারি কর্মচারীরা সঠিক সময়ে অফিস পৌছাতে পারছে না। আর এই সুযোগে ছোট যান বাহন গুলি যাত্রীদের পকেট কাটছে। দেখা যাচ্ছে ১০০ টাকার পরিবর্তে যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হচ্ছে ২০০ টাকা, ৪০ টাকার জায়গায় ৮০ টাকা ভাড়া নেওয়া হচ্ছে।

অথচ এই ক্ষেত্রেও নেই কোন সরকারি নির্দেশ। একাংশ ছোট গাড়ি সামাজিক দূরত্ব মানছে না। সিটের অতিরিক্ত যাত্রী তুলছে। যাত্রীরাই জানায় তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। ছোট যান বাহন চালকরা স্বীকার করে তারা অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছে। তবে কেন অতিরিক্ত ভাড়া এই নিয়ে স্পষ্ট কোন উত্তর দিতে পারেনি ছোট যান চালকরা।তবে সময়োপযোগী সাময়িক একটা সিদ্ধান্ত সকল সমস্যার সমাধান সুত্র বের করে দিতে পারে। পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি। তাই বাস গুলি ৫০ শতাংশ যাত্রী পরিবহন করবে। এই ক্ষেত্রে সরকার ও বাস মালিক পক্ষ আলোচনায় বসে সমাধান সুত্র বের করতে পারে। প্রতিষেধক না আসা পর্যন্ত করোনার প্রকোপ থাকবে। কিন্তু মানুষের জীবনের কাছে টাকা কিছু নয়। সেই বিবেচনা করে, যাত্রী ভাড়া সাময়িক সময়ের জন্য বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে সরকার কিংবা পরিবহন দপ্তর কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। সাধারণত দেখা যায় যে কোন বাস গাড়ির সিট কেপাসিটি থাকে ৪০ থাকলে, সেখানে আরও ৫ থেকে ৬ টি সিট বৃদ্ধি করা হয়।

বিশেষ করে চালকের পাশে অর্থাৎ কেভিনে ৪ থেকে ৫ জনের সিট তৈরি করা হয়। দপ্তর নির্দেশ দিতে পারে এই ধরনের সিটে কোন যাত্রী পরিবহন করা যাবে না। ৫০ শতাংশ যাত্রী পরিবহন করলে তবেই দ্বিগুণ ভাড়া নেওয়া যাবে, তাও সাময়িক কালের জন্য। কাগজপত্র অনুযায়ী একটি গাড়িতে ৪০ টি সিট থাকলে ২০ জন যাত্রী পরিবহন করা যাবে। এই ক্ষেত্রে দ্বিগুণ ভাড়া নেওয়া যাবে, তবে এক জন যাত্রীও যদি বেশি নেওয়া হয় , আইনত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। বাস গাড়ির মালিক পক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে সাময়িক কালের জন্য এই সিদ্ধান্ত গুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে যাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়টি যেমন সুদৃঢ় হবে, তেমনি মালিক পক্ষেরও লোকসান হবে না। তবে মালিক পক্ষের তেমন একটা লাভও হবে না। পরিস্থিতি আর রাজ্যবাসীর কথা চিন্তা করে বাস মালিকদেরও এই ক্ষেত্রে কিছুতা সহযোগিতা করতে হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে সাময়িক কালের জন্য গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিতে পারে দপ্তর। এখন দেখার পরিবহন দপ্তর কিংবা রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে, পুজোর প্রাক মুহূর্তে পরিবহন সমস্যার সমাধানে।

চাঞ্চল্য

● **প্রথম পাতার পর**

শর্মার ছয় মাসের সন্তানও রয়েছে। রাকেশ মাঝে মাঝে ভগ্নিপতির গাড়ি চালাতো এবং মাঝে মাঝে বাড়িতে একটি ছোট দোকান চালাতো। বাবা মিষ্টির দোকান এবং ইট ভাটায় লাকড়ির যোগান দিতো।

এ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে উদয়পুর মহাকুমার পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ, রাধা কিশোর পুর থানার ওসি রাজিব দেবনাথ সহ পুলিশ কর্মীরা।

শেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত মিহির দাস, বাপন দাস, বিমল দাসকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং মৃনাল দাস এখনো পলাতক। বিকেলে রাকেশের মৃতদেহ বাড়িতেনিয়ে আসলে এলাকার মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং এলাকার ৭নং কলোনি শ্মশানে রাকেশের সৎকার করা হয়। সমস্ত এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মেঘনাথ দাস, ওনার ছেলে সহ মিহির দাস, বাপন দাস, বিমল দাস ও মৃনাল দাস সিপিএমের সমর্থক বলে পরিচিত। রাকেশের পরিবার বিজেপি সমর্থিত বলে শোনা যায়। এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ থাকলেও বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আর কে পুর থানার একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার নং ১৪৭/২০। মামলা হয়েছে আইপিসির ৩০২, ৩২৩ এবং ৩৪ ধারায়।

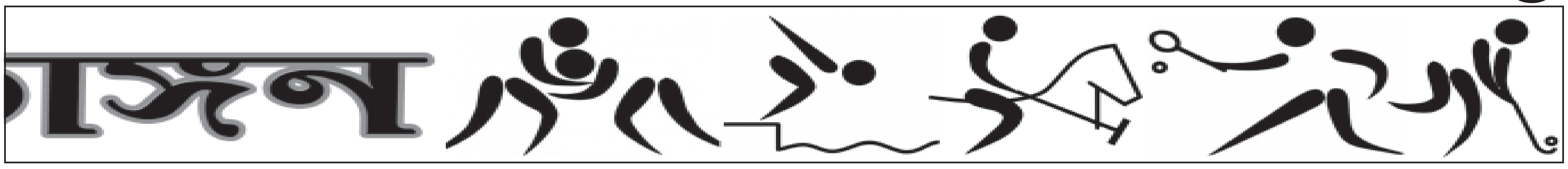

ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকদের জন্য রান্না করলেন শেবাগ

কাজের আশায় শহরে আসা। কিন্তু করোনাভাইরাসের জন্য কাজ বন্ধ। কাজ না থাকায় জীবন চালাতে গিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছিল সঞ্চয়। ফলে শহর ছাড়তে শুরু করেন ভ্রাম্যমাণ সেই শ্রমিকেরা। নানা দুর্দশার সঙ্গে খাবারের অভাব তো রয়েছেই এই অভিবাসী বা ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকদের। তাঁদের জন্য নিজ হাতে রান্না করে খাবার তুলে দিয়েছেন বীরেন্দর শেবাগ। ইনস্টাগ্রামে খাবার প্যাকেটজাত করার একটি ছবিও পোস্ট করেছেন সাবেক ভারতীয় ওপেনার।

খেলোয়াড়ি জীবনে শেবাগ ক্রিজে থাকা মানেই ছিল রানের চাকা সচল থাকা। সংকটের সময়ে শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন তিনি। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ছবি সঙ্গে লিখেছেন, ”নিজের বাড়িতে রান্না করা ও

প্যাকেট করা খাবার অভিবাসী শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়ার তৃপ্তি। আপনি চাইলে ১০০ জনের হাতে আপনিও তুলে দিতে পারেন।” শেবাগের এই কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁর এক সময়ের জাতীয় দলের সতীর্থ হরভজন সিং।করোনা সংকটের মাঝে এবারই প্রথম অসহায়দের মাঝে খাবার বিতরণ করলেও এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব মানাসহ বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন শেবাগ। ১৯৯৯ সালে ওয়ানডে দিয়ে ভারতের জার্সিতে অভিষেক হয় তাঁর। ২৫১ ম্যাচ খেলে রান করেছেন ৮২৭৩। ১০৪ টেস্ট খেলে ১৮০ ইনিংসে রান ৮৫৮৬।

টাকার জন্য আমি আর আমির টেস্ট ছাড়িনি: ওয়াহাব

গত বিশ্বকাপের পরই টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানান পাকিস্তানি ফাস্ট বোলার ওয়াহাব রিয়াজ। তখন তাঁর বয়স ৩৩। ২৭ বছর বয়সী আরেক ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ আমিরও টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানান। অসময়ে টেস্টকে বিদায় জানানোর কারণে কড়া সমালোচনা শুনতে হয় এই দুই ফাস্ট বোলারকে। সাবেক পাকিস্তানি দুই ফাস্ট বোলার ওয়াসিম আকরাম, শোয়েব আখতাররা সরাসরি বলেছেন, টি-টোয়েন্টি লিগ থেকে টাকা আয়ের জন্য টেস্ট ছেড়েছেন আমির-ওয়াহাব। কিন্তু সেটি এখন অস্বীকার করছেন ওয়াহাব।

সম্প্রতি পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে সাবেক ক্রিকেটারদের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন ওয়াহাব, ”একটা বাজে কথা ছড়ানো হয়েছে যে, আমি আর আমির টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে এসেছি বিভিন্ন লিগ খেলে অর্থ উপার্জনের জন্য।

আমরা অর্থের জন্য এমনটা করিনি। আমরা সব সময় পাকিস্তানকে প্রতিনিধিত্ব করতে চেয়েছি এবং আমাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করা উচিত।”

২০১০ সালে টেস্ট অভিষেকের পর মাত্র ২৭টি টেস্ট খেলেছেন

ওয়াহাব। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টিতে নিয়মিত হলেও টেস্টে কখনই নিয়মিত ছিলেন না। সে জন্যই নাকি টেস্ট ছেড়ে সাদা বলের ক্রিকেটে মনোযোগ দিতে চেয়েছিলেন ওয়াহাব, ”দেখুন ২০১৭ সালের পর থেকে আমি পাকিস্তানের লাল বলের ক্রিকেট দলে নিয়মিত নই। হঠাৎ হঠাৎ টেস্ট খেলার সুযোগ পেতাম। সর্বশেষ ২০১৮ সালে খেলেছি। লাল বলের ক্রিকেট থেকে মনোযোগ সরিয়ে শুধুমাত্র সাদা বল নিয়ে চিন্তা করছি।

এ জন্যই বিরতি চেয়েছি। এটা অন্যান্য তরুণের জন্য বড় সুযোগ। পিসিবির সুযোগ তাদের তৈরি করে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নিয়ে আসার।”

কদিন আগেই পিসিবির প্রকাশিত কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রাখা হয়নি ওয়াহাব ও আমিরকে। কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে থাকলেও আফসোস নেই ওয়াহাবের। দেশের হয়ে খেলার ইচ্ছে খেলার জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তিভুত হতে চান না তিনি, ”পাকিস্তানকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কেন্দ্রীয় চুক্তির প্রয়োজন নেই।

আমি সব সময় দেশের হয়ে খেলতে চেয়েছি। এর চেয়ে বড় সম্মানের আর কিছু নেই। সামনে যখনই সুযোগ আসবে তখনই আমি দেশের হয়ে খেলতে চাইব।”

‘বীরদের জন্যে ফুটবল’ টুর্নামেন্টে রিয়াল-বায়ার্ন-ইন্টার

‘ইউরোপিয়ান সলিডারিটি কাপ—ফুটবল ফর হিরোস’ নামে ছোট পরিসরে একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ ও ইন্টার মিলান। এ থেকে অর্জিত অর্থ ব্যয় হবে স্পেন ও ইতালির স্বাস্থ্যসেবা খাতে।প্রত্যেক ক্লাবের মাঠে হবে একটি করে ম্যাচ, অর্জিত অর্থ ইতালি ও স্পেনের স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নতি জন্য ব্যয় করা হবে বলে মঙ্গলবার আলাদা আলাদা বিবৃতিতে জানিয়েছে ক্লাব তিনটি। ইউরোপের এই দুটি দেশে কোভিড-১৯ মহারারী অনেক বড় আঘাত হেনেছে।“বিষয়টিকে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের প্রতি সমর্থনের প্রতীক হিসেবে দেখছে বায়ার্ন, যেখানে সবাই একে অপরের খেয়াল রাখে।”

কঠিন এই সময়ে নিজের জীবনের পরোয়া না করে যারা সামনে থেকে করোনাভাইরাস মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, সেই সব স্বাস্থ্যকর্মীদের ‘নায়ক’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তিনটি ক্লাবেরই বিবৃতিতে।

ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় রিয়ালের বিপক্ষে খেলবে বায়ার্ন। নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে ইন্টারের বিপক্ষে খেলবে রিয়াল। আর সান সিরোতে বায়ার্নের মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ইন্টার।

বায়ার্নের বিবৃতিতে ২০২১ সালে টুর্নামেন্টটি আয়োজনের কথা বলা হলেও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানানো হয়নি। দর্শকসহ ম্যাচ আয়োজনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে মাঠে গড়াবে টুর্নামেন্টটি। মহামারীর বিপক্ষে সামনে থেকে লড়াই করা স্বাস্থ্যকর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো হবে ম্যাচগুলোয়।

ইউরোপে সবচেয়ে বেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্তের তালিকায় ব্রিটেনের পরেই ইতালির অবস্থান। দেশটিতে মারা গেছেন ৩২ হাজারের বেশি মানুষ। ২৭ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন স্পেনে। আক্রান্তের দিক দিয়ে অবশ্য ব্রিটেন ও ইতালির উপরে স্পেন।

তুলনামূলকভাবে জার্মানির অবস্থা অতটা খারাপ নয়। পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশটিতে মঙ্গলবার পর্যন্ত মারা গেছেন আট হাজারের একটু বেশি।

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে জার্মান বুন্ডেসলিগাই মাঠে ফিরেছে সবার আগে। দুই মাসেরও বেশি সময় স্থগিত থাকার পর স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে কঠোর নিয়মের মধ্যে শনিবার শুরু হয়েছে খেলা।

Notice Inviting Tender Qnotation.

Tenders / Quotations in scaled en\ elope are invited from the bonatide vehicle owners who are permanent citizens of India, for hiring of 1(one) No. of Mahindra Scorpio (New model) vehicle for official use in the office of the Superintendent of police (Vigilance) Organization, Tripura. The last date of submission of tender/Quotation will be upto 28/10/2020 (3.00 P.M). The details terms & conditions may be seen iii the Notice Board of the S.P (Vigilance) Office.

Specifications of vehicle: - Mahindra Scorpio (New model) with the following valid documents. (1) Registration Certificate (Commercial) (2) Tax Token (3) Fitness Certificate (.4) Contract Carriage Permit (5) MAtor Insurance Certificate (6) Pollution under Control Certificate.

Format for quoting rate is given below : -

Sl. No.	Name of Work	Rate for detention per day in Rs.(In Figures & Words)	Rate per K.M in Rs.(In Figures & Words)
1	2	3	4
	Mahindra Scorpio (New model) for official use of S.P.(Vigilance)	Not exceeding Rs.1, 200/- (Rupees. One thousand and two hundred) only per day.	(Diesel) Not exceeding Rs.11/- (Rupees. Eleven) only per kilometer.

ICA/C-1872/2020-21

Superintendent of Pclice (Vigilance) Tripura Agartala.

৬৬ নম্বরে কোহলি

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.): সর্বোচ্চ আয়ের নিরিখে ফোর্বসের ১০০ জনের ক্রীড়াবিদদের তালিকায় ঠাঁইপেলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ফোর্বসের সদ্য প্রকাশিত ২০২০ সালের এই তালিকায় ৩৪ ধাপ উঠে ৬৬ নম্বরে ভারত অধিনায়ক। উল্লেখ্য, গতবছরের মতো এবারও তালিকায় একমাত্র ক্রিকেটার হলেন কোহলি।সেই সঙ্গে তালিকায় এবারও তিনি একমাত্র ভারতীয়। সর্বোচ্চ আয়ের নিরিখে ফোর্বসের বর্ষসেরা ক্রীড়াব্যক্তিত্বদের তালিকায় কোহলি রয়েছেন ৬৬ নম্বরে। গত এক বছরে তিনি ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উপার্জন করেছেন, ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ।

ধোনির অবসর রোনালদোর ফুটবল ছাড়ার মতোই হবে

হ্যাশট্যাগ দিয়ে লেখা ধোনির অবসর! গত বুধবার হঠাৎ টুইটারে নতুন এই ট্রেন্ডটা ছড়িয়ে পড়ে। কত কান্ডই না হলো তা নিয়ে! হঠাৎ গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়, তবে কী অবসর নিয়ে ফেলেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি! ভারতের সাবেক অধিনায়কের ক্যারিয়ারের দারুণ অনেক মুহূর্তের ভিডিও দিয়ে তাঁকে ভালোবাসাও জানাতে থাকেন ভক্তরা। ধোনির স্ত্রী স্বাক্ষী পরে সে গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে টুইট করে যাঁরা গুঞ্জন ছড়াচ্ছেন তাঁদের একহাত নেন। কিছুক্ষণ পর অবশ্য টুইটটি মুছেও দেন স্বাক্ষী।কিন্তু ধোনির অবসর নিয়ে কথা তো থামে না। এবার সেটি নিয়ে কথা বলেছেন সাবেক ইংলিশ স্পিনার মন্টি পানেসার। ক্রিকেটে ধোনির জনপ্রিয়তা ফুটবলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতোই জানিয়ে পানেসারের কথা, ধোনির অবসরের প্রভাব ক্রিকেটে ততটাই পড়বে, যতটা ফুটবলে পড়বে রোনালদোর অবসরের প্রভাব।

২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে ভারতের হারের পর থেকে জাতীয় দলে তো খেলেনইনি, সাধারণ্যের চোখের আড়ালেই যেন আছেন ধোনি। এবার আইপিএলে খেলার কথা ছিল তাঁর, সেটি দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত দলে ফেরার চেষ্টা করবেন, এমন একটা গুঞ্জনও বাজার পেয়েছিল বেশ। কিন্তু করোনাভাইরাস এসে পুরো বিশ্বকে থমকে দিল, আইপিএলও গেল পিছিয়ে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও পেছানোর সম্ভাবনা। ধোনির অবসরের গুঞ্জন তাই আবার চাউর !কিন্তু পানেসার যেন তা চান না। তাঁর কথা, ধোনি অবসর নিলে ক্রিকেট অনেক ভক্ত হারাবে। ভারতীয় দৈনিক টাইমসনাউতে সাক্ষাৎকারে পানেসারের কণ্ঠে প্রথমে ধোনির প্রশংসা, ‘এমএস ধোনি ভারতের সফলতম অধিনায়ক, সাদা বলের ক্রিকেটে অবিশ্বাস্য একজন ক্রিকেটার।

খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য মনোনীত রোহিত শর্মা

ভারতের সর্বোচ্চ ক্রীড়া পুরস্কার খেলরত্নের জন্য মনোনীত হয়েছেন ওপেনার রোহিত শর্মা।এ বছর ভারতের সর্বোচ্চ ক্রীড়া পুরস্কার রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন ভারতীয় ওপেনার রোহিত শর্মা। এছাড়া ইশান্ত শর্মা, শিখর ধাওয়ান ও ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার দিপ্তি শর্মাকে অর্জুন পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ২০১৯ বিশ্বকাপে অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স রোহিতের। ৫ সেঞ্চুরিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন এই ভারতীয় ওপেনার। সাদা বলের ক্রিকেটে সফল হলেও প্রশ্ন ছিল লাল বলের ক্রিকেটের সামর্থ্যে। কিন্তু গত ৬ মাসে টেস্ট ক্রিকেটেও দাপট দেখিয়েছেন রোহিত। সম্প্রতি ওপেনার হিসেবে পাঁচ টেস্ট খেলে ৯২.৬৬ গড়ে করেছেন ৫৫৬ রান।এর আগে ক্রিকেটারদের মধ্যে শচীন টেন্ডুলকার, এমএস ধোনি ও বিরাট কোহলি খেলরত্ন পুরস্কার পেয়েছেন। এবার পুরস্কার পেলে রোহিত হবেন চতুর্থ ক্রিকেটার।বিসিসিআই প্রধান সৌরভ গাঙ্গুলি রোহিতের মনোনয়ন প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘আমরা অনেক বিবেচনা করে মনোনীত ক্রিকেটারদের ছোট তালিকা করেছি। রোহিত শর্মা ছোট সংস্করণের ক্রিকেটে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। আমরা মনে করি রোহিত খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য যোগ্য।’ইশান্ত, শেখর ও দিপ্তির মনোনয়ন নিয়ে সৌরভ বলেছেন, ‘টেস্ট দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ইশান্ত শর্মা। ভারতকে টেস্টের এক নম্বর দলে পরিনত করতে ইশান্তের বড় অবদান ছিল। শিখর আইসিসি টুর্নামেন্টে নিয়মিত রান করেছেন। নারী দলের সাফল্যে দিপ্তির খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।’

আইপিএলে না

করোনাভাইরাসের কারণে স্থগিত হয়ে যাওয়া আইপিএল কবে অনুষ্ঠিত হবে , তা এখনো চূড়ান্ত নয়। তবে আলোচনা চলছে আগামী সেপ্টেম্বর — অক্টোবরে আইপিএল আয়োজনের সম্ভাবনা নিয়ে। যদিও সে সময় অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। করোনার জন্য বিশ্বকাপের ভবিষ্যৎ শঙ্কার মুখে। বিশ্বকাপ স্থগিত হলে সে সময় আইপিএল হতে পারে বলে গুঞ্জন উঠেছে।আইপিএল মাঠে নামানোর জন্য আরও একটি প্রস্তাব এসেছে - বিদেশি খেলোয়াড় বাদ দেওয়া। করোনা আতঙ্ক, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা মিলিয়ে বিদেশি খেলোয়াড় বাদ দিয়ে শুধু ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। আগেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে চেন্নাই সুপার কিংস। বিদেশি ছাড়া আইপিএলকে এবার না বলে দিয়েছে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবও।তারকাদের ছাড়া বিশ্বমানের এই টুর্নামেন্ট হওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন পাঞ্জাবের সহকারী মালিক নেস ওয়াদিয়া, ”আইপিএল ভারতীয়দের তৈরি একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। এটি বিশ্বে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় আসর। তাই টুর্নামেন্টের জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রচারমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক তারকাদের প্রয়োজন।”অনেক বিদেশি তারকা আইপিএল খেলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। তবে বিদেশিদের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটি মাথায় রেখে আপাতত করোনা পরিস্থিতিতেই নজর রাখতে বলছেন ওয়াদিয়া, ”সে সময়ে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে) বিদেশি খেলোয়াড়দের ভ্রমণের

PNIT NO: e-PT-XVII/EE/RD/ABS/2020-21
DATED-15/10/2020

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, DhalL-; DMtrict, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 28/10/2020 for Construction of 25(Twenty Five) nos. temporary dormitory dwelling house shed with Pucca floor, GCI sheet roofing and walling with kitchen and Toilet at Hadukluk pars under R.D. Ambassa Sub-Division for displaced bru peoples under the jurisdiction of R.D Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Also everyone is requested to give up the use of plastic for the sake of the earth and also requested to use mask on face and to keep maintain social distance to avoid COVID-19 pandemic.

ICA/C-1870/2020

[Er.S. Biswas]
Executive Engineer R.D.
Ambassa Division

Short Notice Inviting Re-Tender for Procurement of Cowdung 0/0 the Joint Director of Agriculture (Research). Agronomy Unit, State Agriculture Research Station, A.D.Nagar, Agartala, West Tripura

Sealed tender invited from the bonafied and resourceful suppliers, dealers, of Indian Nationals Superscribed with "Re-Tender for Cowdung" for supply of Cowdung to 0/o the Joint Director of Agriculture, Agronomy Unit, State Agriculture Research Station, A.D.Nagar, Agartala during 2020-21.

Short Quotations will be received on 29th October,2020 up to 3.00 PM and will be opened on the same day at 4.00 PM, if possible.

The Format of Quotation documents etc. along with terms & conditions in details can be had from the office of the undersigned on all working days and also can be downloaded from the website- www.agri.tripura.gov.in

ICA/C-1868/2020-21

(Arun Bhattacharjya)
Joint Director of Agriculture (Res.)
SARS, A.D.Nagar, Agartala

No. F.2 (2)-AGMC/RO Plant/S&P/2020-21
Dated, Agartala, the 2020

Notice Inviting e-Tender

The Medical Superintendent, A.G.M.0 & G.B.P. Hospital, Agartala, Tripura invites Notice inviting e-Tender from resourceful Manufacturers / authorized dealers, for "Supply, Installation, Testing & Commissioning of 250 LPH RO System with 250 LPH DM Plant (for Drinking water & Dialysis Purpose) at Jayanti Block of Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala, Tripura-799006." Ref. No. F.2 (2)-AGMC/RO Plant/S&P/2020-21 subject to certain terms & conditions through e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in The tender fee (Non refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online Payment facility provided in the Portal, any time before Bid Submission End Date using either of the supported Payment modes like Net Banking/Debit Card/ Credit Card. Lastdate of submission is upto 5.00 PM of23/ ro / 2020.

ICA/C-1866/2020-21

Medical Superintendent
A.G.M.0 & G.B.P. Hospital, Agartala.

MEMORANDUM

Due to some unavoidable reasons, the tender process for procurement of "Ciassware/Plasticwares " vide NIT No.F.9 (50)-AGRI/SARS/SSTL/Part-tti/201.9-20/4549-64, dated 09.09.2020 under Soil Health Management (SHM) Scheme is hereby cancelled.

ICA/C-1862/2020-21

(Arun Bh.Ittacharya)
Joint Director of As iculture
(Research) State Agriculture
esearch station Arundhatinagar,
Agartala.

No .F. 7(1)-EE/RD/STB/DIV/TENDER(WORK)/20-21/
8131-60 Dated:.1.41 .. /10/2020

CANCELLATION ORDER

The Press Notice inviting e-Tender No-e-PT-XIV/EE/RD/STB/2G20-21 dt-05/08/2020 in reference to the DNIT No. 47/EE/RD/STB/DNIT/2020-21 dt. 05/08/2020 which was floated for Construction of market stall near Ratanpur Hospital under Ratanpur ADC Village of Hrishyamukh RD Block under the jurisdiction of RD Santirbazar division has been hereby cancelled due to the following reason:-

1) Due to the quoted rate of the lowest bidder is exceptionally below in compare with the prevailing market rate. 2) The analysis of the quoted rate submitted by the lowest bidder is irrelevant as compared with the PWD SoR-2020.

ICA/C-1858/2020-21

Executive Engineer
RD Santirbazar Division Santirbazar
South Tripura

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে অন্যান্য বছরের মত এবারও যে (Vehicle Pass) দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ও এতদুপলক্ষ্যে বিবেচিত অনুমতিপত্রগুলি ২০শে অক্টোবর ২০২০ (মঙ্গলবার) ইংরেজি তারিখ হইতে সরকারি অফিস চলাকালীন সময়ে আস্তাবল স্থিত ট্রাফিক ইউনিট হইতে বিতরণ করার যে দিন ধার্য করা হয়েছিল, অনিবার্য কারণ বশত সেই সিদ্ধান্তের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিবেচিত অনুমতিপত্রগুলি **২১শে অক্টোবর ২০২০ (বুধবার) দুপুর ২টা থেকে এ.ডি.নগর স্থিত ট্রাফিক ভবন (ড্রপ গেইট-এর নিকট)** হইতে বিতরণ করা হইবে। পাস নেওয়ার সময় Covid-19 এর যাবতীয় নির্দেশাবলী (মাক্স পরিধান করা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি) মান্য করা বাধ্যতামূলক।

“বহুজন হিতায়”
সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (ট্রাফিক)
ত্রিপুরা, আগরতলা।

ICA-D-712/20

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এস.সি.ই.আর.টি পরিচালিত NATIONAL MEANS CUM MERIT SCHOLARSHIP (NMMS) পরীক্ষা আগামী ১০ই জানুয়ারি ২০২১ (রবিবার) এ রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক Govt. School, Govt. aided School এর ছাত্রছাত্রীরা SCERT Website - **www.scerttripura.org** এর মাধ্যমে আবেদনপত্র, নিয়মাবলী ও পরীক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে পারবে।

NMMS পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতা ঃ-

ক) যে সব ছাত্রছাত্রী সপ্তম শ্রেণি থেকে ৫৫% নম্বর (তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির ক্ষেত্রে ৫% নম্বর শিথিলযোগ্য) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে কেবলমাত্র তারাই এই পরীক্ষায় বসতে পারবে।

খ) ছাত্রছাত্রীর পিতা/মাতার বাৎসরিক আয় সর্বমোট ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার বেশি হতে পারবে না। এক্ষেত্রে SDM কর্তৃক প্রদত্ত আয়ের প্রমাণ পত্র অথবা BPL ভুক্ত পরিবার হলে Ration card এর photo copy অবশ্যই দিতে হবে।

গ) রাজ্য স্তরে উন্নীত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা মন্ত্রক (MoE) কর্তৃক মাসে ১০০০ (এক হাজার) টাকা হারে ৪ (চার) বৎসর (IX-XII) বৃত্তি প্রদান করা হবে।

ঘ) পূরণ করা আবেদনপত্র বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২৫ এ নভেম্বর, ২০২০ তারিখের মধ্যে SCERT অধিকর্তার কাছে জমা দিতে হবে, নতুবা আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে না। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঙ) বেসরকারি বিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, জওহর নবোদয় বিদ্যালয় এবং আবাসিক স্কুলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

* বিস্তারিত বিবরণ SCERT, অভয়নগর, আগরতলার সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা যাবে।

স্বাক্ষর
(উত্তম কুমার চাকমা)
অধিকর্তা

ICA-D-707/20

সুস্থ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ অক্টোবর।। সাংবাদিকরা হচ্ছেন যুব সমাজের রোল মডেল। সুস্থ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে তারা একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন। আজ সন্ধ্যায় নবরূপে সজ্জিত আগরতলা প্রেস ক্লাবের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। তিনি বলেন, প্রেস ক্লাব যে কোন শহরের ল্যাণ্ডমার্ক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আগরতলা একটি প্রাচিন শহর। এই শহরে প্রেস ক্লাবের একটা আলাদা পরিচিতি রয়েছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার সংবাদ মাধ্যম এবং এর সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে আগ্রহী। এজন্য ইতিমধ্যেই নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কারণ বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে সংবাদ মাধ্যম স্বাস্থ্যকর হলে সমাজের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের আবাসন তৈরির জন্য যেমন ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তেমনি ত্রিপুরা এডভাবটাইজমেন্ট গাইডলাইন ২০০৯ সংশোধন করারও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বি'পনের বাজেট প্রায় তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০১৮-১৯ সালে যেখানে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বি'পন দেওয়া হয়েছিল এ বছর সেই পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১০ কোটি টাকা। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের উন্নয়নের কথা শুধু মুখেই বলছেননা কাজের মাধ্যমেও তা করে দেখাচ্ছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু সংবাদপত্র নয় সব অংশের মানুষের জন্য রাজ্য সরকার কাজ করছে। বিগত সরকারের রেখে যাওয়া ঋণের বোঝা, কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলা করে বর্তমান সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বর্তমান সরকারের কাছে মানুষের আশা আকাঙ্খাও অনেক। এটা হওয়াই বা'নীয়। সবার প্রত্যাশা পূরণ, আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা ও উন্নয়নের চ্যালে'কে সামনে রেখে সরকার কাজ করে চলেছে। রাজ্যের উন্নয়ন কর্মযে'ও তিনি সব অংশের মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন। আসন্ন উৎসবের দিনগুলিতে সবাই যেন প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন মেনে চলেন সেজন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে তিনি সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার বলেন, গত দুই বছরে এ রাজ্যে সংবাদপত্র জগতের বিকাশে অনেক কাজ হয়েছে। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এসে প্রেস ক্লাবের সংস্কারের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তারা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগও নেন। তারই ফলশ্রুতিতে আজ ক্লাবের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভবনের উদ্বোধন হল। সাংবাদিকদের পেনশন এক হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে দশ হাজার টাকা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের সুরক্ষার স্বার্থে প্রেস জ্যাকেট দেওয়া ছাড়াও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের এক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে। স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, প্রেস ক্লাবের সংস্কারের বিষয়টি সাংবাদিকদের দীর্ঘদিনের দাবী ছিল। তাদের দাবী পূরণের জন্য সরকার ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে। ক্লাবের সংস্কার ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বসানোর জন্য প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। তিনি জানান, সংবাদ মাধ্যমের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার প্রতি রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে আগ্রহী। লকডাউন চলাকালীন সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পত্রিকা পাঠানোর জন্য রাজ্য সরকারের ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সোমবার ট্রাফিক দপ্তরের ইন্টারসেপ্টার গাড়ির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি-নিজস্ব।

মৎস্যচাষিদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ বিশ্রামগঞ্জ আই টি আই-র সন্নিকটে মৎস্য দপ্তরের নবনির্মিত দ্বিতল মৎস্যচাষ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত।

মৎস্যচাষ কন্দ্রের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, রাজ্যে মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। রাজ্যের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বহি:র্রাজ্য থেকে মাছ আমদানি করতে হয়। তাতে রাজ্যের অনেক অর্থ বর্হিরাজ্যে চলে যায়। রাজ্যে মৎস্য দপ্তর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষে মৎস্যচাষিদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। রাজ্যে মাছের উৎপাদনও বাড়ছে। তিনি বলেন, মাছচাষকে বাণিজ্যিক রূপ দিতে হবে। মাছের উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে যাতে অদূর ভবিষ্যতে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পর্ণ হয়ে বর্হিরাজ্যে মাছ রপ্তানী করা যায়। উপমুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন মৎস্যচাষ কেন্দ্র থেকে গ্রামের সাধারণ মৎস্যজীবীগণ প্রশিক্ষণ নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষে উৎসাহিত হবেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মৎস্য মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, এই কেন্দ্রের মাধ্যমে মৎস্যচাষিগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষের বিষয়ে মৎস্যদপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে পারবেন। তিনি বলেন, আধুনিক পদ্ধতিতে সারা বছর মাছচাষ করার জন্য মৎস্যদপ্তর বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। তার সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি জানান, ডম্বর জলাশয়, রুদ্রসাগর, উদয়পুরের সুখসাগরকে ভিত্তি করে রাজ্যে মৎস্যচাষে উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরা মৎস্যচাষে স্বয়ংসম্পর্ণ হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অবণী দেববর্মা, সমাজসেবী রাজকুমার দেবনাথ প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপঅধিকর্তা ক্ষিতীশ দেববর্মা।

উল্লেখ্য, মৎস্যদপ্তরের ৬ জন কর্মী নিয়ে এই মৎস্য কেন্দ্র আজ থেকে চালু হয়েছে। এখানে যারা মৎস্যচাষের প্রশিক্ষণ নিতে আসবেন তাদের জন্য এই কেন্দ্রেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ১০ কক্ষ বিশিষ্ট এই ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

করোনা-সংক্রমণ ৭৫.৫০ লক্ষ ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,১৪,৬১০

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে, ভারতে ৭৫-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭৫,৫০, ২৭৩-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৫৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৬,৩৯৯ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১৪, ৬১০ জন এবং মোট সংক্রমিত ৭৫,৫০,২৭৩ জন।

এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬৬,৬৩,৬০৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ৭২ হাজার ০৫৫। ভারতে প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে করোনা-টেস্টের সংখ্যাও। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯.৫০ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে করোনা-পরীক্ষা। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৯, ৫০,৮৩,৯৭৬-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৮.৫৯ লক্ষ করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ অক্টোবর (রবিবার সারা দিনে) ভারতে ৮,৫৯,৭৮৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৯,৫০, ৮৩,৯৭৬টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ অক্টোবর।। প্রাক্তন মন্ত্রী মতিলাল সাহার বিশালগড়স্থিত বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাতে প্রাক্তন মন্ত্রী মতিলাল সাহার বাড়িতে চোরের দল হানা দেয়। ঘরের দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে প্রচুর জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে যায়। সোমবার সকালে পরিবারের তরফ থেকে এ ব্যাপারে বিশালগড় থানা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ প্রাক্তন মন্ত্রী মতিলাল সাহার বাড়িতে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া কোন জিনিসপত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।এলাকায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানানো হয়েছে।

গন্ডাছড়ায় এসপিও নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৯ অক্টোবর।। এসপিওচাকুরির ইন্টারভিউতে উচ্চ শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা। সারা রাজ্য জুড়েই চলছে এখন এসপিও চাকরির ইন্টারভিউ। সোমবার ছিল গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকার চাকরি প্রার্থীদের ইন্টারভিউ। এই দিন গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের মাঠে গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকার গন্ডাছড়া এবং রইস্যাবাড়ি দুই থানার ৬৩৬ জন ছেলে মেয়ে ইন্টারভিউতে অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে গন্ডাছড়া থানা এলাকার ৩১৭ জন এবং রইস্যাবাড়ি থানা এলাকার ৩২১ জন রয়েছে। এই দিনের ইন্টারভিউতে প্রচুর উচ্চ শিক্ষিত বিশেষ করে উপজাতি অংশের ছেলে মেয়েরা অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে বিএড পাশ, এমে পাশ, বিএ পাশ রয়েছে। উচ্চ শিক্ষিত বেকাররা জানান বেকারত্ব জালা সহ্য করতে না পেরে তারা এখন বাধ্য হয়ে ছঞ্চঞ্জ চাকরিতে আসতে চাইছে। এই চাকরিটাও তাদের ভাগ্যে আছে নাকি কে জানে। এই নিয়ে বেকারদের মধ্যে হতাশা দেখা যাচ্ছে।

দুর্ঘটনায় আহত যুবকের মৃত্যু হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৯ অক্টোবর।। সিপাহী জলা জেলার বক্সনগর বাইক দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তির চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম দেবাশীষ দেববর্মা।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় বেনুয়ারচর বাজার এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন দেবাশীষ দেববর্মা নামে ওই যুবক। স্থানীয়রা আহত যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখানে থেকে জিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি।জিপি হাসপাতালে চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে দেবাশীষ দেববর্মা নামে ওই যুবক। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। উল্লেখ্য রাজ্যে প্রথম ঘটনা প্রতিদিন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।প্রতিদিন এই রাজ্যের কোথাও-না-কোথাও পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে।৭৫ কতটা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তাতে পরিবারের কোনো সদস্য ঘর থেকে বের হয়ে গেলে বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজন রা আতঙ্কে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।

স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে অজৃদার সফল অস্ত্রপাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ অক্টোবর।। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন'র অধীনস্ত রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সহায়তায় একটি মাতৃহারা জন্মগত মূক ও বধির শিশু কন্যার জটিল অস্ত্রপাচার সফল হয়। নাম অদৃজা সরকার। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা কলোনী এলাকায়। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের দাপদাপির ফলে যেখানে দেশ তথা রাজ্যজুড়ে পুরো জুবুথুবু সেখানে দাঁড়িয়ে এই অতিমারির মধ্যেই ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধঅনসভার অন্তর্গত মাইগঙ্গা এলাকার বাসিন্দা ভারত সরকারের কন্যা অদৃজা সরকার নামে একটি মূক ও বধির মেয়ে সন্তানের পরিবারকে আলোকিত করেছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনস্ত রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্ও কর্মচত্র। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের উদ্যোগে অদৃজা সরকারের সম্প্রতি একটি সার্জারি করা হয়। যার নাম ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টেশন। আর এরই সাফল্যের ফলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডঃ অলক দেবনাথ ও ডঃ সঞ্ঘমিত্রা দাস পাশাপাশি তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রচেষ্টার ও বিশেষ প্রশংসা কামনা করেছে।

সহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে মোহনপুর পুর পরিষদ এবং আগরতলাস্থিত রামঠাকুর আশ্রমের যৌথ উদ্যোগে আজ মোহনপুর পুর পরিষদের অফিস প্রাঙ্গণে এক ব'দান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। ব'দান শিবিরে মোহনপুর পুর পরিষদ এলাকার ৪০০ জনকে ধূতি এবং ৩০০ জনের মধ্যে শাড়ি বিতরণ করা হয়। অন্য একটি অনুষ্ঠানে কালাছড়াস্থিত আর এল আর বিকস ইণ্ডাস্ট্রিজের উদ্যোগে ৩০০ জনের মধ্যে শাড়ি বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানেও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ উপস্থিত ছিলেন।

মোহনপুর পুর পরিষদ অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত ব' বিতরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, দুর্গাপূজায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক পড়ে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে উৎসবে সামিল হতে হবে। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণে অনেকেই তাদের আত্মীয়পরিজন হারিয়েছেন। আমরা নিজেরা সচেতন হলেই এই মহামারির হাত থেকে আমরা রক্ষা পাব। তিনি বলেন, সবসময় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। তবেই মানুষ আমাদের মনে রাখবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, পশ্চিম ত্রিপুরার জিলা পরিষদের সদস্য মিঠুন চক্রবর্তী, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি জয়নাল দাস, সমাজসেবী ধীরেন্দ্র দেবনাথ, শ্যামল দেবনাথ, তপন দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ।

রাজ্যের ঐতিহ্য বাঁশ ও বেত শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। রাজ্যের ঐতিহ্য বাঁশ ও বেত শিল্পের উৎপাদিত পণ্য আর্ন্তজাতিকস্তরে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এরফলে রাজ্যের বাঁশ ও বেত শিল্পের সাথে জড়িত শিল্পীরা বিশেষভাবে উপক'ত হবেন। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা ব্যাম্ব মিশনের বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাঁশ রাজ্যের একটি অন্যতম প্রাক'তিক সম্পদ। বাঁশের তৈরী বিভিন্ন সামগ্রী দেশবিদেশে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে রাজ্যের যুবক ও যুবতীদের আর্থিক উপার্জন বাড়ানোর উপর রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে বাঁশ উৎপাদন আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে ত্রিপুরা ব্যাম্ব মিশনকে বনদপ্তর, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, জাইকা, হস্ততাঁত ও হস্তকারু দপ্তর, ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন লিমিটেড, ত্রিপুরা রিহেবিলিটেশন প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন লিমিটেডের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করতে পরামর্শ দেন।

সভায় শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে জানান, রাজ্যে বর্তমানে ২১ প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়। বাঁশের উৎপাদিত আসবাবপত্র, অলংকার, আগরবাতি ইত্যাদি ব্যবহার অনেক বেড়েছে। ত্রিপুরা ব্যাম্ব মিশন রাজ্যে বাঁশ ভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ২ হেক্টর হাইটেক নার্সারী, ১ হেক্টর বড় নার্সারী তৈরী করা, কুমারঘাটের রাতাছড়ায় ব্যাম্ব ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ, চাকমাঘাট ও কুমারঘাটে ২টি ব্যাম্ব ডিপো স্থাপন, ইন্দ্রনগরে কমন ফেসিলিটি সেন্টার স্থাপন, আগরবাতি তৈরীর ইউনিট স্থাপন এবং বাঁশ কড়ল প্রক্রিয়াকরনের ২টি ইউনিট স্থাপন। এছাড়াও ত্রিপুরা ব্যাম্ব মিশন ৮৫০ জন কারুশিল্পীকে বিভিন্ন টোল কিট প্রদান করেছে এবং ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৫০০ জন বাঁশচাষীকে কাটার এবং স্প্লিটারস বিতরণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের সচিব আরোও জানান, রাজ্যে আরোও ২৮টি ব্যাম্ব প্রসেসিং ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আগরবাতি আত্মনির্ভর মিশন প্রকল্পে শীঘই রাজ্যের ৮টি জেলার মোট ৫০০ জন বাঁশচাষীকে টোল কীট প্রদান করা হবে।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জনজাতি এলাকায় কম সময়ে রোজগার স'ষ্টি হয় এমন প্রকল্পগুলি রূপায়ণে বন দপ্তর ও শিল্পদপ্তরকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। রাজ্যের প্রসিদ্ধ হস্ততাঁত শিল্প, বাঁশবেত শিল্প এবং রাবার শিল্পে উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রীর বাংলাদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সেগুলি বাংলাদেশে বাজারজাতকরণের করার লক্ষ্যে শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। বাঁশ, বেত ও রাবার ভিত্তিক শিল্প সামগ্রী তৈরী করার ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখার উপরও মুখ্যমন্ত্রী সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাঁশবেত শিল্প, হস্তকারু শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যের কারুশিল্পীগণ যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হবেন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানেরও সুযোগ স'ষ্টি হবে। বাঁশবেত শিল্প, হস্তকারু শিল্পে উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রীর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন স্থানগুলির আশেপাশে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরকে স্টল খোলার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় এছাড়াও ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন লিমিটেড, ত্রিপুরা রিহাবিলিটেশন প্ল্যানটেশন কর্পোরেশন লিমিটেড, জাইকা প্রকল্প এবং হস্ততাঁত ও হস্তকারু দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে আলোচনা করেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, ত্রিপুরা ব্যাম্ব মিশনের মিশন ডিরেক্টর প্রশান্ত কুমার গোয়েল, মুখ্য প্রধান বন সংরক্ষক ডি কে শর্মা, ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রামেশ্বর দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন শিক্ষানীতির কার্যকারিতার পক্ষে সাওয়াল প্রধানমন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ২০ অক্টোবর (হি. স.): মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সোমবার ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দেওয়া এই ভাষণে তিনি জানিয়েছেন, মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ ভারতের আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতার প্রমুখ কেন্দ্র।

এই বিশ্ববিদ্যালয় রাজর্ষি নলবাড়ি কৃষ্ণরাজ বডেয়ার এবং এম বিশ্বেসরাইয়া দর্শন এবং সংকল্পকে বাস্তবায়িত করেছে। তরুণ বয়সের শিক্ষা এবং দীক্ষা দুটোকেই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে ভারতে বিবেচিত করা হয়।

হাজার বছর ধরে এখানে এই পরম্পরায় থেকেছে। যখন দীক্ষার কথা বলা হয় তখন এটি কেবল ডিগ্রী গ্রহণের দিন নয়। জীবনের পরবর্তী পথে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্পকে আরও বেশি শুদ্ধ করে তোলে এই দিনটি।দেশের উচ্চ শিক্ষায় সার্বিক উন্নতিকল্পের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, বিগত পাঁচ থেকে ছয় বছরে গোটা দেশের সাতটি আইআইএম তৈরি করা হয়েছে।

২০১৪ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত গোটা ভারতে ১৫টি নতুন এইমস তৈরি হয়েছে বা প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গোটা দেশে মাত্র ১৬টি আইআইটি ছিল।২০১৪ সালের পর নতুন আইআইটি নির্মাণের সংখ্যা বেড়েছে।নতুন শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, প্রি নার্সারি থেকে পিএইচডি পর্যন্ত ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় বুনিয়াদি পরিবর্তন আনার স্বপক্ষে সর্ববৃহৎ অভিযান। তরুণ প্রজন্ম থেকে মেধা অন্বেষণ এবং সম্ভাবনাগুলিকে আরও বিকশিত করার জন্য এই শিক্ষা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ছয় বছরে উচ্চশিক্ষায় শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানোর হয়নি। এর পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় যুগান্তকারী একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে জীবনের ক্যাম্পাসে প্রতিটা তরুণ-তরুণী যেন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেই লক্ষ্যে এই নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

পাচারকালে বেআইনী কাঠ উদ্ধার গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৯ অক্টোবর।। গভীর রাতে পাচার কালে অবৈধ কাঠ উদ্ধার করল গন্ডাছড়া বন দপ্তরের কর্মীরা। জানা যায় প্রত্যেক দিনের ন্যায় রবিবার রাতেও গন্ডাছড়া বন দপ্তরের কর্মীরা নাইট পেট্রোলিং এ বের হয়। তখন বড় বাড়ি এলাকা থেকে গাড়ি করে অবৈধ কাঠ পাচার চলছিল। এই সময় বন কর্মীরা অবৈধ কাঠ পাচার কাজে ব্যবহৃত মারতি গাড়িটির পেছনে দাওয়া করে টিআর ০৪ এ ০৬২৩ মারতি ভ্যান গাড়িটিকে আটক করতে পারলেও চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরে রাতেই কাঠ বোঝাই গাড়িটি গন্ডাছড়া বন দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। দপ্তরের এক পেট্রোলিং অফিসার জানান প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ ফুট কাঠ উদ্ধার করা হয়। যার বাজার মূল্য হবে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা। তিনি আরো জানান এই ধরনের অভিযান ধারাবাহিক ভাবে জারি থাকবে।

বিশালগড়ে গাড়ি থামিয়ে রাবার শিট ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ অক্টোবর।। বিশালগড়ে একটি গাড়ি থামিয়ে লক্ষাধিক টাকার রাবার শিট ছিনতাই করেছে ছিনতাইকারীরা।রাবার শিট বহনকারী গাড়ি চালককে ও তারা বেধড়ক মারধর করেছে। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনো পর্যন্ত বিশালগড় থানা পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশাল করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও বিভিন্ন মহল থেকে নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে।উল্লেখ্য বিশালগড় এলাকায় চুরি-ছিনতাই এর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।পরপর এসব ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকার জনগণ নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে সংশয়ে পড়েছেন।এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

কাঞ্চনপুরে মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৯ অক্টোবর।। আসন্ন দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাঞ্চনপুর বাজারে অভিযান চালানো হয়। এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। সোমবার কাঞ্চনপুর মহাকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডি সি এম দিব্যেন্দু দাস সহ খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ প্রশাসনকে সাথে নিয়ে কাঞ্চনপুর বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানে অভিযান চালায়। অভিযানকালে প্রচুর পরিমাণে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। এইদিনের অভিযানে প্রায় ৫ হাজার টাকার জরিমানা আদায় করা হয় বলে জানান আধিকারিকরা।

বি এম এস এর সাধারণ সভায় পারমিট বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১৯ অক্টোবর।। কমলাসাগর বিএমএস সংঘের উদ্যোগে রাস্তার মাতা কমিউনিটি হলে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমলাসাগর এর সমস্ত অটে শ্রমিকদের নিয়ে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাস্তার মাতা অটো সিন্ডিকেট সম্পাদক রতন দাস গুপ্ত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন খাদি বোডের চেয়ারম্যান রাজিব ভট্টাচার্য এবং সিপাহী জলা জেলার বিজেপি সম্পাদক গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে চেয়ারম্যান বলেন রাজ্যে ২৫ বছর বাম শাসনের শ্রমিকরা সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। রাস্তার মাতা স্থিত কমিউনিটি হলে ১৫ জন অটো শ্রমিকদের মধ্যে পারমিট বিতরণ করেন নেতৃত্বরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।